কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

(বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস সংকলন)
১ম ২য় ও ৩য় খণ্ড

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া

কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

(বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস সংকলন)

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
এম. এফ. বি. এ. (অনার্স) এম. এ.

ভূঁইয়া প্রকাশনী
বুক্স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেইট
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৮৯-৯৫৫৫৮০

www.icsbook.info

কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন

(বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস সংকলন)

অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া

প্রকাশক ঃ

মাওলানা মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া

(এম. এফ.)

মান্দারপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

প্রকাশকাল ঃ

১ম প্রকাশ ঃ ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০০ ইং

১০ম প্রকাশ ঃ ২০০৫ ইং

স্বত্ব ঃ গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ মুবাশ্বির মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস ঃ

হক প্রিন্টার্স

১৪৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭১০০৪৯৬

মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-8415-14-9

QURAN-O-HADITH SANCHAYAN : WRITTEN BY PROFESSOR MAULANA ATIQUR RAHMAN BHUIYAN AND PUBLISHED BY BHUIYAN PROKASHANI. BOOKS & COMPUTER COMPLAX (1ST FLOOR). 38/3. BANGLA BAZAR. DHAKA-1100.

PRICE : 160 (ONE HUNDRED SIXTY TAKA ONLY)
US DOLLAR-$ 5

www.icsbook.info

নিবন্ধ সংখ্যা ১০১২২-কপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

এতদ্বারা প্রমাণপত্র প্রদান করা হইতেছে যে অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া প্রণীত এবং ২০০৫ ইং (১০ম প্রকাশ) তারিখে ভূঁইয়া প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত "কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন" (বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস সংকলন) ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড নামক সাহিত্য অর্থ কর্মের স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত রেজিস্ট্রী বহিতে অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া নামে ও ১০১২২-কপার ক্রমিক সংখ্যায় নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

আমার সহি ও সীলমোহরে অদ্য ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ঊনত্রিশ তারিখে প্রদত্ত হইল।

রেজিস্ট্রার

www.icsbook.info

লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ১ম খণ্ড
- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ২য় খণ্ড
- কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন ৩য় খণ্ড
- দৈনন্দিন জীবনে রাসূলুল্লাহর (সঃ) হাদীস
- কুরআন হাদীসের আলোকে শিশুদের আধুনিক নাম
- কুরআন হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা
- ইসলামী গানের সংকলন ঃ নবজাগরণ
- নূরানী কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি
- ইসলামিক নলেজ এন্ড জেনারেল নলেজ
- রাসূলুল্লাহর (সঃ) নামায (অনুবাদক)
- নুজহাতুল ক্বারী (অনুবাদক)
- ছোটদের প্রিয় নবী (সঃ)
- নূরানী নামায শিক্ষা (পকেট)
- নূরানী পাঞ্জে সূরা (পকেট)
- নূরানী দোয়ার ভাণ্ডার (পকেট)

যাদের জন্য বইটি প্রযোজ্য
ইসলামী আন্দোলনের কর্মী
ছাত্র, শিক্ষক, বক্তা,
লেখক, গবেষক

www.icsbook.info

প্রসঙ্গ কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহ রাব্‌বুল আলামীনের। অসংখ্য দরূদ বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, মহান শিক্ষক ও নেতা রসূলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং হাজারো সালাম সেসব বীর মুজাহিদদের প্রতি, যাঁরা যুগে যুগে আল্লাহ্‌র যমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করতে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী শতাধিক বিষয় সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসের সংকলন **কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন** ১ম ২য় ও ৩য় খন্ড একত্রে জ্ঞান-পিপাসু মু'মিনদের হাতে তুলে দিতে পারছি। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রসূল (সঃ)-এর হাদীস জ্ঞানের রাজ্যে এক মহাসমুদ্র- যা থেকে প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রামাণ্য আয়াত বা হাদীস খুঁজে বের করা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। বিশেষ করে যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পাশাপাশি আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ইসলামের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা খুঁজে পেতে চান, তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যারা আল্লাহর দেয়া দ্বীনকে জানতে বুঝতে এবং জীবনের সকল পর্যায়ে সে দ্বীনের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করতে সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট তাদের কিছুমাত্র সহযোগিতা যদি আমার এ সংকলনের মাধ্যমে হয়, তাহলেই আমি আমার শ্রমলব্ধ প্রয়াসকে সফল মনে করব। আর ছাত্র, শিক্ষক, বক্তা, লেখক, গবেষকদের রেফারেন্স-এর জন্যে এ সংকলন সহায়ক হবে বলে আমি আশাবাদী।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, পুরো সংকলনটি তিন খন্ডে বিভক্ত। কিন্তু পাঠক ও সুধীজনদের অনুরোধে ১ম ২য় ও ৩য় খন্ড একত্র করা হয়েছে। সবশেষে, যে সকল মনীষী এবং বিজ্ঞজনের উদার সহযোগিতায় এ পুস্তিকা রচনা এবং প্রকাশের কাজটি আমাদের জন্যে সহজ হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আরজ করছি, যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও যদি কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে কিংবা বইটির মান উন্নয়নে কোন পরামর্শ থাকে, তা আমাদের কাছে পৌছালে বাধিত হব। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের পথে আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন॥

বিনীত–

মোঃ আতিকুর রহমান ভুঁইয়া

www.icsbook.info

▼ ১ম খন্ডের সূচীপত্র ▼

ঈমান ৯
তাওহীদ ১২
রিসালাত ১৫
মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী ১৮
আখিরাত ২০
কুরআন ঐশী গ্রন্থ ২৭
নামায ও যাকাত ২৯
যাকাত ব্যয়ের খাত সমূহ ৩২
সাওম বা রোযা ৩৮
হজ্জ ৪২
ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৪৫
ইসলামী আন্দোলন ফরজ ৪৮
ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম ৫২
ইসলামী সংগঠন ৫৩
দাওয়াত ৫৯
প্রশিক্ষণ ৬৩
ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন/জ্ঞান অর্জন ৬৭
ব্যক্তিগত রিপোর্ট ৭৪
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ কুরবানী ও পরীক্ষা ৭৫
ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ ৭৯
ইসলামী বিপ্লব/জিহাদ ৮৫
শাহাদাত ৯৭
বিশুদ্ধ নিয়ত ১০৪
মুনাফিকের পরিচয়/পরিণাম ১০৭
আশারায়ে মুবাশ্‌শারা ১১০
দরূদ শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা ১১১
কয়েকটি বরকতপূর্ণ দরূদ শরীফ ১১১

▼ ২য় খন্ডের সূচীপত্র ▼

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার ফজিলত ৯
মুমিনের বৈশিষ্ট্য ১১
তাকওয়া ১৭
সবর বা ধৈর্য ২৩
আনুগত্য ২৭
পরামর্শ ৩১
এহতেছাব বা গঠনমূলক সমালোচনা ৩২
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ৩৪
গর্ব অহংকার ৩৭
গীবত বা পরনিন্দা ৪০
চোগলখোরী ৪২
মিথ্যাচার ৪৩
পর্দা ৪৫

www.icsbook.info

শিরক	৫১	মদ, জুয়া, লটারীর কুফল	৮৬
তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য	৫৬	শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য	৮৮
খিলাফত	৬০	পিতা-মাতার হক	৯১
ইসলামে রাজনীতি	৬৩	আত্মীয়-স্বজনের হক	৯৬
ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি	৬৮	প্রতিবেশীর হক	৯৯
ইসলামে বিচার ব্যবস্থা	৭২	ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা	১০২
ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	৭৮	ইসলামে নারীর অধিকার	১০৪
ইসলামে হালাল ও হারাম	৮০	অমুসলিমের অধিকার	১০৮
সুদ ও ঘুষ	৮৩	কতিপয় ব্যবহারিক দোয়া	১১০

▼ ৩য় খন্ডের সূচীপত্র ▼

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	৯	বাইয়াত	২৭
সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থগুলো এবং		বিনয় ও নম্রতা	২৮
সংকলকদের নাম	১২	সালাম	৩০
হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	১৩	শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু	৩১
বেশী হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ	১৪	অপচয় ও অপব্যয়	৩৩
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা	১৫	কৃপণতা	৩৪
মুত্তাকীনদের পরিচয় ও গুণাবলী	১৬	আল্লাহর উপর ভরসা	৩৫
মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র ও তাঁর প্রতি		সিজদা আল্লাহর হক	৩৮
ভালবাসা	১৮	পবিত্রতা	৩৯
রহমানের বান্দা কারা	২০	অযূ	৪০
আমানতদারী	২৩	গোছল	৪১
ওয়াদা	২৪	তায়াম্মুম	৪৪
সত্যবাদিতা	২৫	মেসওয়াকের গুরুত্ব	৪৫

www.icsbook.info

তাহাজ্জুদ নামায	৪৬	সৃষ্টির সেবা	৮৪
লাইলাতুল ক্বাদর	৪৮	শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ	৮৫
লাইলাতুল মিরাজ	৪৯	রুগীর হক	৮৬
জুম'আর নামায	৫১	পশু-পাখির হক	৮৭
হালাল রুজি	৫৩	ঘুম	৮৮
ব্যবসা	৫৫	মৃত্যু	৮৮
কোরবানী	৫৬	হত্যা	৯০
আত্মহত্যা	৫৮	জন্ম নিয়ন্ত্রণ	৯১
ঋণ পরিশোধ	৫৯	বিজ্ঞান	৯৪
অসিয়ত	৬১	পাহাড় সৃষ্টির রহস্য	৯৫
যাদেরকে বিবাহ করা হারাম	৬৩	মধুর উপকারিতা	৯৬
বিবাহ	৬৪	দুধ	৯৬
বিবাহের মোহর	৬৬	গাছের উপকারিতা	৯৭
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার	৬৮	মাদক দ্রব্যের অপকারিতা	৯৭
যিনা/ব্যভিচার	৭০	ফিরিশতা	৯৯
নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা	৭২	মুসলিম জাতির পিতা	১০০
জান্নাত	৭৪	কাবাঘর ও তার মর্যাদা	১০০
জান্নাতের আটটি স্তর	৭৬	প্রয়োজনীয় আরো কিছু হাদীস	১০২
জাহান্নাম	৭৬	শেষপর্যায়ে ইন্তিকালকারী কয়েকজন সাহাবী	১০৭
জাহান্নামের সাতটি স্তর	৭৮	উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুজাদ্দিদ	১০৭
ইসলামী সরকারের দায়িত্ব	৭৯	উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস	১০৮
ইসলামে নির্বাচন	৮০	কালিমা সমূহ	১০৮
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ	৮২		
যুলুম	৮২		

www.icsbook.info

ঈমান সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

اِيْمَانٌ শব্দটি امن ধাতু থেকে নির্গত। 'আমন' এর মূল অর্থ হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। এই امن ধাতুর-ই ক্রিয়ারূপ হচ্ছে اِيْمَان এর তাৎপর্য হচ্ছে, মনের ভিতর কোনো কথা প্রত্যয় ও সততার সাথে এমনিভাবে দৃঢ়মূল করে নেয়া যেনো তার প্রতিকূল কোনো জিনিসের পথ খুজে পাওয়া ও প্রবেশ করার কোনো প্রকার আশংকাই না থাকে। আবার ঈমানের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। মহানবী (সঃ) আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, উহার বিশদ বিষয়গুলোকে বিশদভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে আন্তরিক বিশ্বাস করার নাম ঈমান।

ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

(١) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ - وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ *

(১) কুরআন হেদায়াত দান করে সে সমস্ত লোকদের যারা মুত্তাকীন, যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। যারা ঈমান আনে আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি আর যারা বিশ্বাস রাখে পরকালের প্রতি। (বাকারা–২-৪)

(٢) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا *

(২) অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত অচ্ছেদ্য রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিড়বার নয়। (বাকারা-২৫৬)

(٣) مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ *

(৩) যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি আর নেক আমল করে। তাদের রবের নিকট থেকে তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার। আর তাদের কোনো ভয় নেই, চিন্তাও নেই। (বাকারা-৬২)

(٤) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ - وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ *

www.icsbook.info

(৪) অতঃপর ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্যে বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (আলে-ইমরান-১৭৯)

(٥) كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ *

(৫) এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান পোষণ করে। (বাকারা-২৮৫)

(٦) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ *

(৬) মুমিন মূলতঃ তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (নূর-৬২)

(٧) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا *

(৭) ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি। (তাগাবুন-৮)

(٨) اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

(৮) যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তাদের আমলসমূহ আমি খুবই চিত্তাকর্ষক করে দিই। অতএব তারা পথভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (নমল-৪)

(٩) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ *

(৯) হে নবী আপনি বলুন, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহর প্রতি আর উহার প্রতি যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, আর উহার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের সন্তানদের প্রতি। (আলে-ইমরান-৮৪)

ঈমান সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اَخِيَّتِهٖ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَخِيَّتِهٖ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْاِيْمَانِ فَاطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْاَتْقِيَاءَ وَاَوْلُوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ (بيهقى)

(১) হযরত আবু সাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে

www.icsbook.info

এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদেরকে তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضـ قَالَ قُلْتَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا الاِيْمَانِ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ -(مسلم)

(২) হযরত আমর বিন আবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? জবাবে তিনি বললেন 'ছবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ছামাহাত দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান'। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ ذَاقَ طَعْمَ الاِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً -(بخارى مسلم)

(৩) হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী-মুসলিম)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِى صـ قَالَ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী-মুসলিম)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ -(شرح السنة)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দ্বীনের অধীন করতে না পারবে। (শরহুস সুন্নাহ্)

(٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَا الاِيْمَانُ؟ قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ (مسند احمد)

www.icsbook.info

(৬) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করল যে ঈমান কাকে বলে-উহার নির্দশন বা পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বলেছেন তোমাদের ভাল কাজ যখন তোমাদিগকে আনন্দ দান করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদিগকে অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি। (মুসনাদে আহমদ)

তাওহীদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

তাওহীদ মানে একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালাকে এক বলে জানা ও এক বলে স্বীকার করা আল্লাহতায়ালা তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলীতে সম্পূর্ণ এক ও একক। তার সত্ত্বা সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ও অখন্ডনীয়। তাঁর খোদায়ী গুণরাজি সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র এবং শুধুমাত্র তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি এক ও অনন্য।

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اَللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ *

(১) হে নবী বলে দাও, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষী হীন। সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। না তাঁর কোনো সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (ইখলাস)

(٢) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ *

(২) তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক ইলাহ্। সেই রহমান ও রহীম ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। (বাকারা-১৬৩)

(٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ *

(৩) তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী। (বাকারা-২৫৫)

(٤) قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ *

(৪) আপনি ঘোষণা করে দিন, তিনি এক ও একক ইলাহ্। (আনয়াম-১৯)

(٥) اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ *

(৫) প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর। (আনয়াম-৫৭)

(٦) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ *

www.icsbook.info

(৬) নূহকে আমি তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তাদের বলেছিল, হে আমার জাতির লোকেরা। তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। (আরাফ-৫৯, হুদ ৫০, মুমেনুন-২৩)

(٧) هُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

(৭) তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা দুনিয়া ও আখিরাতে। শাসন কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তারই। এবং তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। (কাছাছ-৭০)

(٨) هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ -

(৮) আসমানেও তিনি এক ইলাহ। যমীনেও তিনি এক ইলাহ। তিনি মহা বিজ্ঞানময়, মহাজ্ঞানী। (যুখরুফ-৮৪)

(٩) فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّاللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(৯) হে মুহাম্মদ! জেনে রেখো! আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমার অপরাধের জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা চাও এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যেও। (মুহাম্মদ-১৯)

(١٠) هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

(১০) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং দ্বীনকে শুধু তারই জন্যে নির্দিষ্ট করে একনিষ্ঠ মনে তাকেই ডাকো। (মুমিন-৬৫)

(١١) فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ-لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ-رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ*

(১১) অতএব অতিশয় মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহ! তিনিই প্রকৃত বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। অতিশয় সম্মানিত আরশের মালিক তিনি। (মুমিনুন-১১৬)

(١٢) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *

(১২) প্রতিটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহতায়ালাই। তিনি এক শক্তির আধার। (রায়াদ-১৬)

(١٣) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً .

www.icsbook.info

(১৩) তিনি, প্রাচ্যে ও প্রাশ্চাত্যের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তাই, তাঁকেই সকল ব্যাপারে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করো। (মুযযাম্মিল-৯)

(١٤) وَفِى الاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ - وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ - اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ

(১৪) পৃথিবীর প্রতিটি বিন্দুতে এবং তোমাদের নিজেদের সত্ত্বায় রয়েছে এক লা-শরীক আল্লাহর অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শন দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্যে। তোমরা কি তা দেখতে পাওনা? (যারিয়াত ২০-২১)

তাওহীদ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذَالِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ -(مسلم)

(১) হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىِّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قُلْ لِّى فِى الاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -(مسلم)

(২) হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ সকফী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নিবেদন করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি শিক্ষা প্রদান করুন, যে সম্পর্কে আমাকে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না তিনি আমাকে বললেন বলো আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رضـ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ -(بخارى)

(৩) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বার বার সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনে সকাল হলে নবী করীম (সঃ) এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি যেন সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এর মর্যাদাকে খাটো করছিল।

www.icsbook.info

নবী (সঃ) বললেন যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি এসূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رض۔ اَنَّ النَّبِىَّ ص۔ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهٖ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ص۔ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَءَ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ص۔ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهٗ.

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। নামাযে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করতো তখন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দিয়ে শেষ করতো। অভিযান শেষে ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি নবী (সঃ) এর কাছে বললে নবী (সঃ) বললেন, সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, ওই সূরাতে আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালবাসি। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন তাকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্ও তাকে ভালবাসে। (বুখারী)

রিসালাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার সাথে সাথে রিসালাতের উপরও ঈমান আনতে হবে। রিসালাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন-

(١) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ*-(النحل : ٣٦)

(১) প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি এই বলে তাদের আহবান জানিয়েছিলেন আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার করো।

(٢) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ *

(২) মুহাম্মদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল বিগত হয়েছেন। (আলে-ইমরান-১৪৪)

(٣) قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ *

www.icsbook.info

(৩) হে মুহাম্মদ বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। (কাহাফ-১১১)

(٤) قُلْ لاَ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًا وَّلاَ نَفْعًا اِلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ *

(৪) হে মুহাম্মদ বলো! আমার নিজের জন্য কোনো প্রকার লাভ ও ক্ষতির এখতিয়ার আমার নেই। তবে আল্লাহ চাইলে সেটা ভিন্ন কথা। (ইউনুস-৪৯)

(٥) اُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ *

(৫) আর এ কুরআন আমার নিকট অহী করা হয়েছে, যেনো এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌছবে তাদের সকলকে সাবধান করে দিতে পারি। (আনআম-১৯)

(٦) وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً - وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا *

(৬) আর আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (নিসা-৭৯)

(٧) قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا *,

(৭) হে মুহাম্মদ ঘোষণা করে দাও, ওহে মানব জাতি। আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল। (আরাফ-১৫৮)

(٨) هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ *

(৮) তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য জীবন ব্যবস্থাসহ পাঠিয়েছেন, যেনো তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থাসমূহের উপর বিজয়ী করেন। (ফাতাহ-২৮)

(٩) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا *

(৯) হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। (সাবা-২৮)

(١٠) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

(১০) তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (তওবা-১২৮)

www.icsbook.info

(١١) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *
(১১) নিঃসন্দেহে আপনি রসূলগণের অন্যতম। এবং সরল পথের উপর আছেন। (ইয়াসীন-২-৩)

রিসালাত সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىُ مُحَمَّدٍ -(مسلم)

(১) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন হচ্ছে মুহাম্মদের পথ প্রদর্শন। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لاَيَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰـذِهِ الاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَّلاَنَصْرَانِىٌّ وَّمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلاَّ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -(مسند احمد)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সেই মহান আল্লাহ্র শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারবে। সে ইয়াহুদী হোক কিংবা নাসারা হোক, আর আমি যে দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যু মুখে পতিত হবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ -(مسلم)

(৩) উবাদাহ ইবনে সামিত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে খোদা (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর জন্যে আল্লাহ্ দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهٖ -(شرح سنة)

www.icsbook.info

(৪) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাংখিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে। (শরহে সুন্নাহ)

(٥) عَنْ جَابِرٍ ضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَدَالَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّاَدْرَكَ نَبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَاوَسَّعَهٗ اِلاَّ اِتِّبَاعِىْ –(دارمى - مسند احمد)

(৫) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যার মুষ্ঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ রয়েছে, মুসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ কর, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যতের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হয়েছে-তার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোন উপায় থাকত না। (দারেমী, মুসনাদে আহমদ)

মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অনেক নবী রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল। মুহাম্মদ (সঃ) যে শেষ নবী সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

(١) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ *

(১) মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের ধারাবাহিকতা সমাপ্তকারী। (আহযাব-৪০)

(٢) يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ *

(২) হে নবী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রসূল, সত্যতা

www.icsbook.info

বিধানকারী সেই তওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে, আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ। (সাফ-৬)

মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ -(مسند احمد)

(১) ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট খাতামুন্নাবিয়ীন হিসেবে তখন লিখিত ও নির্দিষ্ট হয়েছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির গাড়া হিসেবে পড়েছিলেন। (মুসনাদে আহমদ, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী, হাকেম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بُنْيَانًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ يَتَعَجَّبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَتَمُ النَّبِيِّيْنَ -(مسلم)

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু এক কোণো একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অতঃপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো-ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন আমিই সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী।

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ اَنَّهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -(مسلم)

(৩) আবদুল্লাহ্ ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টির সম্পর্কে পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছেন এবং লওহে মাহফুযে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) খাতামুন্নাবিয়ীন। (মুসলিম)

www.icsbook.info

আখিরাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আখিরাত অর্থ শেষ পরিণতি, শেষ ফল, ইংরেজীতে যাকে বলে Heareafter. পরিভাষায় ঃ মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হবে তাকে আখিরাত বলে। আখিরাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা বলেন–

(١) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ *

(১) অনন্তর যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) বিন্দু পরিমাণ নেক আমল করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ্ আমল করবে সেও তা দেখতে পাবে।

(যিলযাল ৭-৮)

(٢) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ - وَلَلدَّارُ الاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ *

(২) আর পার্থিব জীবনতো খেলা ও তামাশা ব্যতীত কিছুই নহে, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালের বাসস্থানই উত্তম, তোমরা কি ভেবে দেখ না? (আনআম-৩২)

(٣) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا - قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ - لاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ *

(৩) এই লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে? আপনি বলে দিন যে, উহার খবর কেবলমাত্র আমার রবের নিকটই রয়েছে, উহাকে উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। (আরাফ-১৮৭)

(٤) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ - وَلَلاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً *

(৪) আপনি লক্ষ্য করুন দুনিয়ার ক্ষেত্রেই আমি একজনকে অপরজনের উপর কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর নিশ্চয় আখিরাত মর্যাদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফযীলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ। (বনী ইসরাইল-২১)

(٥) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا - وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا - لاَ يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ

www.icsbook.info

عَهْدًا *

(৫) সেদিন অবশ্যই আসবে যখন মুত্তাকী লোকদেরকে আমি মেহমানদের মত রহমানের দরবারে উপস্থিত করব। আর পাপী অপরাধী লোকদেরকে পিপাসু জানোয়ারের মত জাহান্নামের দিকে তেড়ে নিয়ে যাব। সেই সময় লোকেরা কোন সুপারিশ করতে সক্ষম হবে না-তাদের ব্যতীত যারা রহমানের দরবার হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে।

(মরিয়ম ৮৫-৮৭)

(٦) يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً *

(৬) ঐ দিন (হাশরের দিন) সুপারিশ কারোও উপকারে আসবে না, কিন্তু এমন ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিবেন এবং তার জন্য সুপারিশ করা পছন্দ করে দেন। (ত্বাহা-১০৯)

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

(৭) প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানে না তাদের জন্য আমি তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি। এই কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (নাম্‌ল-৪)

(٨) اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ هُمُ الاَخْسَرُوْنَ

(৮) তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ শাস্তি রয়েছে। আর পরকালে তারাই সর্বাধিক মাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (নাম্‌ল-৫)

(٩) تِلْكَ الدَّارُ الاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ *

(৯) পরকালের ঘরতো আমি সেই সব লোকের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা যমীনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও চায় না। আর পরিণামের চূড়ান্ত কল্যাণ কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (কাসাস-৮৩)

(١٠) وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ - وَاِنَّ الدَّارَ الاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ *

(১০) আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার

www.icsbook.info

মাত্র। আসল জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, একথা যদি উহারা জানত! (আনকাবুত-৬৪)

(١١) فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

(১১) আজ (হাশরের দিন) কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করতেছিলে। (ইয়াসীন-৫৪)

(١٢) لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ - لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ - لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ - اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

(১২) (সেদিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে) আজ বাদশাহী-এককচ্ছত্র আধিপত্য কার? (সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে) একক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর। (বলা হবে) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(١٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ - وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ *

(১৩) যে কেহ পরকালীন ফসল চাহে, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি, কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। (শূরা-২০)

(١٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى *

(১৪) আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম। (ওয়াযযোহা-৪)

(١٥) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى *

(১৫) বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী। (আলা-১৬-১৭০)

(١٦) هَلْ اَتٰـكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ - وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً *

(১৬) আপনার নিকট কি সেই সর্বগ্রাসী ঘটনার (কিয়ামতের) কোন সংবাদ পৌছেছে? বহু মুখমন্ডল সেদিন লাঞ্ছিত, কষ্ট ভোগী কাতর হবে, তারা দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (গাশিয়াহ ১-৪)

(١٧) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ *

www.icsbook.info

(১৭) আর আখিরাতের পুরস্কার ঈমানদার ও ধর্ম পরায়ণ লোকদের জন্যে অনেক বেশী। (ইউসুফ-৫৭)

(١٨) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ - وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ *

(১৮) প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ প্রতিফল পুরোপুরি ভাবেই কিয়ামতের দিন পাবে। সফল হবে মূলতঃ সে ব্যক্তি যে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে ও যাকে জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে। তারপর এই দুনিয়াতো একটি বাহ্যিক প্রতারণাময় জিনিস। (আলে-ইমরান-১৮৫)

(١٩) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ - قَدْخَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ *

(১৯) (আজ এই লোকেরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে খুব মেতে আছে) আর যেদিন আল্লাহ উহাদের একত্রিত করবেন তখন (এ দুনিয়ার জীবনই তাদের এমন মনে হবে) যেনক্ষণিকের জন্য তারা পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্য অবস্থান করেছিল। (তখন প্রমাণিত হবে যে) প্রকৃতপক্ষে বড়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। আর তারা কখনোই সত্য ও সঠিক পথে ছিল না। (ইউনুস-৪৫)

(٢٠) يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ *

(২০) যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি যুলুম ও করা হবে না। (নাহল-১১১)

(٢١) اِذَا زُلْزِلَتِ الاَرْضُ زِلْزَالَهَا - وَاَخْرَجَتِ الاَرْضُ اَثْقَالَهَا - وَقَالَ الاِنْسَانُ مَالَهَا - يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا - بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا *

(২১) (১) পৃথিবী যখন ভীষণভাবে দোলিয়ে দেয়া হবে। (২) এবং যমীন নিজের

www.icsbook.info

মধ্যকার সমস্ত বোঝা বাহিরে নিক্ষেপ করবে, (৩) এবং মানুষ বলে উঠবে, উহার কি হয়েছে? (৪) সেদিন উহা নিজের সমস্ত অবস্থা বলে দিবে (৫) কেননা, তোমার রব উহাকে নির্দেশ করবেন। (যিলযাল ১-৫)

(٢٢) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ *

(২২) এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন। (যুমার-৭০)

(٢٣) بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا *

(২৩) বরং উহারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করেছে। আর আমি এরূপ লোকদের জন্য দোযখ নির্ধারিত করে রেখেছি যারা কিয়ামতকে মিথ্যা বলে মনে করে।

(٢٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ - وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً - وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ *

(২৪) প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আমার দিকেই ফিরে আসতে হবে। (আম্বিয়া-৩৫)

আখিরাত সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -(ترمذى، مسند احمد)

(১) ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিনের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিকাক পাঠ করে। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا الدُّنْيَا فِى الاٰخِرَةِ اِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اُصْبُعَهُ هٰذِهٖ وَاَشَارَ يَحْيٰى بِالسَّبَّابَةِ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ -(مسلم)

(২) হযরত মুস্তাওরাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ পরকালের তুলনায় দুনিয়ায় শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কেহ

www.icsbook.info

যদি তার এই অঙ্গুলি (হাদীসের এক বর্ণনাকারী উহার অর্থ বুঝাতে গিয়ে অনামিকা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ কেহ যদি তার অনামিকা অঙ্গুলি) সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই অঙ্গুলি কতটুকু লয়ে ফিরছে। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنَ اَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -(متفق عليه)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে খালি পায়, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমতাবস্থায় তো নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে তাঁকাবে। হুযুর (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ হবে যে, পরস্পর পরস্পরের দিকে তাঁকাবার কোন কল্পনা-ই করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَرَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَّاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهِ اَخْبَارُهَا -(احمد ترمذى)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ (যেদিন যমীন তার যাবতীয় খবর বলে দিবে) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا অতঃপর হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পার যমীনের সংবাদসমূহ কি কি? সাহাবারা আরয করলেন, আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূল-ই কেবলমাত্র জানেন। (আমরা জানি না) হুযুর (সঃ) বললেন, যমীনের সংবাদ হল, যমীনের উপর নারী-পুরুষ যা কিছু ভাল-মন্দ কাজ করেছে, (কিয়ামতের দিন) যমীন তার সাক্ষ্য দিবে। যমীন বলবে, আমার বুকের পর অমুক অমুক দিনে অমুক অমুক লোক এই কাজ করেছে। হুযুর (সঃ) বললেন এই হল যমীনের সংবাদ দান। (আহমদ, তিরমিযী)

www.icsbook.info

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ(ترمذى)

(৫) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে? (৫) এবং সে (দ্বীনের) যতোটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী)

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ -(طبرانى، معجم الصغير)

(৬) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহর নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তিবরানী, মুজামুস-সগীর)

(٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِاَحَدٍ -(بخارى-مسلم)

(৭) হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ যমীনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারও কোন ঘর বাড়ীর চিহ্ন থাকবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٨) عَنْ اَنَسٍ رضـ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

www.icsbook.info

قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا -(بخارى-مسلم)

(৮) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল হে রাসূল (সঃ) কিয়ামত কবে হবে? রাসূল বললেন , তোমার মঙ্গল হউক, কিয়ামতের জন্য তুমি কি পাথেয় যোগাড় করছ? সে ব্যক্তি বলল, আমি উহার জন্য কিছুই যোগাড় করিনি। তবে আমি আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসি। রাসূল বললেন, তুমি যাকে ভালবাসো, কিয়ামতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ এ কথায় যত খুশী হয়েছেন, তত আর কিছুতেই হননি। (বুখারী মুসলিম)

(৯) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -(بخارى)

(৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন, আমি আমার সালেহ বান্দাহ্দের জন্যে এমনসব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি। কোনো কান কখনো শুনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি (বর্ণনাকারী বলেন) হাদীসটি সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পরে দেখতে পারো, 'কোনো মানুষই জানেনা আমি তাদের জন্য কি সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি। তাদের আমলের বিনিময়ে এগুলো তাদের দান করবো। (বুখারী)

কুরআন ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পবিত্র কুরআন শরীফ যে আল্লাহতায়ালারই বাণী এবং এই ধরনের কিতাব মানুষের পক্ষে তৈরী করা আদৌ সম্ভব নয়। এর অসংখ্য প্রমাণ কুরআনেই বর্তমান। স্বয়ং কুরআনই একাধিকবার আরবের অমুসলিমদেরকে খোলাখুলী চ্যালেঞ্জ করেছে। কুরআন যে ঐশীগ্রন্থ সে সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন-

(১) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

www.icsbook.info

(১) উহারা কি দাবী করে যে কুরআন (আপনার) বানানো? আপনি বলুন, তোমরা যদি তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে একটি সূরা অন্ততঃ তৈরী করে নিয়ে এস। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর, সাধ্যমত তাদেরকেও ডেকে নাও। (ইউনুস-৩৮)

(٢) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

(২) আর এই কুরআন এমন এক জিনিস নহে যা আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। বরং উহাতে পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতার স্বীকার ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। উহা যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ হতে আসা কিতাব, তাতে কোনরূপ সন্দেহ নেই। (ইউনুস-৩৭)

(٣) قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا *

(৩) আপনি ঘোষণা করে দিন, জগতের সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি মিলে ও যদি এ ধরনের একখানা কুরআন তৈরী করার চেষ্টা করে, তাহলেও তারা তা পারবে না, যদিও তারা এ ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। (বনী ইসরাঈল-৮৮)

(٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ - قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

(৪) উহারা নাকি বলে যে, কুরআন রসূলের তৈরী করা? আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে এ ধরনের রচিত দশটি সূরা নিয়ে এস। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদের সাহায্য প্রয়োজন বোধ কর সাধ্যমত তাদেরকেও ডেকে নাও। (হুদ-১৩)

(٥) وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ - وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

(৫) আর যে কিতাব আমি আমার বান্দার (মুহাম্মদের) উপরে নাজিল করেছি, তা আমার পক্ষ হতে কিনা, এ ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে। তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে নিয়ে এস। আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (বাকরা-২৩)

(٦) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ *

www.icsbook.info

(৬) নিশ্চয়ই কুরআন আমিই নাজিল করেছি। আর অবশ্যই উহার হেফাজতের দায়িত্ব আমারই। (হিজর-৯)

(٧) لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ - فَاِذَا قَرَاْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ *

(৭) হে রসূল দ্রুত কুরআন আয়ত্ত করার নিমিত্ত আপনি আপনার জিহবা সঞ্চালন করবেন না। কুরআন সংরক্ষণ করা এবং উহা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন (জিব্রাঈলের জবানে) উহা পাঠ করি, তখন আপনি উহা অনুসরণ করুন। অতঃপর উহা ব্যাখ্যাদান ও আমার জিম্মাদারী। (কিয়ামাহ-১৬-১৯)

কুরআন ঐশীগ্রন্থ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ص مَامِنَ الاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِىَ مَا مِثْلَهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرُ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(بخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে মুজিজা দেয়া হয়নি, যা দেখে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন) যা আল্লাহ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। (বুখারী)

নামায ও যাকাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

নামায এর আরবী শব্দ সালাত। সালাত এর আভিধানিক অর্থ দোয়া করা, ক্ষমা চাওয়া, কারো গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করা, কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া এবং নিকটবর্তী হওয়া। কুরআনের পরিভাষায় নামাযের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগ দেয়া, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া, তাঁর কাছেই চাওয়া এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া। শরীয়তে ইহার অর্থঃ এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান করা, যাতে রুকু, সিজদা রয়েছে। রাসূলের (সঃ) মিরাজের রাত্রে উম্মতে মোহাম্মদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে নামায। ঈমান

www.icsbook.info

আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও আকেল লোকের উপর নামায ফরজ।

زكوة শব্দের আভিধানিক অর্থ النماء শ্রী বৃদ্ধি, উহার আর একটি অর্থ الطهارة পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা ইত্যাদি। ফিকাহর পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করাকে যাকাত বলা হয়। নামাযের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হয়। নামায ও যাকাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন ঃ

(١) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ - وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ٭

(১) আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, যেসব নেক কাজ তোমরা নিজেদের কল্যাণার্থে এখানে (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) করবে তার সবটুকুর প্রতিফলই আল্লাহর কাছে পাবে। (বাকারা-১১০)

(٢) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ٭

(২) নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারীদের সংগে একত্রিত হয়ে রুকূ কর। (বাকারা -৪৩)

(٣) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ٭

(৩) তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (হজ্জ-৪১)

(٤) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ - وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ٭

(৪) আমি তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমারই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত পথ প্রদর্শন করে। আমি ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করছি, তারা খাঁটিভাবে আমার ইবাদত পালন করে। (আম্বিয়া-৭৩)

(٥) وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ - وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

www.icsbook.info

مَادُمْتُ حَيًّا *

(৫) আল্লাহ আমাকে বরকতময় করেছেন-যেখানেই আমি থাকি না কেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন নামায পড়া ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দেশ করেছেন। (মরিয়ম-৩১)

(٦) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ - وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا *

(৬) এবং ইসমাইল তার আপন লোকজনকে নামায ও যাকাতের জন্যে তাকীদ করত এবং সে তার রবের পছন্দসই বান্দাহ ছিল। (মরিয়ম-৫৫)

(٧) وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّيْ مَعَكُمْ - لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ *

(৭) আল্লাহ বললেন, হে নবী-ইসরাঈলগণ। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় করতে থাক, আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আন, তাদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি তোমাদের সংগী এবং তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করে দেব (অন্যথায় রহমত লাভের কোন আশাই তোমরা করতে পার না) (মায়েদা-১২)

(٨) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ *

(৮) তোমাদের প্রকৃত বন্ধু সাহায্যকারী হচ্ছেন শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদার লোকগণ। ঈমানদার লোক তারাই যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করে। (মায়েদা-৫৫)

(٩) فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ *

(৯) যদি তারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। (তওবা-১১)

(١٠) فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ *

(১০) তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (তওবা-৫)

(١١) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ

www.icsbook.info

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ *

(১১) ঈমানদার পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বন্ধু ও সাথী। উহাদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে; আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃত পক্ষে উহাদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। (তওবা-৭১)

(١٢) وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ *

(১২) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে। (রুম-৩৯)

(١٣) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ - اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ *

(১৩) নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। (আনকাবুত-৪৫)

(١٤) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى-وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ*

(১৪) নিজেদের নামাযসমূহ পূর্ণ হিফাযত কর বিশেষ করে মধ্যবর্তী। আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে দাড়াও যেমন অনুগত দাস দন্ডায়মান হয়ে নামাযের ব্যাপারে থাকে। (বাকারা-২৩৮)

(١٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ *

(১৫) তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নামায নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, কিন্তু সেই অনুগত বান্দাহদের পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয়। (বাকারা-৪৫)

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ

(١) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ *

www.icsbook.info

(১) অবশ্যই যাকাত পাবে তারা যারা (২) ফকির, (৩) মিসকিন, (৪) যাকাত আদায় ও বন্টনের কর্মচারী, (৫) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (ইসলামের পক্ষে যাদের মন জয় করা প্রয়োজন), (৬) ব্যয় হবে দায়গ্রস্তদের দায় পরিশোধে, (৭) ব্যয় হবে আল্লাহর রাহে এবং (৮) মুসাফিরদের জন্য। উহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। (তওবা-৬০)

নামায সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بُنِىَ الاسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ الاَّ اِلٰـهَ الاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ -(بخارى - مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَاَمَنَةَ لَهٗ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ طُهُوْرَلَهٗ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلٰوةَ لَهٗ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ .

(২) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই, তার নামায নেই। যার নামায নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (আল-মুজামুস সগীর)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض اَنَّهٗ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ اَتٰى بِهِنَّ وَلَمْ يَضِيعَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَاِنَّ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اِنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -(بدائع الصنائع)

(৩) হযরত উবায়দা ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম

www.icsbook.info

(সঃ) কে বলতে শুনেছি, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন। যে লোক উহা যথাযথ আদায় করবে এবং উহার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে, উহার হক একবিন্দু নষ্ট হতে দেবে না তার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে বেহেশ্তে দাখিল করবেন। আর যে লোক উহা পড়বে না, তার জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (বাদায়ে উস্সানায়েও)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِنَّ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهٖ صَلَاتُهٗ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكْمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهٖ عَلٰى ذٰلِكَ -(ترمذى)

(৪) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে হিসেব নিবে। তার নামায যদি যথাযথ প্রমানিত হয় তবে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামাযের হিসেবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নামাযের ফরজে হিসেবে যদি কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তখন বলবেন তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামাজ বা নফল বন্দেগী আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে উহার দ্বারা ফরজের কমতি পূরণ করা হবে। পরে তার অন্যান্য সব আমল উহারই বিবেচিত ও অনুরূপ ভাবে কমতি পূরণ করা হবে। (তিরমিযী)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهٗ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ (احمد - دارمى - بيهقى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি নামাযের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, যে লোক এই নামায সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করতে থাকবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন

www.icsbook.info

একটি নূর, অকাট্য দলীল এবং পূর্ণ মুক্তি নির্দিষ্ট হবে। পক্ষান্তরে যে লোক নামায সঠিকভাবে আদায় করবে না, তাদের জন্য নূর, অকাট্য দলীল এবং মুক্তি কিছুই হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ এর সাথে। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ؟ قَالُوْا لَايَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلٰوتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا -(بخارى)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোছল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল (সঃ) বললেন এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ, এর সাহায্যে আল্লাহ্ যাবতীয় গুণাহ খাতা মাফ করে দেন। (বুখারী)

যাকাত সম্পর্কে হাদীস

(١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صـ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -(بخارى-مسلم)

(১) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীমের (সঃ) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَا خَالَطَتِ الزَّكٰوةُ مَالاً قَطُّ اِلاَّ اَهْلَكَتْهُ -(بخارى)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, যে সম্পদের সাথে যাকাতের (সম্পদ ও টাকা পয়সার) সংমিশ্রণ ঘটে তা সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَه مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ

www.icsbook.info

يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ -(بخارى-نسائى)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধন সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধনসম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে। এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। -(বুখারী, নাসায়ী)

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضـ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ -(بخارى - مسلم، مسند احمد)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সঃ) যখন হযরত মুয়ায (রাঃ) কে ইয়েমেন পাঠিয়েছিলেন তখন তাকে বলেছিলেন তুমি আহলি কিতাবদের এক জাতির নিকট পৌছবে। তাদেরকে এই কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌তায়ালার রসূল। তারা যদি তোমার এই কথা মেনে নেয় তারপর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রতি রাত দিনের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। তোমার এ কথাও যদি স্বীকার করে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের প্রতি তাদের ধনসম্পত্তির উপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন। উহা তাদের ধনী লোকদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে ও তাদেরই গরীব-ফকীর লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তোমার এই কথাও যদি তারা মেনে নেয় তাদের উত্তম মালই যেন তুমি যাকাত বাবৎ আদায় করে না নেও। আর তুমি মজলুমের দোয়াকে সব সময় ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের দোয়া ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে কোন আবরণ নেই। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

www.icsbook.info

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ لَمَّا تَوَفِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاسْتَخْلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ لِاَبِىْ بَكْرٍ رضـ كَيْفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصِمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رضـ وَاللّٰهُ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهُ لَوْمَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضـ فَوَ اللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتَ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرًا اَبِىْ بَكْرٍ رضـ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ -(بخارى - مسلم - نسائى - ابو داؤد - مسند احمد)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) যখন ইন্তেকাল করলেন তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন, আর আরব দেশের কিছু লোক কাফির হয়ে গেল, তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) কে বললেন, আপনি এ লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন, অথচ নবী করীম (সঃ) তো বলেছেন লোকেরা যতক্ষণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই) মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে, তবে তার ধন-সম্পদ ও জানপ্রাণ আমার নিকট পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য উহার উপর ইসলামের হক কখনো ধার্য হলে অন্য কথা। আর উহার হিসেব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন আল্লাহ্র শপথ যে লোকই নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে, তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব কেমনা যাকাত হচ্ছে মালের হক, আল্লাহ্র শপথ যদি রাসূলের সময় যাকাত বাবদ দিত-এমন এক গাছি রশিও দেয়া বন্ধ করে, তবে অবশ্যই আমি উহা দেয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন আল্লাহ্র শপথ করে বলতেছি, উহা আর কিছু নয়, আমার মনে হল, আল্লাহ্ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে, উহাই ঠিক (তিনি নির্ভুল সিদ্ধান্তই নিয়াছেন) (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

www.icsbook.info

সাওম বা রোযা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

রোযা ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। সকল নবীগণের শরীয়তে রোযা ফরজ ছিল। উম্মতে মোহাম্মদীর উপর রমযানের রোযা ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরীতে। রোযাকে আরবী ভাষায় সাওম বলা হয়। رَمَضَان - رمض হতে গৃহীত। উহার অর্থ দহন,জ্বলন। সাওমের আরেক অর্থ কোন কিছু থেকে বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা। শরীয়তের পরিভাষায় সাওমের অর্থ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা ও যৌন ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকা। প্রত্যেক মুসলমান বালেগ বিবেকসম্পন্ন নর-নারীর উপর রমজানের রোযা ফরজ। রমজানের রোযা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন–

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

(১) হে ঈমানদারগণ। তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণের উপর। আশা করা যায় তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে। (বাকরা -১৮৩)

(٢) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ *

(২) রমজান মাস, ইহাতেই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, তা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন-যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলিতে পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। (বাকারা-১৮৫)

(٣) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ - هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ *

(৩) রোযার সময় রাত্রিবেলা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পক্ষে পোষাকস্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পোষাকস্বরূপ। (বাকারা-১৮৭)

(٤) وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ *

www.icsbook.info

(৪) আর রাত্রি বেলা খানা-পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক হতে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন এসব কাজ পরিত্যাগ করে রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ করে লও। (বাকারা-১৮৭)

(٥) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ *

(৫) আজ হতে যে ব্যক্তিই এ মাসের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য। আর যদি কেহ অসুস্থ হয় কিংবা ভ্রমণ কার্যে ব্যস্ত থাকে তবে সে যেন অন্যান্য দিনে এ রোযা পূর্ণ করে লয়। (বাকারা-১৮৫)

সাওম বা রোযা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَتَاكُمْ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرُمَ -(نسائى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকট রমযান মাস সমুপস্থিত। উহা এক অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ্‌তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ মাসে বড় বড় ও সেরা শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। আল্লাহ্‌র জন্য এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এই রাত্রির মহা কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি।

(নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ-(بخارى-مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসের রোযা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

www.icsbook.info

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোযা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়। কেউ যদি তাকে গালমন্দ করে বা বিবাদে প্ররোচিত করতে চায় সে যেন বলে আমি রোযাদার। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ اَلصِّيَامُ اِنِّىْ مَنَعْتُهٗ. اَلطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ -(بيهقى شعب الايمان)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দার জন্য শাফায়াত করবে, রোযা বলবে, হে আল্লাহ্ আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ্, আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তাদের সুপরিশ গ্রহণ করবেন। (বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদানুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারলো না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

(٦) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ تَدْخُلُ

www.icsbook.info

مَعَهُمْ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاذَا دَخَلَ اٰخِرُهُمْ اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ (بخاری-مسلم)

(৬) হযরত সহল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন বেহেশতের একটি দুয়ার আছে উহাকে রাইয়্যান বলা হয়, এই দ্বার দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদার লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেই এই পথে প্রবেশ করবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে রোযাদার কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে, এভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দ্বারটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী,মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -(بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، مسند احمد)

(৭) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে লোক একদিন আল্লাহ্‌র পথে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তার মুখমন্ডল জাহান্নাম হতে সত্তর বৎসর দূরে সরিয়ে রাখবেন।

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ -(بخاری-مسلم)

(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন রোযা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা উহা একান্তভাবে আমারই জন্য। অতএব আমিই (যেভাবে ইচ্ছা) উহার প্রতিফল দিব। রোযা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের

www.icsbook.info

পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার মালিক-মনিব আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত লাভের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখ রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)

হজ্জ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلْقَصْدُ কোন বিষয়ের বা কাজের ইচ্ছা বা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কতকগুলো বিশেষ ও নির্দিষ্ট কাজ সহকারে মহান ঘরের যিয়ারতের সংকল্প করাই হল হজ্জ। হজ্জ ফরজ হয় পঞ্চম হিজরীতে মতান্তরে ষষ্ঠ হিজরী মতান্তরে অষ্টম হিজরী মতান্তরে নবম হিজরীতে। কিন্তু অধিকাংশের মতে হজ্জ ফরয হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। আল্লাহর ঘর পর্যন্ত যাতায়াত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়, সুযোগ-সুবিধা ও শক্তি সামর্থের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا – وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ *

(১) মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবার শক্তি সামর্থ যে রাখে সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরের আচরণ করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন।

(ইমরান-৯৭)

(٢) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ *

(২) আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য যখন হজ্জ ও উমরার নিয়ত করবে, তখন তা পূর্ণ করবে। (বাকারা-১৯৫)

(٣) فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ – فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ *

(৩) তবে তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার ফায়দা গ্রহণ করবে,

www.icsbook.info

সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কোরবানী দেয়, আর কোরবানী দেয়া সম্ভব না হলে সে তিনটি রোযা হজ্জের সময়ে আর সাতটি ঘরে ফিরে এ মোট দশটি রোযা রাখবে। (বাকারা-১৯৬)

(٤) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ - فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ *

(৪) হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এই নির্দিষ্ট মাস সমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে এ দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জকালীন সময়ে তার দ্বারা যেন কোন পাশবিক লালসা তৃপ্তির কাজ, কোন জ্বেনা-ব্যাভিচার, কোন রকমের লড়াই-ঝগড়ার কথাবার্তা অনুষ্ঠিত না হয়। (বাকরা-১৯৭)

(٥) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ *

(৫) আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেটে ও উটের উপর সওয়ার হয়ে আসবে। (হজ্জ-২৭)

(٦) اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا - وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ *

(৬) নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের হজ্জ কিংবা উমরাহ করবে, এ দুই পর্বতের মধ্যে দৌড়ানো তার পক্ষে কোন পাপের কাজ নহে। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আগ্রহ ও উৎসাহে কোন মঙ্গলজনক কাজ করবে আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং উহার পুরস্কার দান করবেন, তিনি সর্বজ্ঞ। (বাকারা-১৫৮)

হজ্জ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَتٰى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে

www.icsbook.info

(অর্থাৎ কাবা ঘরে হজ্জ করতে) এলো, স্ত্রী সঙ্গম এবং কোনো প্রকার অশ্লীলতা ও ফিস্‌ক ফুজরীতে নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে (এমন পবিত্র হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিস্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করে ছিলো। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَجُّوْا -(المنتقى)

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন হে লোকেরা, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হজ্জ্ব ফরজ করেছেন। অতএব হজ্জ্ব কর। (মুনতাকী)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبْثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ -(ترمذى، ابو داؤد، مسند احمد)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা হজ্জ ও উমরা পর পর সঙ্গে সঙ্গে আদায় কর, কেননা এ দু'টি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهٗ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ -(ابن ماجة)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সমাপণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে।
(ইবনে মাজাহ)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

www.icsbook.info

قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল অতঃপর কি? তিনি বললেন আল্লাহ্র পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হল তারপর কোন আমলটি সর্বোত্তম? বললেন কবুল হওয়া হজ্ব। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সংক্ষেপে বলা যায় ইসলামী আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধান রাসূলের (সঃ) পন্থায় মানব সমাজে কায়েম করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন। ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ *

(১) আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি যমীন ও আসমান সমূহকে সৃষ্টি করছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (আনয়াম-৭৯)

(٢) قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ *

(২) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য। (আনয়াম-১৬২)

(٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ *

(৩) অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (বাকারা-২০৭)

(٤) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ - يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ *

(৪) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতায়ালা মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন এবং

www.icsbook.info

তাদের সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে লয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, মারে ও মরে। (তওবা-১১১)

(٥) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ *

(৫) আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বন্দেগী করবে। (যারিয়াহ-৫৬)

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَائَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ *

(৬) সত্য কথা এই যে, যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না; আর দুনিয়ার জীবন পেয়েই সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে তারা আমার আয়াত সম্পর্কে একেবারে গাফিল। (ইউনুস-৭)

(٧) وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ *

(৭) আর তাদেরকে উহা ব্যতীত অন্য কোন হুকুম-ই দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে তার-ই জন্য খালেস করে সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করবে। (বায়্যিনাহ-৫)

(٨) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ-ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ *

(৮) আল্লাহ তাদের উপর রাযী হয়েছেন, তারাও আল্লাহর উপর রাযী হয়েছে। এ সব তারই জন্য, যে তার রবকে ভয় করেছে। (বায়্যিনাহ-৮)

(٩) اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى - وَلَسَوْفَ يَرْضٰى *

(৯) সে তো শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অবশ্যই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন। (লাইল ২০-২১)

(١٠) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا*

(১০) তবে তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর

www.icsbook.info

জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নিবে এ ধরণের লোক মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (নিসা-১৪৬)

(١١) اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ.

(১১) (হে নবী) এই কিতাব আমি তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটি করে দিয়ে। (যুমার-২)

(١٢) قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ *

(১২) (হে নবী) তাদেরকে বল, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটি ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে আমি তাঁরই বন্দেগী করব। (যুমার-১১)

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ -(بخارى)

(১) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। হুযুর (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্যেই হয়ে থাকে। সে ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص ذَاقَ طَعْمَ الاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً-(بُخَارِى-مسلم)

(২) হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সঃ) কে নবী হিসেবে কবুল করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لِاَبِىْ ذَرٍّ رض اَىُّ عُرَى الاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اللّٰهُ رَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ الْمُوَالَاةُ فِىْ اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِىْ اللّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ -(البيهقى)

www.icsbook.info

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবুযার গিফারী (রাঃ) কে বললেন, বল ঈমানের কোন রশিটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন (অতএব ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনিই তা বলে দিন) নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহরই জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন এবং আল্লাহরই জন্য কারো সাথে ভালবাসা এবং আল্লাহরই জন্যে কারো সাথে শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা। (বায়হাকী)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ -(بخارى)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল (সঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তিনটি জিনিস তোমাদের যার মধ্যে পাওয়া যাবে, যে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে তা হল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবেন, সে কাউকে ভালবাসবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই এবং সে কখনো কুফরীর মধ্যে পুনরায় ফিরে যেতে রাযী হবে না, যেমন রাযী হবে না আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে। (বুখারী)

ইসলামী আন্দোলন ফরজ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আমরা আন্দোলন বলতে যা বুঝে থাকি তার আরবী প্রতি শব্দ اَلْحَرْكَتُ এ জন্যেই আধুনিক আরবী ভাষায় ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দ হল اَلْحَرْكَتُ الاِسْلاَمِيَّةُ কিন্তু আল-কুরআনের এক্ষেত্রে একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে। সেই পরিভাষাটি হলো اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه বা আল্লাহর পথে জিহাদ। কুরআনের আলোকে اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه কাজগুলোকে ৫ পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। দাওয়াত ইলাল্লাহ, শাহাদাত আলান্নাস, কিতাল ফিসাবিলিল্লাহ একামাতে দ্বীন, আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার, এই সবগুলোর সমষ্টির নাম ইসলামী আন্দোলন। আল-কুরআনের আলোকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আওতাভুক্ত কাজগুলো ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে

www.icsbook.info

ফরজ। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন যে ফরজ এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করলে আরো সুস্পষ্ট যে সত্যটি আমাদের সামনে ভেসে উঠে তা হল, ইসলামী আন্দোলন বা জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহর কাজ শুধু ফরজ তাই নয় সব ফরজের বড় ফরজ। এই সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ *

(১) জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হতে পারে কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হল, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইহাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (বাকারা-২১৬)

(٢) يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - وَمَاْ وٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ*

(২) হে নবী, কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (তওবা-৭৩)

(٣) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(৩) তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জাম লয়ে, আর জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। (তওবা-৪১)

(٤) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ - هُوَا جْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ *

www.icsbook.info

(৪) আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। (হজ্জ-৭৮)

(٥) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ *

(৫) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। (তওবা-১৪)

ইসলামী আন্দোলন ফরজ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ اَنَّ النَّبِيَّ صـ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ -(ترمذى)

(১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম(সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্র-ই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِى يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -(ابو داؤد)

(২) হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি , যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বে-ই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

www.icsbook.info

(٣) عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَلِيِّ اَلْكِنْدِيْ رضـ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا اَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرًا فِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْا فَلاَ يُنْكِرُوْنَ فَاِذَا فَعَالُوْا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ -(شرح السنة)

(৩) আদী ইবনে আলী আলকিন্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত ক্রীতদাস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছে যে, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ কখনো বিশেষ লোকদের অপরাধমূলক কাজের কারণে সাধারণ লোকদের উপর আযাব নাযিল করেন না। কিন্তু তারা (সাধারণ লোক) যদি তাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে এবং তারা উহার প্রতিবাদ করতে ও উহা বন্ধ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহলে ঠিক তখনই আল্লাহ্ তায়ালা সাধারণ ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিক্ষেপ করেন। (শরহে সুন্নাহ)

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاءُ هُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَلَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاَكَلُوْاهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَاعَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ اِطْرًا اَوْلَيَضْرِبَنَّ اللّٰهَ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ -(بيهقى)

(৪) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন বনী ঈসরাইল জাতির লোকেরা পাকার্যে লিপ্ত হল, তখন তাদের আলেমগণ তাদেরকে নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করল না। অতঃপর তাদের আলেমগণ (তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ না করে) তাদের সঙ্গেই খানাপিনা ও উঠা-বসা করতে থাকল। ফলে

www.icsbook.info

আল্লাহ তাদের উভয় দলের অবস্থা এক করে দিলেন (অর্থাৎ আলেমদের দেলও পাপীদের দেলের ন্যায় পংকিল ও কালিমাময় হয়ে গেল) আর তাদের এ পাপকার্য ও সীমালংঘন হেতু আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে অভিসম্পাত দিলেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এ পর্যন্ত হুযুর (সঃ) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় (কথাগুলি বলতে) ছিলেন। হঠাৎ তিনি (কথায় গুরুত্ব বিবেচনা করে) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন না, (তোমাদেরকে বনী ঈসরাইলের ন্যায় হলে চলবে না) আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার মুঠোর মধ্যে আমার জান। নিশ্চয় তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখবে। আর তোমরা জালেমের বাহু ধরে তাকে হক কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের দেলও পাপীদের দেলের অনুরূপ হয়ে যাবে। অতঃপর তোমরাও বনী ঈসরাইল জাতির ন্যায় অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। (বায়হাকী)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলন ফরজ, এই কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাজ। এই ফরজ কাজ থেকে যখন কোন মুসলিম জাতি বিরত থাকবে, তখন সেই জাতির উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি নেমে আসবে। যেমন মুসলিম জনগণের উপর দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্রহীন ও অনাচারী লোকদের কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আল্লাহর রহমত নাযিল বন্ধ হয়ে যাওয়া, আল্লাহর নিকট দোয়া কবুল না হওয়া, আযাবের পর আযাব এসে বিভিন্ন জনপদকে ধ্বংস করে দেয়া ইত্যাদি। ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا - وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

(১) তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (তওবা-৩৯)

(٢) اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا *

www.icsbook.info

(২) তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তাঁর সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (তওবা-৪০)

(٣) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا - لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ *

(৩) যাদেরকে পিছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে না যেয়ে ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশী হয়েছে এবং খোদার পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা তাদের সহ্য হল না। তারা লোকদের বলল যে, 'এই কঠিন গরমে বাইরে যেয়ো না' তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো উহা অপেক্ষা অধিক গরম। হায়, উহাদের যদি একটুকুও চেতনা হত! (তওবা-৮১)

ইসলামী সংগঠন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধ করণ। এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন। সংগঠন শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ organization, যার শাব্দিক অর্থ বিভিন্ন organ-কে একত্রিকরণ। সংগঠনের আরবী প্রতিশব্দ تنظيم (তানযীম) আল্লাহর জমীনে বাতিল ও খোদাদ্রোহী মতাদর্শ উৎখাত করে তথায় ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগঠন প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাকে ইসলামী সংগঠন বলে। সংগঠন সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ করেন-

(١) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا - وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا *

(১) তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না। আল্লাহর সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের প্রতি করেছেন, তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তাঁরই অনুগ্রহে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। (আলে-ইমরান-১০৩)

www.icsbook.info

(٢) وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

(২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শিত হবে। (আলে-ইমরান-১০১)

(٣) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

(৩) তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হল সফলকাম। (আলে-ইমরান-১০৪)

(٤) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنٰتُ - وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ *

(৪) তোমরা সেই সব লোকদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। (আলে-ইমরান-১০৫)

(٥) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ *

(৫) এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। (আলে-ইমরান-১১০)

(٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ - وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا *

(৬) যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। (নিসা-১৭৫)

www.icsbook.info

(٧) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ *

(৭) আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতার বন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (ছফ-৪)

(٨) اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا *

(৮) তবে যারা তওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে এমন লোকই মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (নিসা-১৪৬)

(٩) فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ *

(৯) অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে (রজ্জুকে)। শক্তভাবে ধারণ কর। (হজ্জ-৭৮)

(١٠) وَاِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ *

(১০) তোমরা মূলতঃ একই দলভুক্ত, আর আমি তোমাদের প্রভু, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করে চলো। (মুমেনুন-৫২)

(١١) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ *

(১১) আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকে নির্ধারিত করেছেন যা তিনি নূহ (আঃ)-এর প্রতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আর আপনার প্রতি যে অহী নাযিল করেছি এবং আমি ইব্রাহীম, মুছা ও ঈসা (আঃ)-কে একই নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আশ-শূরা-১৩)

www.icsbook.info

(١) عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىْ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ -(مسند احمد -ترمذى)

(১) হযরত হারিসুল আশয়ারী' (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামায়াত বদ্ধ হবে (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে (৩) তার আদেশ মেনে চলবে (৪) আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করবে (৫) আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, যে ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘত দূরে সরে গেল, সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তণ করে তো স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের নিয়ম নীতির দিকে (লোকদের) আহবান জানায় সে জাহান্নামী। যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী)

অপর বর্ণনায় আছে اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ্ পাক আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন।

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ -(ابو داؤد)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেয়া উচিত। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ -(احمد، ابو داؤد)

(৩) হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে

www.icsbook.info

তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (আহমদ, আবু দাউদ)

(٤) عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الانْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ -(احمد)

(৪) হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মেষ পালের বাঘের (শত্রু) ন্যায় মানুষের বাঘ (শত্রু) হল শয়তান। (মেষ পালের মধ্য হতে) বাঘ সেই মেষটিকে-ই ধরে নিয়ে যায়, যে একাকী বিচরণ করে। কিংবা (খাদ্যের অন্বেষণে) পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান, তোমরা দল ছেড়ে দুর্গম গিরি পথে যাবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (আহমদ)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَاَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ لاَيَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِنَ الاَرْضِ الاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ -(منتقى)

(৫) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি যদি কোন জঙ্গলেও বসবাস করে তবুও তাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন না করে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করা জায়েজ নয়। (মুনতাকা)

(٦) عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَامِنْ ثَلْثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدٌ وَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ الاَّ قَدْ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ -(ابو داؤد)

(৬) আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন জঙ্গল অথবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে, আর তারা যদি তখন (জামায়াত বদ্ধ ভাবে) নামায আদায় করার ব্যবস্থা না করে তবে তাদের উপর শয়তান অবশ্যই প্রভূত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। অতএব তুমি অবশ্যই সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা নেকড়ের বাঘ পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগল-ভেড়াকেই শিকার করে খায়।

(আবু দাউদ-নাসাঈ)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ

www.icsbook.info

مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-(مسلم)

(৭) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য কে অস্বীকার করত ঃ জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায়-ই মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

(৮) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْقَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صـ عَلٰى ضَلاَلَةٍ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ -(ترمذى)

(৮) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতকে অথবা মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াতের উপর-ই আল্লাহ্‌র রহমত। সুতরাং যে জামায়াত হতে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

(৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ .

(৯) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন সংগঠনকে আকড়ে ধরে। কেননা শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সঙ্গে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দুই ব্যক্তি থেকে সে বহু দূরে অবস্থান করে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেন,

(١٠) يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ اِلَى النَّارِ -(ترمذى)

(১০) জামায়াতের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। যে জামায়াত ছাড়া একা চলে, সেতো একাকি দোযখের পথেই ধাবিত হয়। (তিরমিযী)

সংগঠন সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন,

(١١) لاَ اِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ .

(১১) সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।

www.icsbook.info

দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

'দাওয়াত' دعوة আরবী শব্দ, এর মূল ধাতু دعا এর অর্থ হচ্ছে ডাকা, আহবান করা, আমন্ত্রণ জানানো ইংরেজীতে বলে Call অর্থাৎ Call to Islam আর পারিভাষিক অর্থে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি তথায় ইসলামী জীবন বিধানের দিকে আহবান করাকে দাওয়াত বলে। দাওয়াত সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

(১) আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান। (হা-মীম সিজদা-৩৩)

(٢) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ *

(২) হে নবী! তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। তোমার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে আছে। (নাহল-১২৫)

(٣) يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا *

(৩) হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে এবং আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতি আহবানকারী উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। (আহযাব-৪৫-৪৬)

(٤) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ *

(৪) আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার জাতির লোকেরা আল্লাহর দাসত্ব কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ বা প্রভু নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের আযাবের ভয় পোষণ করি। (আরাফ-৫৯)

(٥) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا - قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ

www.icsbook.info

اِلٰهٍ غَيْرُهٗ *

(৫) এবং ছামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই ছালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে তার দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওমের লোকেরা তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। (আরাফ-৭৩)

(٦) وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا - قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - اَفَلَا تَتَّقُوْنَ *

(৬) এবং আদ জাতির প্রতি আমি তাদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বললেন, হে আমার দেশবাসী তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না? (আরাফ-৬৫)

(٧) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا - قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ - قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ *

(৭) এবং মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার কওম তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। (আরাফ-৮৫)

(٨) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ *

(৮) হে নবী! তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, এটাই আমার একমাত্র পথ, যে পথে আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই প্রমাণের উপর কায়েম থেকে আমি ও আমার সঙ্গী সাথীরা। (ইউসুফ-১০৮)

(٩) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

(৯) তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে যারা মানব জাতিকে কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই সফলকাম। (আলে-ইমরান-১০৪)

(١٠) يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *

(১০) হে আবৃত শয্যা গ্রহণকারী। উঠ সাবধান কর, আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (মুদাস্‌সির-১-৩)

www.icsbook.info

(١١) فَلِذٰلِكَ فَادْعُ - وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ - وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ *

(১১) তুমি এখন সে দ্বীনের দিকে দাওয়াত-দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে থাক, কিন্তু এ লোকদের ইচ্ছা বাসনা অনুসরণ করো না। (শূরা-১৫)

(١٢) اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا - وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَفِيْهَا نَذِيْرٌ *

(১২) আমি তোমাকে প্রকৃত সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। (ফাতির-২৪)

(١٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ *

(১৩) আমি তো মূসাকেও স্বীয় নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তুমি নিজের জাতির লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এস। (ইব্রাহীম-৫)

(١٤) يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ - وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ - وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ- اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ *

(১৪) হে রাসূল! তোমার রবের তরফ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি উহা না কর, তবে উহা পৌঁছিয়ে দেয়ায় 'হক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন না। (মায়েদা-৬৭)

(١٥) وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوْا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا *

(১৫) হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বনী ইসরাইল-৫৩)

www.icsbook.info

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ -(بخارى)

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهٗ كَمَا سَمِعَهٗ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهٗ مِنْ سَامِعٍ -(ترمذى، وابن ماجه)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَامُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهٗ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ -(ترمذى)

(৩) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلاَ

www.icsbook.info

تُعَسِّرُوا بَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا -(متفق عليه)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ رَائَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانُ -(مسلم)

(৫) হযরত আবু সাইয়েদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেহ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হল ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

(٦) عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰـى اَنْ يُغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا -(ابو داؤد)

(৬) হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বে-ই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ)

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

প্রত্যেক নরনারীর প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যক, কারণ প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান অর্জন ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

(١) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

www.icsbook.info

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

(১) হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ। (বাকারা-১২৯)

(٢) كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ *

(২) যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়। তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়। (বাকারা-১৫১)

(٣) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ *

(৩) তিনি সেই সত্ত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত সমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ উহার পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (জুমুয়া-২)

(٤) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ *

(৪) এবং আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (আলে-ইমরান-৪৮)

(٥) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ *

(৫) প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করে এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা

www.icsbook.info

দেন। অথচ ইতিপূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (আলে-ইমরান-১৬৪)

(٦) وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ *

(৬) (নবী) তিনি তো ইহাই বলবেন যে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এজন্য যে, তোমরা কিতাব নিজেরা শিখ ও অন্যদেরকে শিক্ষা দাও। (আলে-ইমরান-৭৯)

(٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ *

(৭) আমি লোকমান কে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এ উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও। (লোকমান-১২)

(٨) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ- اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ *

(৮) তোমরা অন্য লোকদেরকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজদেরকে তোমরা ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তোমাদের বুদ্ধি কি কোন কাজেই লাগাও না? (বাকারা-৪৪)

(٩) رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ *

(৯) এমন একজন রসূল, যে তোমাদেরকে আল্লাহর স্পষ্ট হেদায়াত দানকারী আয়াতসমূহ শুনান, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভুত অন্ধকার হতে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসে। (তালাক১১)

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص- تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوْا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ -(ترمذى)

(১) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করেছেন, তোমরা ফরায়েজ ও কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে উহা শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে অতিসত্বরই উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ مَالِكٍ رض- اِنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص- قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ

www.icsbook.info

مَكَارِمَ الاَخْلَاقِ (مؤطا امام مالك)

(২) ইমাম মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তার কাছে, এই মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষের নৈতিক-গুণ মাহাত্ম্যকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। (মোয়াত্তা-ইমাম মালেক)

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ اٰخِرُ مَاوَصَّنِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَامُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقِكَ لِلنَّاسِ (مؤطا امام مالك)-

(৩) হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেছেন, আমাকে (শাসক হিসেবে ইয়ামানে পাঠাবার সময়) ঘোড়ার রেকাবে পা রাখা অবস্থায় হুযুর (সঃ) শেষ উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে মোয়ায! লোকের সামনে স্বীয় সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা পেশ করবে। (মোয়াত্তা-ইমাম মালেক)

(٤) وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا -(بخارى، مسلم)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি-ই সবচেয়ে উত্তম যে চরিত্রের দিকে দিয়ে উত্তম।

(বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে সেই লোকটি-ই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম। (বুখারী)

(٦) عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضـ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَنِ الْبِرِّ وَالاِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالاِثْمُ مَاحَاكَ فِىْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ -(مسلم)

(৬) 'হযরত নোয়াস ইবনে সাময়ান (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহ্র নবীকে পাপ ও

www.icsbook.info

পূণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। (যে তা কি?) হুযুর (সঃ) জওয়াব দিলেন, উত্তম চরিত্র-ই হল পূণ্য। আর যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকের কাছে তা প্রকাশ হওয়াকে তুমি পছন্দ কর না তা হলো পাপ। (মুসলিম)

(٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ عَلِمَ الرَّمِىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْقَدْ عَصٰى -(مسلم)

(৭) 'উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করল তারপর তা ঢেকে দিল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা তিনি বলেছেন, সে পাপের কাজ করল। (মুসলিম)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন/জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

علم অর্থ সমস্ত মূল বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি লাভ। ইলম শব্দটি 'আলামত' হতে নির্গত হয়েছে আর আলামত মানে اَلدَّلَالَةُ ও الاشَارَةُ। কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ বুঝানো, কোন জিনিসের দিকে ইঙ্গিত। জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন-

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ *

(১) পড়, (হে নবী!) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) জমাট বাঁধা রক্তের এক পিন্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (৩) পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না। (আলাক-১-৫)

(٢) اَلرَّحْمٰنُ - عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

(২) (১-২) পরম করুণাময় আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (৪) এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (আর-রহমান-১-৪)

(٣) يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *

(৩) (১) হে কম্বল আবৃতকারী, (২) উঠ, সাবধান কর (৩) তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (মুদ্দাসসির-১-৩)

(٤) يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ - وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ -

www.icsbook.info

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ *

(৪) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত। (মুযাদালা-১১)

(٥) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ - اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ *

(৫) বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে? (রায়াদ-১৬)

(٦) قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ - اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ *

(৬) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে। (যুমার-৯)

(٧) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ *

(৭) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইল্‌ম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল। (ফাতির-২৮)

(٨) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُوْلُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

(৮) আল্লাহ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেহ ইলাহ নেই। ফিরিশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেহই ইলাহ হতে পারে না। (আলে-ইমরান-১৮)

(٩) وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ - كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا - وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُوْلُوا الْاَلْبَابِ *

(৯) পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তারা বলে আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ হতে এসেছে। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে। (আলে-ইমরান-৭)

www.icsbook.info

(١٠) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ٭

(১০) আর সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য হতে একজন বান্দাহকে পেল, যাকে আমি আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এবং আমার তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম। (কাহাফ-৬৫)

(١١) اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ٭

(১১) উহা কি করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি তোমার আল্লাহর এই কিতাবকে-যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন-সত্য বলে জানে, আর যে ব্যক্তি এই মহা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ-উহারা দুইজনেই সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোক মাত্রই কবুল করে থাকে। (রায়াদ-১৯)

(١٢) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُوْكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ٭

(১২) মুসা তাকে বললেন আমি কি এ শর্তে আপনার সাথে থাকতে পারি, যে, আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেবেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে? (কাহাফ-৬৬)

(١٣) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً - فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ٭

(১৩) ঈমানদার লোকদের সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসতে ও দ্বীনের সমঝ লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা বিরত থাকতে পারে? (তওবা-১২২)

(١٤) وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ٭

(১৪) আর বল, হে আমার প্রভু, তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (ত্বাহা-১১৪)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন/জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ -(ابن ماجه)

www.icsbook.info

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরয। (ইবনে মাযাহ)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ -(ابن ماجه)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে ইলম রাখা শুকরের কণ্ঠে জওহার মোতি ও স্বর্ণের হার ঝুলানোর ন্যায়। (ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -(ترمذى، ابن ماجه)

(৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, একজন ফকীহ অর্থৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তিশালী ব্যক্তি শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের তুলনায় বেশী ক্ষমতাবান। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ -(دارمى)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণে বের হয়, সে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আল্লাহ্র পথেই থাকে।

(তিরমিযী, দারেমী)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَصْلَتَانِ لَاتَجْتَمِعَانِ فِى مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَافِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -(ترمذى)

(৫) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে দু'টি চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে পারে না। উহার একটি হচ্ছে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান উপলব্ধি। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَّسْمَعُهٗ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ -(ترمذى)

(৬) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন,

www.icsbook.info

(কামেল) মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর জান্নাত তার চূড়ান্ত মনযিল না হওয়া পর্যন্ত ইলমের কথা শোনায় তার তৃপ্তি মেটে না (যত শোনে ততই তার শোনার আগ্রহ বেড়ে যায়)। (তিরমিযী)

(٧) عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ -(دارمى)

(৭) হযরত হাসান বসরী (রাঃ) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলমের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু পরোয়ানা উপস্থিত হয়, জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে একটি ধাপই ব্যবধান থাকবে। (দারেমী)

(٨) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِّنْ اِحْيَائِهَا -(دارمى)

(৮) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাতের কিছু সময় ইলমে দ্বীনের পারস্পরিক আলোচনা করা সারা রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী)

(٩) عَنْ سَخْبَرَةَ الاَزْدِىِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى -(ترمذى-دارمى)

(৯) হযরত ছাখবারা আযদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনী-ইলম অন্বেষণ করে উহা তার পূর্বকৃত গুণাহের জন্য কাফফারা হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا (ترمذى - ابن ماجه)

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানের কথা বিজ্ঞজনের হারানো সম্পদ। যে যেখানেই তা পাবে সে-ই হবে তার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(١١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا مَاتَ الاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ

www.icsbook.info

وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ -(مسلم)

(১১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকারের আমল বাকী থেকে যায় (১) সদকায়ে জারিয়া, অর্থাৎ এমন দান সদকা যদ্বারা মানুষ দীর্ঘদিন পর্যন্ত লাভবান হতে থাকে। (২) এমন ইলম, যদ্বারা ফায়দা লাভ করা যেতে পারে এবং (৩) এমম সচ্চরিত্রবান সন্তান, যারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (মুসলিম)

(١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -(مسلم)

(১২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির ন্যায় মানুষও একটি খনি বিশেষ। জাহেলী যুগে উহাদের মধ্যে যারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলামী যুগেও ইসলামের গভীর জ্ঞান উপলব্ধি লাভ করার কারণে তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। (মুসলিম)

(١٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَاحَسَدَ اِلاَّ فِىْ اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -(متفق عليه)

(১৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন, কোন ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে, উহা হল কোন লোককে আল্লাহ্তায়ালা ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে উহা সত্য পথে ব্যয় করার জন্য নিয়োজিত করেছে। আর কোন লোককে আল্লাহ্তায়ালা হিকমত দান করেছেন, সে উহা দ্বারা বিচার ফয়সালা করে এবং অপর লোককে শিখায়। (বুখারী, মুসলিম)

(١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ

www.icsbook.info

فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ وَلَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ -(مسلم)

(১৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্ তার জন্যে বেহেশতের পথ সুগম করে দিবেন। আর যখন কোন একদল লোক আল্লাহ্‌র ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং তার উপর শিক্ষামূলক আলাপ-আলোচনা করে, তখন তাদের উপর (আল্লাহ্‌র তরফ হতে) এক মহা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আবৃত করে রাখে। আর ফেরেশতারা তাদের মজলিসকে ঘিরে রাখেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন আর যার আমল পিছন দিকে টানবে, বংশ গৌরব তাকে আগে বাড়াতে পারবে না।' (অর্থাৎ ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্য হল ইলম অনুসারে আমল করা।' সুতরাং যে আমল করবে না তার ইলম কিংবা বংশ মর্যাদা তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাতে পারবে না। (মুসলিম)

(١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ، فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ. وَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ فِيْهِمْ -(دارمى)

(১৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা আল্লাহ্‌র নবী মসজিদে নব্বীতে এসে দুটি দল দেখতে পেলেন। (তন্মধ্যে একটি দল ইলম চর্চা করতেছিল এবং অন্য দলটি আল্লাহ্‌র যিকির ও দোয়ায় মশগুল ছিল)। হুযুর (সঃ) বললেন, উভয় দলই ভাল কাজে লিপ্ত। একটি দলতো আল্লাহ্‌র যিকির ও দোয়ার মশগুল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এদেরকে (এদের আকাঙ্খিত বস্তু) দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। আর ঐ দ্বিতীয় দলটি ইলম চর্চা করছে এবং অজ্ঞ লোকদেরকে তালীম দিচ্ছে। সুতরাং এই দলটিই উত্তম। কেননা আমাকেও শিক্ষক করে পাঠান হয়েছে। এই বলে হুযুর (সঃ) দ্বিতীয় দলটিরই সঙ্গে বসে গেলেন। (দারেমী)

(١٦) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ رضـ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صـ رَجُلَانِ اَحَدُهُمْ عَابِدٌ وَالْاٰخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنٰكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهٗ

www.icsbook.info

وَأَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِىْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ -(ترمذى، دارمى)

(১৬) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) এর কাছে এমন দুই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হল, যার মধ্যে একজন ছিলেন আবেদ এবং অন্যজন ছিলেন আলেম। (অর্থাৎ এই মর্মে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এদের উভয়ের মধ্যে মর্যাদার দিক দিকে কে উত্তম।) হুযুর (সঃ) বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমি যে মর্যাদার অধিকারী, উক্ত আলেম ব্যক্তি ও উক্ত আবেদ ব্যক্তির তুলনায় অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর হুযুর (সঃ) বললেন, স্বয়ং আল্লাহ্, ফিরেশতাগণ ও আসমান যমীনের অধিবাসীরা এমনকি ভূগর্ভ মধ্যস্থ পিপীলিকা ও (পানির ভিতরের) মৎস্য পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া করে, যে লোককে কল্যাণকর ইলম শিক্ষা দিয়ে থাকে। (তিরমিযী, দারেমী)

ব্যক্তিগত রিপোর্ট সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সফলতার জন্যে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব ও পর্যালোচনা করা দরকার। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গোটা জীবনকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ভিত্তিক, সুশৃংখল ও নিয়মানুবর্তি করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিন নিজ নিজ কাজের হিসাব সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিজেকে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত করার জন্য 'ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ' হচ্ছে একটি সর্বোত্তম ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়। ব্যক্তিগত রিপোর্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) اِقْرَأْ كِتَابَكَ - كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا *

(১) আপন কর্মের রেকর্ড পড়। আজ তোমার হিসাব করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (বনী ইসরাইল-১৪)

(٢) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ *

(২) দুইজন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সবকিছু রেকর্ড করে চলছে। তাদের মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্যে একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (ক্বাফ-১৭-১৮)

www.icsbook.info

ব্যক্তিগত রিপোর্ট সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صــ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ- (ترمذى)

(১) আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফস্‌কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সেই অক্ষম। (তিরমিযী)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ কুরবানী ও পরীক্ষা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয় দীপ্ত কর্মীদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের জান, মাল, উজ্জত আব্রুর কুরবানী করতে হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাদেরকে পছন্দ করেছেন, তাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ত্যাগ কুরবানী ও পরীক্ষা সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন–

(١) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ *

(১) অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুত ঃ আল্লাহ এই সব বান্দাহর প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (বাকারা-২০৭)

(٢) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ *

(২) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয় ভীতি (ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি) ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা। আর ধৈর্য অবলম্বন -কারীদেরকে সুসংবাদ দাও। (বাকরা-১৫৫)

(٣) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ -مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ - اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ *

www.icsbook.info

(৩) তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিপদ-আপদ আবর্তিত হয়নি। তাদের উপর বহু কষ্ট কঠোরতা ও কঠিন বিপদ মুসিবত আবর্তিত হয়েছে। এমনকি তাদেরকে অত্যাচারে-নির্যাতনে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল এবং তাঁর সঙ্গী সাথীগণ আর্তনাদ করে বলেছিলেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। (বাকারা-২১৪)

(٤) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ – وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ *

(৪) মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী, আল্লাহ অবশ্যই তা জেনে নেবেন। (আনকাবুত-২-৩)

(٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ *

(৫) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবো। যেন আমি তোমাদের অবস্থার যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও নিজ স্থানে অবিচল কে তা জানতে পারি। (মুহাম্মদ-৩১)

(٦) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً *

(৬) তোমরা কি মনে কর, তোমাদেরকে আল্লাহ এমনি ছেড়ে দেবেন? অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিন লোকদের ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেনি? তা এখনও আল্লাহতায়ালা পরীক্ষা করে দেখেননি। (তওবা-১৬)

(٧) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا *

(৭) তখন ঈমানদার লোকদেরকে যথেষ্ট রকম পরীক্ষা করা হল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। (আহযাব-১১)

www.icsbook.info

(٨) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

(৮) কোন বিপদ কখনও আসে না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (তাগাবুন-১১)

(٩) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً *

(৯) তিনি-ই-মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (মূলক-২)

(١٠) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ *

(১০) তোমরা কি ভেবেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এ বিষয়ে এখনো দেখেননি যে, তোমাদের কারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করে এবং সবর অবলম্বন করে। (আলে-ইমরান-১৪২)

(١١) مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا - اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ *

(১১) দুনিয়ায় এবং তোমাদের ব্যক্তি-সত্ত্বায় এমন কোন মুসিবত ঘটতে পারে না যা ঘটার আগেই আমি এটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (হাদীস-২২)

(١٢) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ *

(১২) মানুষের জন্য তাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষি জমি বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলতঃ ভাল আশ্রয় তো আল্লাহর নিকটই রয়েছে। (আলে-ইমরান-১৪)

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ رض۔ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ص۔ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلٰهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضٰى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ -(ترمذى)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে তার প্রতিদানও তত মূল্যবান (এ শর্তে যে মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে হক পথ হতে যেন পালিয়ে না যায়) আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্যে তাদেরকে বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

(٢) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الاَسْوَادِ رض۔ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص۔ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ ثَلَاثًا وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا -(ابو داؤد)

(২) মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরীক্ষার ফিতনা হতে মুক্ত আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করলেন। আর যে ব্যক্তিকে পরীক্ষায় ফেলা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল রয়েছে তার জন্যে তো অশেষ ধন্যবাদ। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رض۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص۔ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ -(ترمذى)

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন দ্বীনদারের জন্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ خَبَّابِ بْنِ الاَرَتِ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى النَّبِىِّ ص۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَّهٗ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ اَلَاتَدْعُوْ اللّٰهُ لَنَا؟ قَالَ

www.icsbook.info

كَانَ الـرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُلَهُ فِي الاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَاسِهِ فَيُشَقُّ اثْنَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَادُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ اَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَالِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لِيَتَمَنَّ هٰذَا الاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضَرَ مَوْتَ لاَيَخَافُ اِلاَّ اللّٰهُ اَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -(بخارى)

(৪) হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সঃ) এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর চাঁদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম আপনি কি আমাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চান না? আপনি কি আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? তখন তিনি বললেন (তোমাদের উপর আর কি দুঃখ নির্যাতনই বা এসেছে) তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিলো এই যে, তাদের কারো জন্যে গর্ত খোড়া হতো এবং সে গর্তের মধ্যে তার শরীরের অর্ধাংশ পুতে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো। এবং তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। কারো শরীর লোহার চিরুণী দ্বারা আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ্র কসম, এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযারামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়া হুড়া করছো। (বুখারী)

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্র পথে দান সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইনফাকের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ ইনফাক শব্দটির মূল ধাতু نـفـق-এর অর্থ সুরঙ্গ। যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়। মুমিনের মাল-সম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকার জন্যে নয়। একদিক থেকে যেমন আয় হবে তেমনি

www.icsbook.info

অপরদিকে তা ব্যয় হয়ে যাবে। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর অর্থঃ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রয়োজন পূরণ এর উপায় উপকরণ যোগাড় ও এ মহান কাজটি পরিচালনার জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে সম্পদ খরচ করা। ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে দান সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلُ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ - فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا - وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

(১) আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরোয়ারদেগার, আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি দান খয়রাত করতাম এবং নেক লোকদের একজন হতাম। কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকেফহাল। (মুনাফিকুন ১০-১১)

(٢) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ - وَاَحْسِنُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ *

(২) খরচ কর আল্লাহ্‌র পথে, নিজের হাতে নিজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। উত্তরূপে নেক কাজে আঞ্জাম দাও। এভাবে যারা নেক কাজে উত্তমরূপে আঞ্জাম দিতে যত্নবান আল্লাহ্ তাদের অবশ্যই ভালবাসেন। (বাকারা-১৯৫)

(٣) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ - وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ - وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ *

(৩) যারা খরচ আল্লাহ্‌র পথে তাদের মাল খরচ করে তাদের এই খরচকে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা চলে যা জমিনে বপন বা রোপন করার পর তা থেকে সাতটি ছড়া জন্মে এবং প্রতিটি ছড়ায় একশতটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্লাহ যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ সুবিশাল ও মহাজ্ঞানী। (বাকারা-২৬১)

(٤) قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

www.icsbook.info

سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ ٭

(৪) আমার ঈমানদার বান্দাহদের বলে দাও, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে যেন খরচ করে, গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, সেইদিন আসার আগেই যেদিন কোন কেনা-বেচার সুযোগ থাকবে না, যেদিন কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে না। (ইব্রাহীম-৩১)

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ٭

(৫) কাফেরগণ তাদের মাল খরচ করে আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে। এখন তারা তা আরো ব্যয় করবে, এভাবে অচিরেই এই মাল খরচ তাদের অনুতাপ অনুশোচনার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। অতঃপর তাদের পরাভূত হতে হবে। পরিণামে কাফেরদের জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। (আনফাল-৩৬)

(٦) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى - لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٭

(৬) যারা আল্লাহ্‌র পথে মাল খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোটা দেয় না এবং কষ্ট দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্যে যথার্থ প্রতিদান রয়েছে, তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (বাকারা-২৬২)

(٧) وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ٭

(৭) তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের উপর কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (বাকারা-২৭২)

(٨) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ٭

(৮) তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। (আলে-ইমরান-৯২)

(٩) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ -اُولٰئِكَ

৬-

www.icsbook.info

اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا - وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - مَنْ ذَالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ *

(৯) আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে তোমাদের আপত্তির এমন কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌র। তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং খরচ করেছে বিজয়ের আগে, বিজয়ের পরে খরচকারী এবং লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ- কারীগণ তাদের সামনে হতে পারে না। পরবর্তীদের চেয়ে পূর্ববর্তীগণের মর্যাদা অনেক বেশী। অবশ্য আল্লাহ্ সবার জন্যে উত্তম পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছেন। আল্লাহ্‌কে উত্তম করজ দেবার মত কেউ আছে কি? যদি কেউ এভাবে করজ দিতে এগিয়ে আসে তাহলে আল্লাহ্ তাকে অনেকগুণ বেশি প্রতিদান দেবেন। তার জন্যে রয়েছে আরও সম্মানজনক প্রতিদান। (হাদীদ ১০-১১)

(১০) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ *

(১০) হে মুমিনগণ, তোমরা দান কর; আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না। (বাকারা-২৫৪)

(১১) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ *

(১১) যারা স্বচ্ছল অবস্থায় ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে, এসব নেককার লোককেই আল্লাহ্ ভালবাসেন। (আলে-ইমরান-১৩৪)

(১২) وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

(১২) তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোন উপত্যকাই অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ্ তাদের দিতে পারেন। (তাওবাহ-১২১)

www.icsbook.info

(١٣) هٰأَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ - وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ - وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ - وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ - ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

(১৩) তোমরাতো এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে খরচের জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতার আশ্রয় নেবে, তার পরিণামে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে এ কাজের দায়িত্ব দেবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। (মুহাম্মদ-৩৮)

ইনফাক ফিসাবিলিল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পথে দান সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهٗ سَبْعَ مِائَةَ ضِعْفٍ -(ترمذى)

(১) আবু ইয়াহিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্র পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাত শত গুণ সওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَاسَرَّنِيْ اَنْ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيْءٌ اُرْصِدُهٗ لِدَيْنٍ -(بخارى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ ও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হাঁ আমার দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকী আল্লাহ্র কাজে দান করে দিব) (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا؟ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ

www.icsbook.info

وَتَامُلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ -(بخارى مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি হুযুর (সঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর নবী! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রসূল (সঃ) বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থান দান। যখন তোমার দারিদ্র্য হওয়ারও ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি নিরন্তই দান-খয়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্যে এটা তমুকের জন্যে এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌছান হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ ثَوْبَانَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(مسلم)

(৪) হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান সন্তুতি ও পরিবারের জন্যে খরচ করা হয়। সে দীনার ও উত্তম যে দীনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনার ও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়। (মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ الاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الاٰخَرُ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দুইজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন হে আল্লাহ্! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। আর অন্যজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর। (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ -(بخارى-مسلم)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন আল্লাহ্ বলেন হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

ইসলামী বিপ্লব/জিহাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

জিহাদ جهاد শব্দটি আরবী জুহদুন جُهْدُ শব্দ হতে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ হল কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করা, বা চরম প্রচেষ্টা। ইংরেজীতে জিহাদকে Holy war বলা হয়। পারিভাষিক অর্থ হল, اعلاء كَلِمَةُ الله। আল্লাহ্‌র বাণী বা আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা, তার জন্য মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া এবং যাবতীয় শক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। জিহাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(১) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ *

(১) জিহাদ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, আর তা তোমাদের অসহ্য মনে হচ্ছে, কোন জিনিস তোমাদের অসহ্য মনে হল, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইহাও হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের ভাল লাগল, অথচ তাহাই তোমাদের জন্য খারাপ। প্রকৃত ব্যাপার তো আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (বাকারা-২১৬)

(২) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(২) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার কথা বলব না, যা তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে? তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র রাহে তোমাদের জানমাল কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার। (ছফ-১০-১১)

(৩) وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ - هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ - هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ *

(৩) আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর, যেমন জেহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন, আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠিত হও। (হজ্জ-৭৮)

(٤) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ *

(৪) প্রকৃত কথা এই যে, মহান আল্লাহ্‌তায়ালা মুমিনের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন, এখন তাদের কাজ হবে, তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করবে, সে সংগ্রামে তারা যেমন মারবে, তেমন মরবেও। (তওবা-১১১)

(٥) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ - فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ *

(৫) হে ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের সাথে লড়াই কর, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায়, এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হয়ে যায়। পরে তারা যদি ফেতনা হতে বিরত থাকে তবে তাদের আমল আল্লাহ্‌ দেখবেন। (আনফাল-৩৯)

(٦) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ *

(৬) আল্লাহ্‌র নিকট তো সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা যারা তার পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়েছে, নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করছে, তারাই সফলকাম। (তওবা-২০)

(٧) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالاً وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(৭) তোমরা বের হয়ে পড় হালকা কিংবা ভারী সরঞ্জামের সাথে, আর জেহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল-সামান ও নিজেদের জান-প্রাণ দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ। (তওবা-৪১)

(٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তার দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তার পথে চেষ্টা ও সাধনা কর, অবশ্যই তোমরা সাফল্যমন্ডিত হবে। (মায়েদা-৩৫)

www.icsbook.info

(٩) فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالاٰخِرَةِ- وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا *

(৯) (এসব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করা কর্তব্য সেসব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব। (নিসা-৭৪)

(١٠) وَمَا لَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا *

(১০) তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছ না কেন? অথচ দুর্বল-অক্ষম, নারী-পুরুষ, শিশুরা চীৎকার করে বলছে, হে আমাদের রব! যালিম অধিবাসীদের এদেশ থেকে আমাদের বের কর নাও। আর আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন পৃষ্ঠপোষক অধিপতি নিয়োগ কর, এবং আমাদের জন্য তোমার নিকট হতে একজন সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (নিসা-৭৫)

(١١) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا *

(১১) যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিঃসন্দেহে শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই দুর্বল। (নিসা-৭৬)

(١٢) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ *

(১২) আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (ছফ-৪)

www.icsbook.info

(١٣) وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ *

(১৩) তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু সেই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করো না, কেননা আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (বাকারা-১৯০)

(١٤) وَاقْتُلُوْاهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ - وَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ- فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ - كَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ *

(১৪) তাদের সাথে লড়াই কর, যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয় এবং তাদেরকে সে সব স্থান হতে বহিষ্কার কর যেখান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করছে। এ জন্য যে নরহত্যা যদি ও একটি অন্যায় কাজ, কিন্তু ফেতনা-ফাসাদ তা অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্যায়। আর মসজিদে হারামের কাছাকাছি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে লড়াই করবে না, ততক্ষণ তোমরাও লড়াই করো না। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তোমরাও অসংকোচে তাদেরকে হত্যা কর। কেননা এ ধরনের কাফিরদের উহাই যোগ্য শাস্তি। (বাকারা-১৯১)

(١٥) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ *

(১৫) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত উহা দেখেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আল্লাহ্ পথে প্রাণপণে লড়াই করিতে প্রস্তুত এবং তাঁরই জন্য ধৈর্যশীল। (আলে ইমরান-১৪২)

(١٦) لاَ يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً - وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى - وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا - دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

(১৬) যেসব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক

www.icsbook.info

নয়। আল্লাহ্ বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন, উভয়দের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তার দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (নিসা-৯৫-৯৬)

(١٧) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ *

(১৭) হে নবী-ঈমানদার লোকদেরকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। (আনফাল-৬৫)

(١٨) وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ *

(১৮) হে মুসলিমগণ, তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় (প্রস্তুতি গ্রহণ) করো এবং যুদ্ধোপযোগী ঘোড়া প্রস্তুত রাখো যাতে আল্লাহ্ ও তোমাদের শত্রুদের সংকিত ও সন্ত্রস্ত রাখতো পারো। (আনফাল-৬০)

(١٩) مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ - تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا - وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ *

(১৯) বিজয়ী শক্তি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর জন্যএ এটা উচিত নয় যে, যুদ্ধে পরাজিতদেরকে হত্যা না করে বন্দী করে আনবে। তোমরা পার্থিব সম্পদে আগ্রহী অথচ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আখেরাতকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়। (আনফাল-৬৭)

(٢٠) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ *

(২০) যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্ পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও মাল খরচ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। (আনফাল-৭২)

(٢١) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ - حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ - فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا *

(২১) ঐসব কাফেরদের সাথে মোকাবিলার সময় তোমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো

www.icsbook.info

তাদের শিরচ্ছেদ করা। এভাবে তাদেরকে পর্যদুস্ত করার পর বন্দীদেরকে মজবুত করে বাঁধো। এরপর তোমার ইচ্ছা হলো করুণা কর অথবা বিনিময় নিয়ে তাদেরকে মুক্তি করে দাও। আর যতদিন তাদের সমরশক্তি ধ্বংস না হয় ততদিন এ অবস্থা বলবৎ রাখো। (মুহাম্মদ-৪)

(٢٢) يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ *

(২২) তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, এমনভাবে যে, তারা এই পথে কোন ভয় করবে নিন্দুকের নিন্দার না। (মায়েদা-৫৪)

(٢٣) اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْ كُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ - اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

(২৩) তোমরা কি এমন লোকেদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং রসুলকে দেশ হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। (তওবা-১৩)

ইসলামী বিপ্লব/জিহাদ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন আমলটি (আল্লাহ্‌র নিকট) সবচেয়ে উত্তম? হুযুর (সঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ مُعَاذُ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ اَدُلُّكُمْ بِرَأْسِ الاَمْرِ وَعُمُوْدِهٖ وَذَرْوَةِ سَنَامِهٖ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الاَمْرِ الاِسْلاَمِ وَعُمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ -(احمد، ترمذى، ابن ماجه)

(২) হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'একদা নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (দ্বীনের) মূল সূত্র, তার স্তম্ভ

www.icsbook.info

এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দেব না? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই আপনি তা দেবেন। তখন হুযুর (সঃ) বললেন, দ্বীনের মূল হল ইসলাম, খুঁটি হল নামায এবং তাঁর সর্বোচ্চ চূড়া হল জিহাদ। (আহ্‌মদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُوْ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ -(مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হল না, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করল না; আর এই অবস্থায়-ই সে মারা গেল, সে যেন মুনাফেকের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ -(بخارى)

(৪) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কে? উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, যে মু'মিন আল্লাহ্‌র পথে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এর পরে কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে। (বুখারী)

(٥) عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ -(ابو داود)

(৫) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ)

(٦) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا .

(৬) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র পথে একটা সকাল ও একটা বিকেল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী)

www.icsbook.info

(٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ -(ترمذى)

(৭) আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, স্বৈরাচারী জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ। (তিরমিযী)

(٨) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ -(ترمذى)

(৮) মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহনের সমপরিমাণ সময় (অর্থাৎ অল্প সময়ও) আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযী)

(٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانَهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(بخارى)

(৯) আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গণীমতের অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ অর্থের জন্য, এক ব্যক্তি খ্যাতি বা প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি তার বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই (জিহাদে অংশগ্রহণ) করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করছে? রসূলুল্লাহ্ বললেন, যে আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহ্র পথে জিহাদ করছে। (বুখারী)

(١٠) عَنْ اَبِىْ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صـ يَقُوْلُ مَنْ اُغْبِرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ -(بخارى، ترمذى، نسائى)

(১০) হযরত আবু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি-যার দুই পা আল্লাহ্র পথে ধুলিমলিন হয়, আল্লাহ্তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। (বুখারী-তিরমিযী-নাসায়ী)

(١١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ جَهَّزَ

www.icsbook.info

غَازِيَاةً فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ فَقَدْ غَزَا (متفق عليه)-

(১১) হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সামান সংগ্রহ করে দেবে, সেও জিহাদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আবার যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করবে, সেও জিহাদের ছওয়াব পাবে। (বুখারী মুসলিম)

(١٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ عَيْنَانِ لاَتَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -(ترمذى)

(১২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, দুই প্রকারের চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমত ঃ সেই চক্ষু, যা আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদে, দ্বিতীয়ত ঃ যা আল্লাহ্‌র পথে পাহারাদারী করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়। (তিরমিযী)

(١٣) عَنْ عُثْمَانَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ -(ترمذى)

(১৩) হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্‌র পথে একটি দিন সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকা হাজার দিনের মনযিল অতিক্রম অপেক্ষা উত্তম। (তিরমিযী)

(١٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ص فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّمَا جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ وَالْزِمْ بِالْجِهَادِ فَاِنَّهُ رُهْبَانِيَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلاَوَةِ كِتَابِهٖ فَاِنَّهُ نُوْرٌ لَكَ فِى الاَرْضِ وَذِكْرُلَكَ فِى السَّمَاءِ وَاخْزَنْ لِسَانَكَ اِلاَّ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّكَ بِذَالِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ .

(১৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাকে উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র ভয় (তাকওয়া) অবলম্বন কর, কেননা এটা সমস্ত কল্যাণের উৎস। জিহাদকে

www.icsbook.info

বাধ্যতামূলকভাবে ধারণ কর, কেননা মুসলমানদের জন্য এটাই হচ্ছে রাহ্বানিয়াত। আর আল্লাহ্কে স্মরণ কর এবং তাঁর কিতাবকে নিয়মিত তেলাওয়াত কর। কেননা এটা তোমাদের জন্য এ জমিনে আলোকবর্তিকা এবং আকাশ রাজ্যে স্মরণীয় হওয়ার কারণ। তোমরা নিজেদের বাকশক্তিকে বিরত রাখ, কিন্তু নেক কথা হতে বিরত রেখো না। এভাবেই তোমরা শয়তানের উপর জয়ী হতে পারবে।

(١٥) عَنْ جُنْدُبِ بِنْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتَ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتِ.

(১৫) যুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন একটি যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ 'তুমি তো একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নও, তুমি তো আল্লাহ্র পথেই রক্তাক্ত হয়েছো। (বুখারী)

(١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ -(ترمذى)

(১৬) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রুপাত করেছে তার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব যেমন অসম্ভব দোহন করা দুধকে পলানে পুনরায় প্রবেশ করানো। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে তার পথে জিহাদ করেছে সে ব্যক্তি আর জাহান্নামের ধোয়া একত্র হবে না। (তিরযিমী)

(١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ -(بخارى)

(১৭) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যার হাতের মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে-আল্লাহই ভাল করে জানেন কে সত্যিকার অর্থে তার পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন তাকে তাজা রক্তে রঞ্জিত দেহে উঠানো হবে, আর তা থেকে মেশ্কের

www.icsbook.info

সুগন্ধি আসতে থাকবে। (বুখারী)

(١٨) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ جَاهِدُوْا النَّاسَ فِى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَلاَ تَبَالُوْا فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَاَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ عَظِيْمٌ يُنْجِى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهٖ مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ .

(১৮) হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা সকলে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিকটবর্তী ও দূরের লোকদের সাথে জিহাদ কর এবং আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নের বিন্দুমাত্র ভয় করো না। পরন্তু তোমরা দেশে বিদেশে যখন যেখানেই থাক, আল্লাহ্‌র আইন ও দন্ড বিধানকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের অসংখ্য দুয়ারের মধ্যে একটি অতি বড় দুয়ার। এই দ্বারপথের সাহায্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা (জিহাদকারী লোকদেরকে) সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ও ভয়ভীতি হতে নাজাত দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী)

(١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْجَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ اَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاس قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ قَالَ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ -(بخارى)

(১৯) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করুক কিংবা তার জন্মভূমিতে চুপচাপ বসে থাকুক, তাকে জান্নাত

www.icsbook.info

দান করা আল্লাহ্‌র জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমরা কি এ সুসংবাদ অন্য লোকদেরকে জানাব না? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আর-রহমানের আরশ-যেখান থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী)

(٢٠) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ -(مسلم)

(২০) হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা সবচেয়ে উত্তম কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, তাহলে কি আমার পূর্বকৃত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে? হুযুর (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ,' তুমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে দৃঢ়তা সহকারে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হও এবং ময়দান ছেড়ে পালাবার চেষ্টা না করে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে অবশ্যই তোমার গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ওগো হে, তুমি আমাকে কি প্রশ্ন করেছিলে? লোকটি বলল, হুযুর! আমি যদি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করি, তাহলে কি আমার পূর্বকৃত যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে? হুযুর (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' তুমি যদি আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা সহকারে অগ্রসর হও, তাহলে তোমার যাবতীয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। তবে কারও দেনা থাকলে মাফ হবে না। এইমাত্র জিব্রাঈল (আঃ) এ কথাটি আমাকে বলে গেলেন। (মুসলিম)

www.icsbook.info

শাহাদাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

شَهَادَةٌ শব্দটি একটি আরবী শব্দ ش-ه-د (شهد) শব্দ থেকে তার উৎপত্তি। এ শব্দ থেকেই নির্গত হয়েছে শহীদ, যার অর্থ দাঁড়ায় যিনি উপস্থিত হয়েছেন, যিনি দেখেছেন এবং জেনেছেন, যিনি স্বচক্ষে দেখে কিংবা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছেন, সেই ব্যক্তি যিনি দেখা, জানা ও উপলব্ধি করা বিষয়ের বিবরণ বা সাক্ষ্য দিচ্ছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করা বা সমুন্নত রাখার জন্যে সংগ্রাম করে নিহত হয় সে-ই শহীদ। শাহাদাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ - بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ *

(১) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃত পক্ষে তারা জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমরা অনুভব করতে পার না। (বাকারা-১৫৪)

(٢) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

(২) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে রিয্‌ক প্রাপ্ত (আলে- ইমরান-১৬৯)

(٣) وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ- سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ- وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ *

(৩) যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, আল্লাহ্ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা সুসংহত করে দেবেন। আর সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। (মুহাম্মদ-৪-৬)

(٤) فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ - ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ *

(৪) যারা আমারই জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, আমারই পথে লড়াই করেছে ও নিহত (শহীদ) হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি ক্ষমা করে দেব এবং তাদের কে আমি এমন জান্নাত দান করব, যার নীচ

www.icsbook.info

দিয়ে প্রবাহমান রয়েছে ঝর্ণাধারা। এরূপ প্রতিফলই তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্র নিকট। আর উত্তম প্রতিফল তো কেবল আল্লাহ্র নিকটই পাওয়া যাবে। (আলে-ইমরান-১৯৫)

(٥) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ - الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ *

(৫) তাদের (ঈমানদারদের) থেকে তারা কেবল একটি কারণেই প্রতিশোধ নিয়েছে। আর তা হচ্ছে, তারা সেই মহাপরাক্রমশীল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি স্বপ্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সাম্রাজ্যের অধিকারী। (বুরুজ, ৮-৯)

(٦) اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ *

(৬) তোমরা কি একজন লোককে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলেছে, আল্লাহ্ আমার রব? (মুমিন-২৮)

(٧) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ - قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُوْنَ *

(৭) (নিহত হবার সাথে সাথে) তাকে বলা হলো, প্রবেশ করো জান্নাতে। সে বললো, হায়, আমার জাতির লোকেরা যদি (আমার এ মর্যাদা সম্পর্কে) জানতে পারতো। (ইয়াসীন-২৬)

(٨) وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ *

(৮) (আর শহীদরা) তাদের জন্যে রবের নিকট রয়েছে প্রতিফল এবং তাদের নূর। (হাদীদ-১৯)

(٩) وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ *

(৯) আল্লাহ্ এভাবে জেনে নিতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা ঈমানদার এবং এজন্যে যে তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। (আলে-ইমরান-১৪০)

(١٠) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ *

(১০) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐসব লোকদের সঙ্গী হবে যাদের কে নিয়ামত দান করা হয়েছে। তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ লোক। (নিসা-৬৯)

www.icsbook.info

(١١) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا - اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَّرْضَوْنَهُ *

(১১) যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, পরে নিহত (শহীদ) হয়েছে কিংবা মরে গেছে, আল্লাহ্ তাদের রিযকে হাসানা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট রিযকদাতা। তিনি তাদের এমন স্থানে (জান্নাতে) পৌঁছাবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। (হজ্জ ৫৮-৫৯)

(١٢) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ *

(১২) তোমরা যদি আল্লাহ্‌র পথে নিহত (শহীদ) হও কিংবা মরে যাও তবে আল্লাহ্‌র যে রহমত ও দান তোমাদের নসীব হবে, তা এইসব (দুনিয়াদার) লোকেরা যা কিছু সঞ্চয় করেছে তা থেকে অনেক উত্তম। (আলে-ইমরান-১৫৭)

শাহাদাত সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَاعَلَى الاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ .

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ার ফিরে এসে দশবার শহীদি মৃত্যুবরণের আকাংখা পোষণ করবে। কেননা, বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পাবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِىُّ صـ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَابِى الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ .

www.icsbook.info

(২) হযরত সামুরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صـ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا اَنْ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَاتَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَا اَجِدُمَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ -(بخارى)

(৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী (সঃ) কে বলতে শুনেছি, সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না (অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাবে, তাদের সবাইকে) বলে আশংকা হতো, তাহলে আল্লাহ্ পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। যার হাতে আমার প্রাণ! সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং আবার শহীদ হই, তারপরও পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই। (বুখারী)

(٤) عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضـ اَنْ اُمُّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِىَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ صـ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَلَاتُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى.

www.icsbook.info

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। বার'আর কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী (সঃ) এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করব, অন্যথায় তার জন্য অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

(٥) عَنْ جَابِرٍ رَضـ يَقُوْلُ جِيْءَ بِاَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ صـ وَقَدْ مُثِّلَ بِهٖ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهٖ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ اِبْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَا تَبْكِىْ اَوْلاَ تَبْكِىْ مَازَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ تُظِلُّه بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتّٰى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهٗ -(بخارى)

(৫) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আব্বার লাশ নবী (সঃ) এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তার লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চক্ষু উপড়ান) করা হয়েছিল। আমি তার চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে থাকলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করল ইতিমধ্যে কোন ক্রন্দনকারিনীর ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি ক্রন্দন করছে। নবী (সঃ) বললেন, ক্রন্দন করছ কেন? অথবা তিনি বলেছিলেন, ক্রন্দন করো না। অনেক ফেরেশেতা তাকে ডানা দিয়ে ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার ওস্তাদ সাদকাহকে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি (সাদাকাহ্) জবাব দিলেন, হ্যাঁ জাবের কোন কোন সময় একথাও বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার আব্বাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (বুখারী)

(٦) عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضـ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صـ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ -(بخارى)

(৬) আমর ইবনে দীনার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌কে (রা) বলতে শুনেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সা) কে বললো, আমি যদি শহীদ

www.icsbook.info

হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করবো? নবী (সা) বললো জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো যা সে খেতেছিলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে লড়াই করলো এবং শহীদ হলো। (বুখারী)

(٧) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ صـ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَايَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْقَالَ مَايَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -(بخارى)

(৭) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খুতবা দিতে দিতে বললেন, জায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করলো, সেও নিহত হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু সেও নিহত হলো। তারপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করলো এবং বিজয় লাভ করলো। নবী (সঃ) আরো বললেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। আইয়ুব (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেন, অথবা নবী (সঃ) বলেছিলেন, তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছেন) শাহাদতের মর্যাদা লাভ না করে-এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (সঃ) এর দু চোখ দিয়ে অশ্রুগড়িয়ে পড়ছিলো। (বুখারী)

(٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهٗ اِلٰى اَحَدٍ قَدَّمَهٗ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاءِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلُوْا -(بخارى)

(৮) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ওহুদের যুদ্ধের শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলো তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিলো? কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন,

www.icsbook.info

কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের জানাজা পড়লেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না। (বুখারী)

(৯) عَنْ خَبَّابٍ رضـ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ وَمِنَّا مَنْ مَضٰى اَوْذَهَبَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ اِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهٗ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غُطِّىَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهٗ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ صـ غَطُّوْ بِهَا رَأْسَهٗ وَجَعَلُوْا عَلٰى رِجْلِهٖ الاِذْخِرَ اَوْ قَالَ الْقُوْا عَلٰى رِجْلِهٖ مِنَ الاِذْخِرِ وَمِنَّا قَدْ اَيْنَعَتْ لَهٗ ثَمْرَتُهٗ فَهُوَ يَهْدُبُهَا .

(৯) খাব্বাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। তাই আল্লাহ্‌র কাছে আমরা পুরস্কারের হকদার হয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়ায় তার কোন পুরস্কার না নিয়েই অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চলে গিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদাতপ্রাপ্ত মুস'আব ইবনে উমায়ের তাদেরই একজন। একখানা পাড়বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ভিন্ন তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। তাকে কাফন পরানোর সময় তা দিয়ে আমরা তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে নবী (সঃ) বললেন, এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'খানা ইয়খের ঘাস দিয়ে জড়িয়ে দাও। অথবা বললেন (বর্ণনাকারী সন্দেহ) ইযখের ঘাস দিয়ে তার পা আবৃত করো। আবার আমাদের অনেকেই (যারা হিজরত করেছিলেন) এমন আছেন, যার ফল বেশ ভালভাবে পেকেছে এবং সে এখন তা সংগ্রহ করছে। (বুখারী)

(১০) عَنْ اَنَسٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهٖ فَقِيْلَ لَهٗ فَقَالَ اِنِّى اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِىَ -(بخارى)

(১০) আনাস (রাঃ) বর্ণিত যে, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত মদীনাতে উম্মে সুলাইম ব্যতিরেকে আর কোন স্ত্রীলোকের গৃহে গমন করতেন না। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তার (উম্মে সুলাইম) ভাই আমার সাথে জিহাদ ব্যাপদেশে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি। (বুখারী)

www.icsbook.info

বিশুদ্ধ নিয়ত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

নিয়ত শব্দের আভিধানিক অর্থ القصد والارادة ইচ্ছা, স্পৃহা, মনেরদৃঢ় সংকল্প। আর শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের ইচ্ছায় কোন কাজের দিকে মনোনিবেশ করাকে নিয়্যত বলে। নিয়্যত সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী বলেন- তোমার মনের দ্বারা কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা এবং নিজের দ্বারা উহার বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া। নিয়্যত শব্দের অর্থ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাভী বলেছেন-যে বর্তমান কি ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ বা কোন ক্ষতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অনুকূল কাজ করার জন্যে মনের উদ্যোগ উদ্বোধনকেই বলে নিয়্যত। নিয়্যত সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন-

(١) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ *

(১) বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়্যত অনুযায়ী কাজ করে। (বণী ইসরাইল-৮৪)

(٢) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِى حَرْثِهٖ - وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا - وَمَا لَهٗ فِى الاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ *

(২) যে কেহ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমি বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। (আস-শুরা-২০)

(٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا وَمَنْ اَرَادَ الاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا *

(৩) যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়্যত রাখবে। আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করব, অতঃপর তার জন্য দোযখ নির্ধারণ করব, সে উহাতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখিরাতের নিয়্যত রাখবে এবং উহার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে। যদি সে মুমিন হয় এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে। (বনী ইসরাইল-১৮-১৯)

www.icsbook.info

বিশুদ্ধ নিয়ত সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّانَوَا - فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتَ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -(بخاری-مسلم)

(১) হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যেই হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধারের কিংবা কোন রমণীকে পাওয়ার নিয়তে হিজরত করে, মূলত ঃ তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সৌন্দর্য ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তোমাদের অন্তকরণ ও কাজের দিকে লক্ষ্য করেন। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ نِ اسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُقَالَ جَرِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَبِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ

www.icsbook.info

قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِيَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِى النَّارِ -(مسلم)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহীদ হয়েছেন। তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ঐ সব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি আমার এসব নিয়ামত পেয়ে কি করছো? সে উত্তরে বলবে আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বীর খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছ এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই.পেয়ে গেছো। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে এবং এভাবেই সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে এবং আল-কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব ভোগের পর তুমি কি করছো? সে বলবে আমি দ্বীনের ইলম হাছিল করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্যে আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি আলেম খ্যাতি লাভের জন্যে ইলম অর্জন করেছো। তুমি কারীরূপে খ্যাত হবার জন্যে আল-কুরআন পড়ছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে হেচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ্ সচ্ছলতা ও নানা রকম ধন-সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব পেয়ে তুমি কি করছো? সে বলবে আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ্ বলবেন তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যেই দান করেছো। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

www.icsbook.info

মুনাফিকের পরিচয়/পরিণাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মুনাফিক তাকেই বলে যার মধ্যে নিফাক রয়েছে। আর নিফাক বলে উহাকে যার ভিতরের অবস্থা বাহ্যিক প্রকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুনাফিকের পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন-

(١) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا - وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ
قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ - اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ *

(১) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু নিরিবিলিতে যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলেন, আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, আর উহাদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র। (বাকারা-১৪)

(٢) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ
الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا *

(২) তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেইদিকে এস ও রসূলের নীতি গ্রহণ কর, তখন এ মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। (নিসা-৬১)

(٣) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ - اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيْعًا *

(৩) যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। উহারা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকটে যায়? অথচ সম্মানতো একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য।(নিসা১৩৮-১৩৯)

(٤) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى
الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى - يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا
مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ - لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ - وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

www.icsbook.info

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا *

(৪) এই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোকাবাজি করতেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাদেরকে ধোকার প্রতিফল প্রদান করবেন। উহারা যখন নামায পড়ার জন্য উঠে তখন অনিচ্ছা ও শৈথিল্য সহকারে শুধু লোক দেখানোর জন্য করে এবং আল্লাহ্কে তারা কমই স্মরণ করে। উহারা কুফুরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুত ঃ আল্লাহ্ই যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্য আপনি কখনও কোন পথ পাবেন না। (নিসা ১৪২-১৪৩)

(٥) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا *

(৫) নিশ্চয় মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর আপনি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কখনও কাউকে পাবেন না। (নিসা-১৪৫)

(٦) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ - نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ *

(৬) মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক মহিলা সকলেই পরস্পর অনুরূপ ভাবাপন্ন, তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভাল ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হস্ত ফিরিয়ে রাখে। উহারা আল্লাহ্কে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ্ও তাদের ভুলে গিয়েছেন। এ মুনাফিকরাই হল ফাসেক। (তওবা-৬৭)

(٧) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - هِىَ حَسْبُهُمْ- وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ - وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ *

(৭) এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ্তায়ালা দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা চিরদিন থাকবে, উহাই তাদের উপযুক্ত। তাদের উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (তওবা-৬৮)

(٨) يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ - قُلِ اسْتَهْزِءُوْا- اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحْذَرُوْنَ *

(৮) এ মুনাফিকরা ভয় পায় যে তাদের সম্পর্কে এমন কোন সূরা যেন নাযিল না হয়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দিবে। হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, আচ্ছা খুব

www.icsbook.info

করে ঠাট্টা বিদ্রুপ কর। আল্লাহ্ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয় কর। (তওবা-৬৪)

(৯) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ *

(৯) হে নবী! কাফির ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (তওবা-৭৩)

মুনাফিকের পরিচয়/পরিণাম সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ -(بخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৩) আর তার কাছে কোন আমানত রাখলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী)

(২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -(بخارى)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, চারটি দোষ যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোন একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোন আমানত রাখলে সে তার খেয়ানত করে (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়। (বুখারী)

(৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَصْلَتَانِ لاَتَجْتَمِعَانِ فِىْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلاَ فِقْهٌ فِى الدِّيْنِ -(مشكوة)

www.icsbook.info

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, এমন দুটি গুণ আছে যা মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। (১) সুস্বভাব (২) দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান। (মিশকাত)

(٤) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْاُمَّةِ كُلُّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ -(بيهقى)

(৪) হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয় যারা কথা বলে সুকৌশলে, আর কাজ করে যুলুমের সাথে। (বায়হাকী)

আশারায়ে মোবাশ্‌শারা কি?

রাসূল (সঃ) এর দশজন বিখ্যাত সাহাবী দুনিয়াতেই মুমিনদের চূড়ান্ত নিবাস জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। এ দশজন সাহাবীকে একত্রে আশারায়ে মোবাশ্‌শারা বলে।

এ দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর নাম হচ্ছে ঃ

১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক বিন আবু কোহাফা (রাঃ)
২। হযরত ওমর ফারুক বিন আল খাত্তাব (রাঃ)
৩। হযরত ওসমান জননুরাইন বিন আফফান (রাঃ)
৪। হযরত আলী মর্তুজা বিন আবু তালেব (রাঃ)
৫। হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)
৬। হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়ান (রাঃ)
৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)
৮। হযরত ছায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)
৯। হযরত ছায়ীদ ইবনে জায়েদ (রাঃ)
১০। হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)

www.icsbook.info

দরূদ শরীফ পাঠকারীর মর্যাদা

দরূদ শরীফ সম্পর্কে আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٭

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর। (আহযাব-৫৬)

(১) নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাকে দশটি রহমত দান করেন, তার দশটি গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন, এবং তার মর্যাদা দশ স্তর বৃদ্ধি করে দেন। (নাসায়ী)

(২) রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসলিম)

(৩) রাসূল (সঃ) বলেছেন, কেহ আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আল্লাহ পাক তা আমার রুহে পৌঁছিয়ে দেন। তারপর আমি তার সালামের জবাব প্রদান করি। (আবু দাউদ)

(৪) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দরুদ পাঠ করে আমি তা শ্রবন করি এবং যে দূরে হতে দরুদ প্রেরণ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়। (বায়হাকী)

কয়েকটি বরকতপূর্ণ দরূদ শরীফ

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -(مسلم)

(১) হে আল্লাহ! দয়া ও রহমত কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি, যেমন তুমি রহমত করেছ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমি অতি উত্তম গুণের আধার এবং মহান। হে আল্লাহ! বরকত নাযিল কর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও

www.icsbook.info

তাঁর বংশধরদের উপর যেমন তুমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপরে করেছ। নিশ্চয়ই তুমি অতীব সৎগুণ বিশিষ্ট ও মহান।

(٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ .

(২) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যিনি সাধারণের ন্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত নহে, তাঁর উপর রহমত অবতীর্ণ কর।

দরূদে শিফা درود شفاء

(٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَاءٍ .

(৩) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর মানুষের সকলপ্রকার রোগ, ঔষধ ও আরোগ্যের সংখ্যা পরিমাণ রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

দরূদে তুনাজ্জিনা (বিপদ মুক্তির দরূদ) درود تنجينا

(٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ .

(৪) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর নানাভাবে রহমত অবতীর্ণ কর এবং এই দরূদ শরীফের বরকতে আমাদেরকে সমুদয় বিপদাপদ হতে মুক্তি দাও এবং আমাদের সমুদয় বাসনা পূর্ণ কর, সমস্ত পাপ কার্য হতে আমাদেরকে পবিত্র রাখ এবং আমাদেরকে তোমার নিকট সম্মানের উচ্চস্তরে স্থান দান কর এবং আমাদেরকে ইহ-পরকালে সর্বপ্রকার মঙ্গলের শেষ সোপানে পৌছিয়ে দাও, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান ও সর্বোচ্চ অনুগ্রহকারী, তোমার নিজ অনুগ্রহে (আমার উপরোক্ত) বাসনাগুলো পূর্ণ কর।

▲ ১ম খন্ড সমাপ্ত ▲

www.icsbook.info

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার ফজিলত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পবিত্র কুরআন শরীফ ছহি (শুদ্ধ) করে পড়লে অনেক ছওয়াব, তেমনি অশুদ্ধ পড়লে গুণাহ হয় এবং অনেক ফরজ এবাদতও নষ্ট হয়ে যায়। অশুদ্ধ পড়ার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তনও হয়ে যায়; তাই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর তাজবীদের সাথে শুদ্ধ পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। এই সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কুরআন মজীদেই নির্দেশ করেছেন–

(١) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيلاً *

(১) ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত কর। (মুয্যাম্মিল-৪)

(٢) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيلاً *

(২) এবং আমি এই কুরআনকে পৃথক পৃথক করে নাযিল করেছি যেন আপনি উহা মানুষের সম্মুখে থেমে থেমে পড়তে পারেন, আর আমি উহাকে নাযিল করার সময়ও (অবস্থামত) ক্রমে ক্রমে নাযিল করেছি। (যেন উহা সহজ ও সুস্পস্টভাবে বোধগম্য হয়) (বনী ইসরাঈল-১০৬)

(٣) وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيلاً *

(৩) আমি উহাকে এক বিশেষ ধারায় আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি। (ফুরকান-৩২)

কুরআন শরীফ শুদ্ধ করে পড়ার ফজিলত সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ.

(১) হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। (বুখারী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهٗ .

(২) রসূল করীম (সঃ) বলেন অনেক পাঠকই কুরআন পাঠ করে কিন্তু কুরআন এইরূপ পাঠকদেরকে অভিসম্পাত করে।

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَمْ يَاذَنِ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَا اَذِنَ لِنَبِيٍّ صـ اَنْ يَّتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهٗ

www.icsbook.info

يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ .

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন আল্লাহ্ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনেন (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেরূপ শুনেন তদ্রুপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)। অধঃস্তন রাবীর সঙ্গী (আবু সালমা) বলেছেন এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা। (বুখারী)

(٤) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ حَرْفًا فَلَهٗ عَشَرُ حَسَنَاتٍ .

(৪) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শরীফের একটি হরফ পড়বে সে ব্যক্তি দশটি নেকী পাবে।

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْاٰنِ .

(৫) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন সমস্ত এবাদতের মধ্যে পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত।

(٦) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرْبِ -(ترمذى)

(৬) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, নিশ্চয়ই যার অন্তরে পবিত্র কুরআন শরীফের কোন একটি অক্ষরও নেই সে যেন একটি খালি ঘর।

(٧) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدُهٗ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৭) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করে এবং উহার হুকুম অনুযায়ী আমল করে কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন একটি টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলো হতেও অধিক উজ্জ্বল হবে।

(٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ .

(৮) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, তোমরা পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ কর নিশ্চয়ই উহা তোমাদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করবে।

www.icsbook.info

মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

المؤمن এর মূল ধাতু امن। এর শাব্দিক অর্থ যে বিশ্বাস করে, স্বীকৃতি দেয়, এর পারিভাষিক অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারী, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একক সত্ত্বা, তাঁর প্রেরিত রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, পরকাল এবং তাকদীর এর উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপনকারীকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুমিন বলা হয়। মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন–

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ *

(১) প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (হুজুরাত-১৫)

(٢) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ *

(২) প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছেঃ আল্লাহ্র স্মরণে তাদের দিল কেঁপে উঠে, তাদের সামনে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা আল্লাহর উপর আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে থাকে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট খুবই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আরো রয়েছে অপরাধের ক্ষমা ও অতি উত্তম রিযিক। (আনফাল-২-৪)

(٣) اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا - وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

(৩) মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তাদের মাঝে ফায়সালার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের (বিধানের) প্রতি ডাকা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরূপ লোকেরাই প্রকৃত সফলকাম। (নূর-৫১)

(٤) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ

www.icsbook.info

الْقُلُوْبُ *

(৪) যারা মুমিন আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরে প্রশান্তি এসে থাকে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ আসলে সেই জিনিস যার দ্বারা দিল পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (রা'দ-২৮)

(٥) لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ *

(৫) মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা অপর মুমিন ছাড়া কাফেরদেরকে কখনো নিজেদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক বানায় না। (আলে-ইমরান-২৮)

(٦) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ *

(৬) মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, তারা একে অপরের ভাই। (হুজুরাত-১০)

(٧) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ- اُوْلٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ *

(৭) মুমিন নারী ও পুরুষের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরস্পরের বন্ধু সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে যাবতীয় ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। উহারা এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। (তওবা-৭১)

(٨) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ - وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ- ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ *

(৮) এই মুমিন পুরুষ নারীদের সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা এই যে, তাদেরকে এমন বাগ-বাগিচা দান করবেন যার নিম্নেদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্যে রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর এ হবে তাদের সবচাইতে বড় সাফল্য। (তওবা-৭২)

(٩) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا *

(৯) হে নবী! মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্যে অনেক

www.icsbook.info

অনুগ্রহ রয়েছে। (আহ্‌যাব-৪৭)

(١٠) فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا-وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

(১০) অতঃপর আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব (আমার উপর তাদের অধিকার)।(রূম-৪৭)

(١١) وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

(১১) তোমার ভীত হয়ো না, চিন্তিত ও হয়ো না তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকো। (আলে-ইমরান-১৩৯)

(١٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ-

(১২) হে মুমিনরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। (মুহাম্মদ-৭)

(١٣) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ - اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ - اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ- هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

(১৩) (১) সেইসব মুমিনরা নিশ্চিতই সফলকাম (২) যারা নিজেদের নামাযে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে (৩) যারা নিরর্থক বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে (৪) যারা যাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর থাকে (৫) যারা নিজেদের যৌনাঙ্গ হেফাজত রাখে (৬) কিন্তু তাদের পত্নী ও অধিকার ভক্ত ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত, উহাতে তাদের কোন দোষ হবে না (৭) যারা এতদ্ব্যতীত (অন্যভাবে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) প্রয়াসী হয় এমন লোক শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনকারী (৮) যারা আমানত ও ওয়াদা চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং (৯) যারা নিজেদের নামাযসমূহকে পূর্ণভাবে হেফাজত করতে থাকে। (১০) এরাই হচ্ছে সেই উত্তরাধিকারী (১১) তারা ফেরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে। (মুমিমুন ১-১০)

www.icsbook.info

(١٤) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ *

(১৪) আল্লাহ মুমিনদের পৃষ্ঠপোষক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। (বাকারা-২৫৭)

(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً *

(১৫) সৎকর্মশীল মুমিন সে পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো। (নাহার-৯৭)

(١٦) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا *

(১৬) তোমাদের মধ্যে সত্যিকার মুমিন ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, যেমনি দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী মুমিনদেরকে। আর তিনি তাদের জন্যে যে দ্বীন পছন্দ করেছেন অবশ্যই তার প্রতিষ্ঠা দান করবেন এবং তাদের ভীতিজনক অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিণত করবেন। (নূর-৫৫)

(١٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا *

(১৭) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্যে দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্যে (মানুষের অন্তরে) মহব্বত পয়দা করে দেন। (মরিয়ম-৯৬)

(١٨) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ - وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ - وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ *

(১৮) মুমিনদেরকে আল্লাহ এক সুপ্রমাণিত কথার ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন আর যালেমদেরকে করে দেন বিভ্রান্ত এবং তিনি যা ইচ্ছে করেন, তা করার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। (ইব্রাহীম-২৭)

(١٩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ

www.icsbook.info

ظِلاً ظَلِيْلاً *

(১৯) সৎ কর্মশীল মুমিনদের আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। সেখানে তাদের জন্যে পবিত্রা সঙ্গিনীরাও রয়েছে। আমি তাদেরকে ঘন নিবিড় ছায়ায় আশ্রয় দান করবো। (নিসা-৫৭)

(২০) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ - خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

(২০) সৎ কর্মশীল মুমিনদের জন্যে রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। চিরকাল তারা তা উপভোগ করবে। এটা আল্লাহর পাকা ওয়াদা। আর তিনি মহা শক্তিশালী ও সুবিজ্ঞ (লোকমান ৮-৯)

(২১) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا - وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ *

(২১) (মুমিনদের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে) লোকেরা যখন তাদেরকে বলে, তোমাদের বিরুদ্ধে সমর সজ্জিত বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে। তখন একথা শুনে তাদের ঈমানী আগুন আরো অধিক দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং তারা বলে, (কাফেরদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা" (আলে-ইমরান-১৭৩)

(২২) اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ *

(২২) মুমিন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহর গোলামীর জীবন যাপনকারী, তাঁর প্রশংসা উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য যমিনে পরিভ্রমণকারী, তার সম্মুখে রুকু ও সিজদায় অবনত, ন্যায়ের নির্দেশদান- কারী, অন্যায়ের বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী। হে নবী! তুমি এসব মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (তওবা-১১২)

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا

www.icsbook.info

اشْتَكٰى عَضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى

(بخاری - مسلم)-

(১) হযরত নুমান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, তোমরা মুমিনদেরকে পারস্পরিক দয়া ভালবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর এবং নিদ্রাহীনতা সহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। (বুখারী-মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرَاى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ -(بخاری)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন মুমিন ব্যক্তি তার গুণাহ সম্পর্কে এতদূর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে যেন কোন পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার উপর ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুণাহকে মনে করে একটি মাছির মত, যা তার নাকের ডগার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবু শিহাব নাকের উপর হাত দ্বারা ইশারা করলেন। (বুখারী)

(٣) عَنِ النُّعْمَانِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ

(مشكوة)-

(৩) হযরত নুমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয় তাকে তার গোটা শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَايَالَفُ وَلَا يُؤْلَفُ -(مسند احمد)

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহব্বত রাখে না এবং মহব্বত প্রাপ্ত হয়না। (মুসনাদে আহমদ)

www.icsbook.info

তাকওয়া সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

তাকওয়া تَقْوٰى আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খোদাভীতি, পরহেযগারী, বিরত থাকা, আত্মশুদ্ধি। আর শরীয়াতের পরিভাষায়, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বিধি বিধান মেনে চলার নাম তাকওয়া। তাকওয়া বা খোদাভীতি সম্পর্কে আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন–

(١) اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ *

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (হুজরাত-১৩)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

(২) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (হাশর-১৮)

(٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ *

(৩) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (আলে-ইমরান-১০২)

(٤) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ *

(৪) হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (তওবা-১১৯)

(٥) اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا - اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ *

(৫) নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (ফাতির-২৮)

(٦) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ *

(৬) আল্লাহ তো তাদের সংগে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান

www.icsbook.info

অনুসারে আমল করে। (নাহল-১২৮)

(৭) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ *

(৭) আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে। (নূর-৫২)

(৮) وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ - وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ - اِنَّ االلّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

(৮) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের বিরত রাখেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (হাশর-৭)

(৯) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ *

(৯) যারা নিজেদের অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতিবড় সুফল। (মুলক-১২)

(১০) يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا *

(১০) হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য কর না, প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিক তো আল্লাহই। (আহযাব-১)

(১১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا - وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(১১) হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতেলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আলে-ইমরান-২০০)

(১২) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ - وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

(১২) তোমরা যথা সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সঙ্কীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম। (তাগাবুন-১৬)

(১৩) وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ

www.icsbook.info

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ *

(১৩) যে সবকাজ পূণ্য ও ভয় মূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুণাহ ও সীমা লংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দন্ড অত্যন্ত কঠিন। (মায়েদা-২)

(١٤) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ *

(১৪) হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বল, তখন গুণাহ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানির কথাবার্তা নয়-বরং সৎ কর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথাবার্তা বল এবং সেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (মুজাদালা-৯)

(١٥) وَاِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ *

(১৫) তোমাদের উম্মত একই উম্মত, আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর। (মুমিনূন-৫২)

(١٦) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ - وَلاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقٰى - وَلاَ تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً *

(১৬) (হে রাসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন খোদা ভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না। (নিসা-৭৭)

(١٧) وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(১৭) আল্লাহকে ভয় কর, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে (বাকারা-১৮৯)

(١٨) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(১৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তার পথে চরম চেষ্টা সাধন বা জিহাদ কর। সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (মায়েদা-৩৫)

(١٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ *

www.icsbook.info

(১৯) হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রাসূল-এর প্রতি ঈমান আন। (হাদীদ-২৮)

(২০) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

(২০) হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে অগ্রসর হয়ে যেও না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (হুজরাত-১)

(২১) يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً - وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا *

(২১) হে মানবজাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের উপর প্রহরীরূপে আছেন। (নিসা-১)

(২২) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ *

(২২) তোমরা ভয় কর সেই দিনের কথা যেদিন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা যাবে না, কোন সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবে না আর পাপীগণ কোন দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (বাকারা-১২৩)

তাকওয়া সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَاْسَ بِهٖ حَذَارًا لِّمَابِهٖ بَاْسَ .

(১) আতিয়া আস-সাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা যেসব কাজে গুণাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

(২) عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ يَاعَائِشَةَ اِيَّاكِ

www.icsbook.info

وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -(ابن ماجه)

(২) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, হে আয়েশা। ছোটখাট গুণাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এ জন্যও আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

(٣) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتَبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ، فَاِنَّهٗ لاَيُدْرَكُ مَاعِنْدَهٗ اِلاَّ بِطَاعَتِهٖ -(ابن ماجه)

(৩) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিকপ্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজা)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهٗ وَلاَ يَخْذُلُهٗ وَلاَ يَحْقِرُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرَءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَا لَهٗ عِرْضُهٗ -(مسلم)

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না; তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ ও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কোন লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর উপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)। (মুসলিম)

(٥) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضـ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لاَيُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ -(ترمذى)

www.icsbook.info

(৫) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর জবান মুবারক হতে এই কথা মুখস্থ করে নিয়েছি, যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহের ঊর্ধে তা গ্রহণ কর। কেননা সততাই শান্তির বাহন এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ يُزَيِّنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَّجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌلَّكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنَ لَّكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقُّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ ، قَالَ لَاتَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ لِيَحْجُرُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ-(بيهقى فى شعب الايمان)

(৬) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রসূলে করীমের খেদমতে হাযির হলাম। অতঃপর (হযরত আবূযার, নতুবা তাঁর নিকট হতে হাদীসের শেষের দিকের কোন বর্ণনাকারী) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। (এ হাদীস এখানে বর্ণনা করা হয়নি) এ প্রসঙ্গে হযরত আবুযার বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমাকে নসীহত করুন। নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে নসীহত করছি তুমি আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা ইহা তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে দেবে। আবু যার বলেন আমি আরো নসীহত করতে বললাম। তখন তিনি বললেন, তুমি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করো এবং আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখবে। কেননা এ তেলাওয়াত ও আল্লাহ্র স্মরণের ফলেই আকাশ রাজ্যে তোমাকে স্মরণ করা হবে এবং এ যমীনেও তা তোমার নূর স্বরূপ হবে। আবুযর আবার বললেন হে রাসূল। আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন বেশির ভাগ চুপচাপ থাকা ও যথাসম্ভব কম কথা বলার অভ্যাস কর। কেননা, এ অভ্যাস শয়তান বিতাড়নের কারণ হবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে ইহা তোমার সাহায্যকারী হবে। আবুযার বলেন, আমি বললাম আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন। বললেন বেশি হাসিও না,

www.icsbook.info

কেননা ইহা অন্তরকে হত্যা করে এবং মুখমন্ডলের জ্যোতি ইহার কারণে বিলীন হয়ে যায়। আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দেন। তিনি বললেন, সবসময়ই সত্য কথা ও হক কথা বলবে-লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ ও তিক্ত হোক না কেন। বললাম, আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে আদৌ ভয় করো না। আমি বললাম আমাকে আরো নসীহত করুন। তিনি বললেন তোমার নিজের সম্পর্কে তুমি যা জান, তা যেন তোমাকে অপর লোকদের দোষত্রুটি সন্ধানের কাজ হতে বিরত রাখে। (বায়হাকী শুআবিল ঈমান)

সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

صبر শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেয়া, বিরত রাখা, বেধে রাখা, ধৈর্যসহ্য ও সহিষ্ণুতা, মেজাজের ভারসাম্যতা, আত্মসংযম, অটল অবিচলিত থাকা, অধ্যবসায়। আর পারিভাষিক অর্থে ধৈর্য বা صبر বলতে আমরা বুঝি-যুগের পরিবর্তিত পরিবেশে নিজের মন মেজাজকে পরিবর্তন না করা বরং সর্বাবস্থায়ই এক সুস্থ ও যুক্তিসঙ্গত আচরণ রক্ষা করে চলা। ধৈর্য সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে বলেছেন–

(١) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً *

(১) অতএব (হে মুহাম্মদ) সবর করো, সবরে জামীল। (মায়ারিজ-৫)

(٢) وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ *

(২) তুমি কেবল তাই অনুসরণ করো, যা অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর অবলম্বন করতে থাকো, যতোক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। (ইউনুস-১০৯)

(٣) فَاصْبِرْ - اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ *

(৩) অতএব তুমি সবরের পথ ধরো। শুভ পরিণতি তো মুত্তাকীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। (হুদ-৪৯)

(٤) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ *

(৪) সবর অবলম্বন করো। আল্লাহ মুহসিনদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না। (হুদ-১১৫)

(٥) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِىْ ضَيْقٍ

www.icsbook.info

مِمَّا يَمْكُرُوْنَ *

(৫) হে মুহাম্মদ, সবরের সাথে কাজ করতে থাকো। তোমার এই সবরের তাওফীক তো আল্লাহই দিয়েছেন। ওদের কার্যকলাপে তুমি দুঃখিত চিন্তিত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও কূট কৌশলের দরুণ মন ভারাক্রান্ত করো না। (নাহল-১২৭)

(٦) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ *

(৬) অতএব (হে নবী) সেভাবে সবর অবলম্বন করো, যেভাবে উচ্চ সংকল্প সম্পন্ন রাসূলগণ সবর করেছেন। আর এই লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। (আহকাফ-৩৫)

(٧) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا *

(৭) হে মুহাম্মদ, তোমার পূর্বেও অসংখ্য রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ও যাবতীয় জ্বালাতন নির্যাতনের মোকাবেলায় তারা সবর অবলম্বন করেছেন। অবশেষে তাদের প্রতি আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে (সুতরাং তুমিও সবর অবলম্বন করো)। (আনয়াম-৩৪)

(٨) قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ *

(৮) (ইসমাঈল) বললোঃ আপনাকে যা হুকুম করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে সবর অবলম্বনকারী পাবেন। (সাফফাত-১০২)

(٩) كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ-وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ-

(৯) এমন ঘটনার বহু নযীর রয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে একটি ক্ষুদ্রতম দল একটি বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ সাবিরদের সঙ্গে রয়েছেন। (বাকারা-২৪৯)

(١٠) اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْنَ مِائَتَيْنِ *

(১০) তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন সাবির থাকে তবে দুইশতের উপর জয়ী হবে। (আনফাল-৬৫)

(١١) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ *

(১১) অতএব তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর অবলম্বন করো, এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মতো (অধৈর্য) হয়ো না। (আল-কলম-৪৮)

www.icsbook.info

সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ -(بخارى مسلم) -

(১) আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لَاتَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْئَلُوْا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ (بخارى)-

(২) আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যেদিন গুলোতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুশমনদের মোকাবিলা করছিলেন, তার কোনো একদিন তিনি অপেক্ষা করেন। এমনকি সূর্য মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে ঝুলে পড়লো। তখন তিনি মুসলমানের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। হে লোকেরা! দুশমনের সাথে সাক্ষাতের কামনা করো না। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর যখন দুশমনের সম্মুখীন হয়ে যাও, তখন ধৈর্যের সাথে অটল-অবিচল হয়ে থাকো, জেনে রেখো, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। (বুখারী)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَلَا غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ مِنْ خَطَايَاهُ -(متفق عليه)

(৩) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কোন মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোন শোক বা দুঃখ পেলে অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে সে যদি ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ প্রতিদান তার সকল গুণাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাটাও পায়ে বিধে তাও তার গুণাহ মাফের কারণ হয়ে দাড়ায়। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ

www.icsbook.info

بِالْمُؤْمِنِ وَبِالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَا لِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ -(ترمذى)

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে। কখনো সরাসরি তার উপর বিপদ আসে। কখনো তার সন্তান মারা যায়। আবার কখনো তার ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়। আর সে এসকল মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার ফলে তার কালব পরিষ্কার হতে থাকে এবং পাপ পংকিলতা হতে মুক্ত হতে থাকে। অবশেষে সে নিস্পাপ আমলনামা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। (তিরমিযী)

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى -(احمد)

(৫) ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তাকে তম্মধ্যে গোস্বার সেই ঢোকটি-ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম, যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে। (আহমদ)

(٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ -(بخارى، مسلم)

(৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর সেই ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে সামলাতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض- اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صـ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَتَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لاَتَغْضَبْ -(بخارى)

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর কাছে নিবেদন করল যে, হুযুর! আপনি আমাকে উপদেশ দান করুন। হুযুর (সঃ) বললেন তুমি রাগ করবে না, লোকটি বার বার একই প্রশ্ন করছিল এবং হুযুর (সঃ) বার বার তাকে জওয়াব দিচ্ছিলেন যে তুমি রাগ করবে না। (বুখারী)

(٨) عَنْ صُهَيْبٍ رض- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَجَبًا لاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهٗ كُلَّهٗ لَهٗ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ

www.icsbook.info

فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ -(مسلم)

(৮) সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনের সকল কাজ বিস্ময়কর। আর প্রতিটি কাজই তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে। আর এ সৌভাগ্য মুমিন ছাড়া আর কেউ লাভ করে না। দুঃখ-কষ্ট নিমজ্জিত হলে সে সবর করে, আর এটা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। সুখ শান্তি লাভ করলে সে শোকর আদায় করে। আর এটাও তার জন্যে কল্যাণই বয়ে আনে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সে কেবল কল্যাণই লাভ করে। (মুসলিম)

(٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ -(مشكوة)

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়, কষ্টকর। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস বা আকর্ষণীয়। (মিশকাত)

আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আনুগত্য অর্থ মান্য করা, মেনে চলা, আদেশ ও নিষেধ পালন করা, উপরন্তু কোন কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী কাজ করা। আল-কুরআন এবং রাসূলের হাদীসে এর প্রতি শব্দ হিসেবে আমরা যেটা পাই সেটা হল এতায়াত। যার বিপরীত শব্দ হল মাছিয়াত বা এহইয়ান। মাছিয়াত অর্থ নাফরমানী করা, হুকুম অমান্য করা প্রভৃতি। নেতার আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপর অবশ্য কর্তব্য।

আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ *

(১) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলিল আমর তার আনুগত্য কর। (নিসা-৫৯)

(٢) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ *

(২) যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তারা অনন্তকাল

www.icsbook.info

উহাতে অবস্থান করবে। আর প্রকৃত পক্ষে উহাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। (নিসা-১৩)

(٣) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ *

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে ঐ সব লোকের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহতায়ালা নেয়ামত দান করেছেন। (নিসা-৬৯)

(٤) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ- وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا *

(৪) যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি তাহতে মুখ ফিরাল, তা যা-ই হউক না, আমি তোমাকে উহাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি। (নিসা-৮০)

(٥) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ *

(৫) এবং আল্লাহ ও রসূলের হুকুম মেনে নাও, যাতে দয়া করা যায়। (আলে-ইমরান-১৩২)

(٦) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ *

(৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে এসব লোকই সফলকাম হবে। (নূর-৫২)

(٧) وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا - وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ *

(৭) যদি তোমরা রসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু মাত্র দ্বীনের দাওয়াত সুস্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া। (নূর-৫৪)

(٨) قُلْ لاَّ تُقْسِمُوْا - طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

(৮) হে নবী, বলে দিন কসম খেয়ে আনুগত্য প্রমাণের তো কোন প্রয়োজন নেই। আনুগত্যের ব্যাপারটা তো খুবই পরিচিত ব্যাপার। সন্দেহ নেই আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। (নূর-৫৩)

(٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ *

(৯) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের আনুগত্য কর। তোমাদের আমলসমূহ বরবাদ করো না। (মুহাম্মদ -৩৩)

www.icsbook.info

আনুগত্য সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শাসক যে পর্যন্ত কোন পাপকার্যের আদেশ না করবে, সে পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক আর না-ই হোক। হ্যাঁ সে যদি কোন পাপকার্যের আদেশ করে তাহলে তার কথা শুনা বা তার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَلِىٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَطَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةٍ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِىْ الْمَعْرُوْفِ -(بخارى، مسلم)

(২) হযরত আলী (রাঃ) বলেন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, গোনাহের কাজে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু নেক কাজের ব্যাপারে। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ اَصَانِىْ فَقَدْ عَصَا اللّٰهُ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ عَصَى الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ -(متفق عليه)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে আমার এতায়াত বা আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে আমার হুকুম অমান্য করল সে আল্লাহ্‌র হুকুমই অমান্য করল। যারা আমীরের আনুগত্য করল তারা আমার আনুগত্য করল। আর যারা আমীরের আদেশ অমান্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَكُوْنُ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِىَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ اَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهٖ وَاَنْكَرَهٗ بِقَلْبِهٖ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلاَ نُقَاتِلُوْهُمْ قَالَ لاَمَاصَلُّوْا -(مسلم)

(৪) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এমন এক সময়

www.icsbook.info

আসবে যখন তোমাদের উপর এমন শাসক চাপানো হবে, যারা ভাল কাজ ও করবে মন্দ কাজও করবে। সুতরাং যে তার প্রতিবাদ করবে সে নিষ্কৃতি পাবে। আর যে মনে মনে তাকে খারাপ জানবে এবং অন্তরে তার প্রতিবাদ করবে সেও নিরাপদ হবে। কিন্তু যে উক্ত খারাপ কাজকে পছন্দ করে তার অনুসরণ করবে। সে উক্ত পাপ কার্যের অংশীদার হবে। সাহাবীরা আরয করলেন হে আল্লাহর নবী! আমরা কি সে শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না? হুযুর (সঃ) বললেন, না যখন পর্যন্ত তারা নামায আদায় করতে থাকবে তখন পর্যন্ত তোমরা তা করবে না। (মুসলিম)

(٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -(مسلم)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) রসূলে পাক (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্যের বন্ধন থেকে হাত খুলে নেয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াত ছাড়া মারা যাবে তার মৃত্যু হয়ে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِىْ الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمُنْكَرِهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لاَتُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهٗ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلُ بِالْحَقِّ اِنَّمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ -(متفق عليه)

(৬) হযরত আবু অলিদ ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর জন্য রাসূলের কাছে বায়াত গ্রহণ করেছিলাম (১) নেতার আদেশ মনযোগ দিয়ে শুনতে হবে-তা' দুঃসময়ে হোক আর সুসময়েই হোক। খুশির মুহুর্তে হোক অখুশির মুহূর্তে হোক। (২) নিজের তুলনায় অপরের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। (৩) ছাহেবে আমরের সাথে বিতর্কে জড়াবে না।, তবে হ্যাঁ যদি নেতার আদেশ প্রকাশ্য কুফরীর শামিল হয় এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যথেষ্ট দলিল প্রমাণ থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। (৪) সেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন হক কথা বলতে হবে। আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের ভয় করা চলবে না।

(বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

পরামর্শ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলাম সমাজের লোকদের জন্য নিজেদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পন্ন করণে ও নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে পারস্পরিক পরামর্শ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট লোকদের মত প্রকাশের সুযোগ দান ও উত্তম মতটি গ্রহণের নীতি অনুসরণ জরুরী করে দিয়েছে। জীবন-জীবিকা আহরণ ও উৎপাদন, এবং জীবনধারা গ্রহণেও তাই করা কর্তব্য। পরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ *

(১) এবং হে নবী! আপনি লোকদের (সাহাবীগণের) সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর আপনি যে সংকল্প করবেন, তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেই করে ফেলুন। আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুল কারী লোকদের পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। (আলে-ইমরান-১৫৯)

(٢) وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ *

(২) নিজেদের সামগ্রিক ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। (আশ-শুরা-৩৮)

পরামর্শ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاخَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ (المعجمو الصغير)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, যে এস্তেখারা করলো, সে কোনো কাজে ব্যর্থ হবে না, যে পরামর্শ করলো, সে লজ্জিত হবে না আর যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো, সে দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে না। (আল-মুজামুস সগীর)

(٢) يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَ لَذِىْ بَايَعَهُ -(مسند احمد)

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের পরামর্শ ছাড়াই আমীর হিসেবে

www.icsbook.info

বায়াত নেয় তার বায়াত বৈধ হবে না। আর যারা তার ইমারতের বায়াত গ্রহণ করবে তাদের বায়াত ও বৈধ হবে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٣) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاؤُكُمْ وَاَمْرُكُمْ شُوْرَاى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الاَرْضِ خَيْرٌ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَوُكُمْ شَرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءُكُمْ وَاَمْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا -(ترمذى)

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَاتُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَّسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ -(بخارى)

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাই। আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরূপ মন্দ কিছু দেখিনি। (বুখারী)

এহ্তেছাব বা গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী অপর কর্মীর আয়না স্বরূপ। তাই প্রত্যেক কর্মীকে অপর কর্মীর ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন এবং দুর্বলতা থেকে হেফাজত করার চেষ্টা করতে হবে। একটি আদর্শিক সংগঠনের সাংগঠনিক সুস্থতা, সংশোধন ও গতিশীলতার জন্যে গঠনমূলক সমালোচনার সুযোগ থাকা অপরিহার্য। তাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় এহ্তেছাব। এহ্তেছাব প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে আল্লাহর কাছে যে হিসাব দিতে হবে, তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামী আন্দোলনের এক ভাই অপর ভাইকে, সেই

www.icsbook.info

হিসাবের ব্যাপারে এই দুনিয়ায় থাকতেই সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এহতেছাব সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন—

(١) اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ *

(১) মানুষের হিসাব অতি নিকটে ঘনিয়ে আসছে অথচ তারা গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে রয়েছে। (আম্বিয়া-১)

(٢) وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ *

(২) তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (নাহল-৯৩)

(٣) اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

(৩) নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আলে- ইমরান-১৯৯)

(٤) وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ - وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ *

(৪) অবশ্যই এই কিতাব আপনার জন্যে এবং আপনার জাতির জন্যে অতি বড় মর্যাদার বিষয়। আর শীঘ্র আপনাদেরকে উহার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (যুখরুফ-৪৪)

(٥) اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ - ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ *

(৫) সন্দেহ নেই তাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমারই কাজ। (হাশিয়া ২৫-২৬)

(٦) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ *

(৬) যাদের প্রতি রাসূল পাঠান হয়েছিল আমি তাদের অবশ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এবং অবশ্যই নবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করব। (আরাফ-৬)

এহতেছাব বা গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لَايَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَظْلِمُهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاٰةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ -(ترمذى)

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় ও লাঞ্ছিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলে না এবং তার প্রতি যুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না। তার

www.icsbook.info

কোনো ক্রটি দেখলে সে যেনো তা দূর করে দেয়। (তিরমিযী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صــ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعْيَتِهٖ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَّعْيَتِهٖ -(متفق عليه)

(২) রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। দেশের শাসক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাকে তার দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন পুরুষ তার সংসারের দায়িত্বশীল, এই দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারে সন্তানাদি দেখাশুনার জন্য দায়িত্বশীলা তাকে তার ঐ দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। জেনে রেখো তোমরা সবাই যার যার জায়গায় দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ কুরআনের আয়াত

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সম্পর্ক হচ্ছে একটি আদর্শিক সম্পর্ক। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের একত্বতা এর গোড়া পত্তন করে এবং একই আদর্শের প্রতি ঈমানের ঐক্য এতে রক্ত বিন্যাস করে। আদর্শিক সম্পর্ক হবার কারণে এটা কোনো নিছক সম্পর্ক নয়। বরং এতে গভীরতা ও প্রগাঢ় ভালবাসার সমন্বয় ঘটে, তাকে শুধু দু'ভায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রকাশ করা চলে। এমনি সম্পর্ককেই বলা হয় উখুয়্যাত বা ভ্রাতৃত্ব। পারস্পরিক সম্পর্ক বা ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন–

(١) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ *

(১) মুমিনরা তো পরস্পর ভাই। অতএব তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। (হুজুরাত-১০)

(٢) هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ -وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ *

(২) তিনিই তো নিজের সাহায্যদ্বারা ও মুমিনদের মাধ্যমে তোমার সহায়তা করেছেন। এবং মুমিনদের দিলকে পরস্পর জুড়ে দিয়েছেন। (আনফাল-৬২-৬৩)

(٣) وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

www.icsbook.info

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا *

(৩) আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের উপর রয়েছে, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণীর ফলে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। (আলে-ইমরান-১০৩)

(٤) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ - وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ *

(৪) আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্যে নরমদিল ও সুহৃদয় হয়েছেন। যদি বদমেজাজী ও কঠিন হৃদয় হতেন তবে লোকেরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো। (আলে-ইমরান-১৫৯)

(٥) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ

(৫) মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সংগী-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর রহমশীল। (ফাতাহ-২৯)

(٦) اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ يٰعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ *

(৬) যারা পরস্পর বন্ধু ছিলো, সেদিন (কিয়ামতের দিন) পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকী লোক ছাড়া। হে আমার বান্দাহগণ আজকে তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমরা ভীত সন্ত্রস্তও হবে না। (যুখরুফ-৬৭-৬৮)

(٧) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ *

(৭) আল্লাহতায়ালা আদল ও ইহসানের ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। (নাহল-৯০)

(٨) وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ *

(৮) এবং তারা নিজের ওপর অন্যান্যদের (প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দেয়। যদিও তারা রয়েছে অভাব অনটনের মধ্যে। (হাশর-৯)

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ -(متفق عليه)

www.icsbook.info

(১) আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, একজন মুমিনের সঙ্গে আরেক মুমিনের সম্পর্ক সুদৃঢ় প্রাসাদের মত যার একটি অংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত। একথা বলে উপমা স্বরূপ তিনি তার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাকে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِى الْمُتَجَالِسِيْنِ فِى الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ -(مالك)

(২) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহতায়ালা বলেছেন যারা আমার জন্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার জন্যে একত্রে উপবেশন করে, আমার জন্যে পরস্পর সাক্ষাত করতে যায় এবং আমার জন্যে পরস্পরে অর্থ ব্যয় করে। তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা অনিবার্য। (মুয়াত্তা ইবনে মালেক)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِىَّ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ -(مسلم)

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন, আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে পরস্পরকে ভালবাসেতো, তারা আজ কোথায়। আজকে আমি তাদেরকে নিজের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবো। আজকে আমার ছায়া আর কারো ছায়া নেই। (মুসলিম)

(٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِّنْ نُوْرٍ يَغْبِطُوْهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ -(ترمذى)

(৪) হযরত মুআজ' ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, যারা আমার শ্রেষ্ঠত্বের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের জন্যে আখিরাতে নূরের মিম্বর তৈরী হবে এবং নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। (তিরমিযী)

www.icsbook.info

(٥) عَنْ بَرَاءَ بْنِ عَازِبِ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُصَافِحَانِ اِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا اِنْ يَّتَفَرَّقَا -(احمد، ترمذى)

(৫) হযরত বারাহ ইবনে আজিব (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেন, যখন দু'জন মুসলমান মিলিত হয় এবং পরস্পর মুছাফাহা করে তারা পৃথক হবার পূর্বে তাদের যাবতীয় দোষক্রটি মার্জনা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

গর্ব অহংকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সমস্ত সদ্গুণাবলীর মূলোৎপাটনকারী প্রধান ও সবচেয়ে মারাত্মক অসৎ গুণ হচ্ছে গর্ব অহংকার আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। এটি একটি শয়তানী কাজ. উহা একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। বান্দার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। অহংকারী ব্যক্তি আত্মপূজারী হয়ে থাকে, সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যদেরকে ছোট মনে করে যা সমাজে ফিতনার সৃষ্টি করে। গর্ব অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুলআলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) وَلاَ تَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا-اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ-

(১) আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসেন না। (লোকমান-১৮)

(٢) اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا *

(২) নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক আত্ম-গর্বিত ব্যক্তিকে কখনো পছন্দ করেননি। (নিসা-৩৬)

(٣) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - فَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ - لاَجَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ *

(৩) তোমাদের সত্যিকার উপাস্য হচ্ছে এক আল্লাহ, কিন্তু যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই লোকদের কখনো ভালবাসেন না যারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত। (নাহল-২২-২৩)

(٤) فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ*

(৪) এখন যাও জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদের চিরদিন অবস্থান

www.icsbook.info

করতে হবে, বস্তুতঃ উহা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট বাসস্থান। (নাহল-২৯)

(٥) لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ - وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ *

(৫) যা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় উহাতে যেন তোমরা দুঃখিত না হও, আর যা তোমাদের দান করেছেন উহাতে যেন তোমরা গর্বিত না হও। আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিত লোককে পছন্দ করেন না। (হাদীদ-২৩)

(٦) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ - اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ *

(৬) আমি অপরাধী লোকদের সাথে এরূপই ব্যবহার করে থাকি, তাদেরকে যখন বলা হত আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ত। (সাফফাত-৩৪-৩৫)

(٧) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا - فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَّكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ *

(৭) আমি কত গ্রাম-গঞ্জ ও বস্তিই না ধ্বংস করে দিয়েছি যার অধিবাসীরা স্বীয় জীবিকা ও সহায় নিয়ে গর্ব অহংকার করতো। এগুলোই তাদের ঘর-বাড়ী, তাদের পরে সেখানে কমসংখ্যক লোক বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই চূড়ান্ত মালিক রয়েছি। (কাসাস-৫৮)

((٨) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ *

(৮) সেই সব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে আর, পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (হুমাযা-১)

গর্ব অহংকার সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ ثَوْبَهٗ حَسَنًا وَنَعْلَهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ -(مسلم)

www.icsbook.info

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (সাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল হুযুর কেহ যদি তার লেবাস, পোষাক ও জুতা উত্তম হওয়া পছন্দ করে? (তাহলে সেটাও কি অহংকার) রসূল (সঃ) জওয়াব দিলেন অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃত পক্ষে অহংকার হল আল্লাহর গোলামী হতে বেপরোয়া হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ اِنْ اَخْطَاَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَّمَخِيْلَةٌ -(بخارى)

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা তা পরিধান করো এ শর্তে যে অহংকার ও অপব্যয় করবে না। (বুখারী)

(٣) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِىُّ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত হারেছা ইবনে ওহাব (রা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (আবু দাউদ)

(٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُهُ اِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ اِلٰى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِى النَّارِ قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا -(ابو داؤد)

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি মুমিনের পরিধেয় বস্ত্র পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। যদি তার নীচে এবং গিরার উপরে থাকে তাহলেও কোন দোষ নেই। আর যদি গিরার নীচে চলে যায় তাহলে তা হবে জাহান্নামীর কাজ একথা রাসূল (সঃ) তিনবার বললেন যাতে সকলের নিকট এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন তাকাবেন না যে অহংকার পূর্বক ভূমি স্পর্শকারী পোষাক পরিধান করে। (আবু দাউদ)

(٥) عَنْ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لاَيَنْظُرُ

www.icsbook.info

اللهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِزَارِىْ يَسْتَرْخِىْ اِلاَّ اَنْ اَتَعَا هَدَهٗ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَّفْعَلُهٗ خُيَلاَءَ -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি প্যান্ট বা জামা) মাটির উপর দিয়ে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না (রহমতের দৃষ্টি দেবেন না) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরজ করলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নীচে চলে যায় যদি না আমি তা ভালভাবে বেধে রাখি। এক্ষেত্রেও কি আমি আমার প্রতিপালকের রহমতের দৃষ্টি হতে বঞ্চিত থাকব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন যারা অহংকার বশতঃ এরূপ করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। (বুখারী)

(٦) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَلَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَّهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وَجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلاَءِ يَاجِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ -(ابو داؤد)

(৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন আমার প্রভু আমাকে মেরাজে নিয়েছিলেন তখন আমি এমন এক শ্রেণী লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের নখের মত যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষসমূহ খামচাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিবরীল আমীনকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এরা সেই সব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেতো এবং তাদের ইয্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। (আবু দাউদ)

গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

গীবত আরবী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা রটনা করা, অন্যের দোষ ত্রুটি প্রকাশ করা। আর ইসলামের পরিভাষায় কারো অনুপস্থিতিতে এমন কোন দোষের কথা বলা, যা সে শুনলে মনে কষ্ট ও দুঃখ পাবে। গীবত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন–

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ - وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ *

www.icsbook.info

(১) হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ হতে বিরত থেকো, কেননা কোন কোন ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোজাখুজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ খুব বেশী তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (হুজুরাত-১২)

(২) لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ *

(২) আল্লাহ্ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (নিসা-১৪৮)

গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاالْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ -(مشكوة)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জওয়াব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুযুর (সঃ) বললেন গীবত হল তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযুর (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর নবী! আমি যা কিছু বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রসূল (সঃ) জওয়াব দিলেন তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বোহতান। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لاَيُغْفَرُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ -(بيهقى)

www.icsbook.info

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গীবত হল ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হুযুর (সঃ) বললেন কোন ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবত কারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلَهُ -(بيهقى)

(৩) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন গীবতের কাফফারা হল এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

চোগলখোরী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

চোগলখোরী বলা হয় একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া ফাসাদ লাগিয়ে দেয়া। সমাজের বেশীর ভাগ ঝগড়া-ফাসাদ চোগলখোরীর কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরী তাকে বিস্তৃত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ। কেননা ইসলাম যে ধরনের একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে, সেই সমাজে চোগলখোরের কোন অস্তিত্ব নেই।

চোগলখোরের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কুরআন এবং হাদীসে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন এভাবে–

(١) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ *

(১) যারা লোকদের প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করে এবং চোগলখোরী করে বেড়ায়। (কালাম-১১)

(٢) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ *

(২) নিশ্চিত ধ্বংস ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (হুমাযাহ-১)

www.icsbook.info

চোগলখোরী সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامُ (بخاری-مسلم)-

(১) হযরত হোযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص عَنِ النَّمِيْمَةِ وَنَهى عَنِ الْغِيْبَةِ وَعَنِ الاسْتِمَاعِ الْغِيْبَةِ -(بخاری)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) চোগলখোরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

(٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اَنَّهُ كَبِيْرُ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ لاَيَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ-(بخاری)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সঃ) দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবর দ্বয়ের লোক দুটি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোন কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখোরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

মিথ্যাচার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

كذب অর্থ মিথ্যা, প্রকৃত অবস্থা বা বাস্তবতাকে অস্বীকার করা কিংবা সত্য ঘটনাকে বিকৃত করা যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। এটি মুনাফিকের অন্যতম লক্ষণ। মিথ্যা কেবল ইসলামেই জঘণ্য পাপ নয় বরং পৃথিবীর সকল ধর্ম ও নীতিতেই মিথ্যা ভয়াবহ এবং জঘণ্যতম অপরাধ বলে ঘৃণিত। মিথ্যাচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্তায়ালা বলেন-

www.icsbook.info

(١) لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ *

(১) যে মিথ্যাবাদী তার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। (আলে- ইমরান-৬১)

(٢) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا *

(২) আর যে ব্যক্তি নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর উহার দোষ চাপিয়ে দেয় সে তো নিজের মাথায় বহন করে জঘণ্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ। (নিসা-১১২)

(٣) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ *

(৩) আর সেই ব্যক্তি হতে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে? (ছফ-৭)

মিথ্যাচার সম্পর্কে হাদীস

(١) بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص وَيْلٌ لِمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ -(ترمذى)

(১) বাহয ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধ্বংস ও বিফলতা সে ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস তার জন্যে রয়েছে অমঙ্গল। (তিরমিযী)

(٢) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَلَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ -(ابو داؤد)

(২) হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল হাদরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হল তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে গ্রহণ করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَايَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جَدٍّ وَّلَا هَزْلٍ وَّلَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَايُنْجِزُلَهٗ -(الادب المفرد)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন কৌতুক ছলেও গৌরব প্রদর্শন

www.icsbook.info

কোন অবস্থায়ই মিথ্যা সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোন ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আল আদাবুল মুফরাদ)

(٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رض- قَالَ النَّبِيُّ صـ اَفْرَى الْفِرَىْ اَنْ يُرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا -(بخارى)

(৪) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু'চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখ দেখেনি। (বুখারী)

(٥) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض- قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا . اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْقَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু বাকারাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদা আমরা নবী করীম (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গোনাহের কথা বলে দিব না? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা কথা বলা। হুযুর (সঃ) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলতেছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার নিমিত্ত সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে বলছিলাম, আহ! হুযুর যদি এখন থেমে যেতেন। (বুখারী, মুসলিম)

পর্দা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পর্দা (হিযাব) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবরণ বা অন্তরাল যাকে ইংরেজীতে বলে Curtain অথবা cloak covering the whole body. আর শরীয়তের পরিভাষায়, ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই হিযাব বা পর্দা। নারী পুরুষ প্রত্যেকের জন্যই পর্দা করা ফরজ। পর্দা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ রাব্বুলআলামীন তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের এরশাদ করেছেন-

www.icsbook.info

(١) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ- اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ- وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ - وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ - وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(১) হে নবী! মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে চলে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্যে উত্তম। যা তারা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। আর হে নবী! মুমিন স্ত্রী লোকদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে ও নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায়। কেবল সেই সব স্থান ছাড়া যা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বুকের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না কিন্তু কেবল ওই সব লোকের সামনে তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের ছেলে, স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, বোনদের ছেলে, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেই সব অধিনস্ত যৌন কামনা মুক্ত নিষ্কাম পুরুষ।

আর সেই সব বালক যারা স্ত্রী লোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনো ওয়াকিফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা যমীনের উপর মেরে চলাফেরা করবে না, এইভাবে যে, নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, আশা করা যায় কল্যাণ লাভ করবে। (নূর-৩০-৩১)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا

www.icsbook.info

وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا- ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ *

(২) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের গৃহ ব্যতীত অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে প্রবেশ করোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট থেকে অনুমতি না পাবে এবং যখন ঢুকবে তখন ঘরের অধিবাসীদেরকে সালাম বলবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে। (নূর-২৭)

(٣) وَاِذَا بَلَغَ الاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ- وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ *

(৩) তোমাদের ছেলেরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতা পর্যন্ত পৌঁছাবে, তখন তারা যেন অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢোকে। এইভাবেই আল্লাহ্ তাঁর আয়াত সমূহ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (নূর-৫৯)

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ *

(৪) যারা ইচ্ছা করে যে, মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতার প্রচার হোক, তাদের জন্যে পৃথিবীতে ও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি এবং আখেরাতেও, আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। (নূর-১৯)

(٥) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِىْ لاَيَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ *

(৫) যে সকল অতি বৃদ্ধা স্ত্রী লোক পুনারায় কোন বিবাহের আশা পোষণ করে না, তারা যদি দোপাট্টা খুলে রাখে তা হলে তাতে কোন দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, বেশভূষা প্রদর্শন করা যেন তাদের উদ্দেশ্য না হয়। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা তাদের জন্যে মঙ্গলময়। আর আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন ও শুনেন। (নূর-৬০)

(٦) يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ - ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ - وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا *

www.icsbook.info

(৬) হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে চিনতে পারা যায় ও ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আহযাব-৫৯)

(٧) يٰنِسَاۤءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ - اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا *

(৭) হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলো না। যাতে দুষ্ট মনের কোন ব্যক্তি খারাপ আশা পোষণ করতে পারে বরং সোজা সোজা স্পষ্ট কথা বল। নিজেদের ঘরে থাক এবং আগের জাহেলী যুগের নারীদের মত সাজগোজ করে বেড়িও না। নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ উহাই চান যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র রাখতে। (আহযাব-৩২-৩৩)

(٨) وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ - ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ *

(৮) তোমরা তাঁর পত্নীদের কাছ থেকে যখন কিছু চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের জন্যে অধিকতর পবিত্র উপায়। (আহযাব-৫৩)

(٩) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ - ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُوْنَ *

(৯) হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোষাক নাজিল করেছি যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়, সর্বোত্তম পোষাক হলো তাকওয়ার পোষাক। উহা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবতঃ লোকেরা উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (আরাফ-২৬)

www.icsbook.info

পর্দা সম্পর্কে হাদীস

(١) وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص عَنْ نَظْرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِيْ اَنْ اَصْرِفْ بَصَرَكَ -(مسلم)

(১) হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলাম যে, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়, তাহলে কি করতে হবে? হুযুর (সঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি তোমার দৃষ্টিকে কালবিলম্ব না করে ফিরিয়ে নিবে।' (মুসলিম)

(٢) عَنْ بُرَيْدَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَاتَتَّبِعُ النَّظْرَ فَاِنَّكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ -(احمد ترمذى)

(২) বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেন- 'হে আলী! কোন অপরিচিতা মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (বরং তা শয়তানের)। (আবু দাউদ)

(٣) عَنِ النَّبِيِّ ص اَنَّهُ قَالَ مَنْ نَظَرَ اِلٰى مُحَاسِنِ امْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صَبَّ فِيْ عَيْنَيْهِ لِاَنَّكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

(৩) নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে।

(ফাতহুল কাদীর)

(٤) وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -(ترمذى)

(৪) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু। সুতরাং তারা যখন (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের চোখে) সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী)

(٥) وَعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رض اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص وَمَيْمُوْنَةَ اِذَا اَقْبَلَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ص اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَايُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.icsbook.info

صـ افعميا وان انتما الستما تبصرانه -(احمد، ترمذى، ابو داؤد)

(৫) উম্মুল-মুমেনীন হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি এবং হযরত মায়মুনা (রাঃ) রসূল (সঃ)-এর নিকট বসাছিলেন। হঠাৎ সেখানে ইবনে উম্মে মাকতুম এসে প্রবেশ করলেন। হুযুর (সঃ) হযরত উম্মে সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) কে বললেন, তোমরা (আগন্তুক) লোকটি থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! লোকটিতো অন্ধ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। তখন রসূল (সঃ) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ঃ

(٦) انَّ النَّظْرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَمِ ابْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ ايْمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ .

(৬) দৃষ্টি তো ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে এ দৃষ্টি ত্যাগ করবে, তার বিনিময়ে আমি তাকে এমন ঈমান দেব, যার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করতে পারবে। (তিরমিযী)

(٧) مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ الَى مَحَاسِنِ امْرَاةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ الاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَ وَتَهَا .

(৭) কোন মুসলমানের দৃষ্টি পড়বে কোন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের উপর, অতঃপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে, আল্লাহ্‌ তার ইবাদতে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেবেন। (মুসনাদে আহমদ)

(৮) নবী করীম (সঃ) এর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) একবার মিহি কাপড় পড়ে তার সামনে আসলেন। কাপড়ের ভিতর দিয়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নবী করীম (সঃ) বললেন, 'হে আসমা। সাবালিকা হওয়ার পর ইহা এবং ইহাছাড়া শরীরের দেখান কোন অংশ স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েজ নেই।' এই বলে নবী (সঃ) তার মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জির দিকে ইঙ্গিত করলেন। (ফাতহুল কাদীর)

(৯) হাফসা বিন্‌তে আবদুর রহমান একদা সূক্ষ্ম দোপাট্টা পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ঘরে হাজির হলেন, তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলে একটা মোটা চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

(১০) নবী করীম (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর যারা

www.icsbook.info

কাপড় পড়ে ও উলঙ্গ থাকে।

(১১) হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'নারীদের এমন আঠসাঠ কাপড় পড়তে দিওনা যাতে শরীরের গঠন পরিস্ফুটিত হয়ে পড়ে।'

(১২) উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, 'সাবধান! নিভৃত নারীদের নিকটে যেওনা, 'জনৈক আনসার বললেন 'হে আল্লাহ্‌র রসুল! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?' নবী করীম (সঃ) বললেন 'সেতো মৃত্যুর সমান'। (বুখারী, মুসলীম, তিরমিযী)

(১৩) 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে যেওনা, কারণ শয়তান তোমাদের যে কোন একজনের মধ্যে রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হবে।' (তিরমিযী)

আমর বিন আস বলেন, 'স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকটে যেতে নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' (তিরমিযী)

(১৪) আজ থেকে যেন কেউ স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর নিকট না যায় যতক্ষণ তার কাছে একজন অথবা দুইজন লোক না থাকে। (মুসলিম)

শিরক সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শির্‌ক। শিরক হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার মানা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণরাজিকে কাউকে শরীক করে নেয়া। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্নভাবে খোদার খোদায়ীত্বে শরীক বানিয়েছে। মানুষ কখনো একাধিক খোদা বানিয়েছে। কখনো খোদার স্ত্রী, কন্যা, পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন বানিয়েছে। এখনো খোদাকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করছে। আবার কখনো বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুকে খোদা বানিয়েছে। কখনো নিজেরাই মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করেছে। আবার কখনো কখনো শক্তিশালী মানুষকে খোদার মর্যাদা দিয়েছে। শিরক সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

(١) لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ *

(১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চিত জেনে রেখো শিরক হচ্ছে অতিবড় যুলুম। (লুকমান-১৩)

(٢) اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ –
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا *

www.icsbook.info

(২) নিশ্চয় জেনো, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানানোর যে পাপ তা তিনি ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যে কোনো পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে তো উদ্ভাবন করে নিয়েছে এক গুরুতর মিথ্যা। (নিসা-৪৮)

(٣) مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ - سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ *

(৩) আল্লাহ্‌ কাউকে নিজের সন্তান বানাননি। আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য তাঁর সংগে শরীকও নেই। যদি তাই হতো তবে প্রত্যেক মা'বুদ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো। অতঃপর একজন অপরজনের উপর চড়াও হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র সেইসব কথা হতে, যা এই লোকেরা মনগড়াভাবে বলে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনি জানেন। তিনি এদের কৃত সমস্ত শিরকের উর্ধে অতিশয় মহান। (মুমিনুন-৯১-৯২)

(٤) اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - سُبْحَانَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ - لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ *

(৪) আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। সন্তানাদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর। (নিসা-১৭১)

(٥) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ - فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ *

(৫) যে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকেও ডাকে। তার সমর্থনে তার হাতে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। তার হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহ্‌র নিকট। এ ধরনের কাফেররা কিছুতেই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে না। (মুমিনুন-১১৭)

(٦) وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ *

(৬) লোকেরা তাঁর কতিপয় বান্দাহকে তাঁর অংশ মনে করে নিয়েছে। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্টরূপে অকৃতজ্ঞ। (যুখরুফ-১৫)

(٧) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ - وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ *

(৭) তিনি তো আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক। কি করে তাঁর সন্তান হতে পারে অথচ তার তো জীবন সংগিনীই কেউ নেই? তিনি সকল জিনিষ সৃষ্টি করেছেন। (আনআম-১০১)

www.icsbook.info

(٨) فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا *

(৮) অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত লাভের আকাঙ্খা পোষণ করে সে যেন নিষ্ঠার সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করতে থাকে আর তার রবের দাসত্ব, ইবাদত-বন্দেগীতে যেন অপর কাউকেও শরীক না করে। (কাহাফ-১১০)

(٩) وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا *

(৯) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই দাসত্ব ও ইবাদাত করো। আর অন্য কোনো কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। (নিসা-৩৬)

(١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا *

(১০) হে নবী! ঘোষণা করে দিন, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহ্‌র যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না তাঁর শাসন ও সম্রাজ্যে কেউ শরীক আছে, আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হতে হবে। (বনী ইসরাঈল-১১১)

(١١) قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلاَ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا *

(১১) তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করি না। (জ্বিন-২০)

(١٢) قُلْ اَفَرَئَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ اَوْاَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ *

(১২) বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ যদি আমাকে বিপদে ফেলেন তাহলে তোমাদের ইলাহ্‌রা কি আমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্ যদি আমাকে অনুগৃহীত করেন তাহলে কি তোমাদের ইলাহরা তাকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে? বলো, আল্লাহ্‌ই আমার জন্যে যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (যুমার-৩৮)

শিরক সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ

www.icsbook.info

مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لاَيُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهٗ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ -(مسلم)

(১) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে শিরক করে না, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যে তাঁর সাথে শিরক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ -(بخارى)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হল, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী-মুসলিম)

(٤) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ يَامُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا

www.icsbook.info

بِهٖ شَيْئًا اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ -(بخارى)

(৪) হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, হে মুআয তুমি কি জানো বান্দার কাছে আল্লাহর কি হক আছে? মুআয বললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন নবী করীম (সঃ) বললেন (বান্দার কাছে আল্লাহর হক হলো) সে তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি (নবী সঃ) আবার বললেন, তুমি কি জানো আল্লাহর কাছে বান্দার হক কি? মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বললেন, বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী (সঃ) বললেন, আল্লাহর কাছে বান্দার হক হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে আযাব না দেয়া। (বুখারী)

(٥) عَنْ مُعَاذٍ رضـ اَوْصَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَّكْتُوْبَةً مُّتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهُ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ .

(৫) হযরত মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সঃ) আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন হে মুয়ায (১) যদি তোমাকে হত্যা করা কিংবা পুড়িয়ে ফেলাও হয় তবু তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) আর তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ হতে তাড়িয়েও দেয় তবু তাদের অবাধ্য হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুতেই তুমি ফরজ নামায ত্যাগ করবে না, কেননা স্বেচ্ছায় যে ফরজ নামায ত্যাগ করে তার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোন দায়িত্ব থাকে না। (৪) কিছুতেই তুমি শরাব পান করবে না; কেননা শরাব হল সমস্ত অশ্লীল কাজের মূল। (৫) আর তুমি সব রকমের পাপকার্য হতে নিজকে দূরে

www.icsbook.info

রাখবে, কেননা পাপ কার্যের কারণে আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়। (৬) চরম কাটাকাটির মুহূর্তেও তুমি জিহাদের ময়দান পরিত্যাগ করবে না। (৭) আর তুমি যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি মহামারী দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (৮) তুমি তোমার সাধ্যমত পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে খরচ করবে। (৯) সন্তান-সন্ততিকে আদব-শিখাতে তাদের উপর লাঠি সরাবে না (১০) পরিবারের লোকজনকে সর্বদা আল্লাহর ব্যাপারে ভয়ভীতি প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমদ)

তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

তওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ করা প্রভৃতি। আর পরিভাষায় কোন অন্যায় কাজ হয়ে যাবার পর অনুতাপ অনুশোচনা করে সেই কাজের জন্যে ক্ষমা চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভাল কাজে ফিরে আসাকেই তওবা বলা হয়। তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ- وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ٭

(১) কিন্তু যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে আল্লাহ্ তাদের খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আর যারা তওবা করে এবং নেককাজ করে আল্লাহ্র প্রতি তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা। (ফুরকান-৭০-৭১)

(٢) وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٭

(২) হে ইমানদারগণ, তোমরা সবাই তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আস, যাতে করে তোমরা সফল হতে পার। (নূর-৩১)

(٣) اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٭

(৩) অতঃপর তারা কি আল্লাহ্র দিকে তওবা করে কি ফিরে আসবে না এবং তাদের গোনাহ সমূহের জন্যে ক্ষমা চাইবে না? অথচ আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। (মায়েদা-৭৪)

www.icsbook.info

(٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا - عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ *

(৪) হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা খালেস দিলে তওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আস, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তোমাদের ছোট খাট ক্রটি বিচ্যুতি মার্জনা করে দেবেন এবং সেই জান্নাতে স্থান দেবেন। যার পাদদেশে দিয়ে ঝরণা ধারা প্রবাহিত। (তাহরীম-৮)

(٥) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا *

(৫) আল্লাহ্‌র কাছে তাদের তওবাই সত্যিকারের তওবা যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করার সাথে সাথেই তওবা করে। আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করেন। আল্লাহ্‌তো মহাজ্ঞানী ও হেকমতওয়ালা। (নিসা-১৭)

(٦) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *

(৬) কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে এবং যা গোপন করছিল তা প্রকাশ করে তাদেরকে আমি মাফ করে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু। (বাকারা-১৬০)

(٧) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ *

(৭) (তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য) আল্লাহ্ দিকে বার বার প্রত্যাবর্তনকারী তাঁর বন্দেগী পালনকারী, তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণকারী, তাঁর জন্য জমীনে পরিভ্রমণ- কারী, তাঁর সম্মুখে রুকু ও সিজদায় বিনীত, ভাল কাজের আদেশদানকারী, খারাপ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী, এবং হে নবী এই মুমিন লোকদের সুসংবাদ জানিয়ে দিন। (তওবা-১১২)

www.icsbook.info

তওবা ও তওবাকারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهٗ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ (بخارى-مسلم)-

(১) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, বান্দা গুণাহ করার পর ক্ষমা ভিক্ষার জন্যে যখন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায় তখন আল্লাহ্ সে ব্যক্তির তাওবার দরুন ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উট কোন ময়দানে হারিয়ে যাবার পর হঠাৎ তা পেয়ে যায় (এ ব্যক্তি উট প্রাপ্তির পর কত যে খুশী হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে বান্দা তওবা করলে আল্লাহ্ খুশী হবে। বরং আল্লাহ্‌র খুশী বান্দার খুশির মোকাবিলার আরো অধিক হয়ে থাকে। কেননা তিনি হলেন দয়া ও করুণার মূল উৎস)। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَسْرَارِ بْنِ يَسَارِ اَلْعَمَذَنِىِّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ الْيَوْمَ مِائَةَ مَرَّةٍ (مسلم)-

(২) হযরত আসরার ইবনে ইয়াসার আলমাজানী (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশত বার তওবা করে থাকি। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدَ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (ترمذى)-

(৩) হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করেন। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ الاَشْعَرِىْ رض عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلَعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مسلم)-

www.icsbook.info

(৪) হযরত আবু মুসা আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়েস আল আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্তায়ালা দিনের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য রাতে এবং রাতের অপরাধীদের ক্ষমা করার জন্য দিনে ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রাখেন। (মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رضـ عَنِ النَّبِىِّ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهٗ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَلٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهٗ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهٗ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهٗ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ -(مسلم)

(৫) আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের লক্ষ্য করে বলেন, আমি জুলুমকে আমার উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মাঝেও জুলুম করাকে হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের যাকে আমি হেদায়াত প্রদান করেছি সে ছাড়া তোমাদের সকলেই পথভ্রষ্ট। অতএব, তোমরা আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে দোয়া করো। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান করবো। হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করেছি, সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করো আমি তোমাদের খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের মধ্য হতে যাকে আমি বস্ত্র পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া আর সকলেই উলঙ্গ। অতএব তোমরা আমার নিকট বস্ত্র পরিধানের জন্য দোয়া করো, আমি তোমাদেরকে পরিধান করাবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতে ও দিনে গুণাহ করে থাকো এবং আমি সকল গুণাহ ক্ষমা করতে পারি। অতএব তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। (মুসলিম)

www.icsbook.info

খিলাফত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

খিলাফতে আল্লাহ-ই হচ্ছেন সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী, মানুষের নিকট যে কর্তৃত্বটুকু আছে আল্লাহ-ই হচ্ছেন তার একমাত্র উৎস। আর আল্লাহর বিধান শরীয়ত-ই তথায় একমাত্র শাসন ব্যবস্থা। শরীয়ত মানুষকে যতটা সীমাবদ্ধতা দেয়, মানুষকে তথায় ততটা সীমার মধ্যে থেকেই শাসনকার্য পরিচালনা ও নেতৃত্বদান করতে হবে। সে শরীয়তকে ইচ্ছামত পরিবর্তন বা ব্যাখ্যা দানের কোন অধিকারই মানুষের নেই। এই কারণে খিলাফতের শাসন ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে আল্লাহর নিকট অক্ষরে অক্ষরে জওয়াবদিহি করার তীব্র অনুভূতি সহকারে। কেননা এখানে কোন মানুষই নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। গোটা সমাজ সমষ্টিও নয়। আল্লাহর অর্পিত আমানত রক্ষা এবং সেজন্য তাঁরই নিকট জওয়াবদিহি করার তীব্র অনুভূতিতে প্রতি মুহূর্তই কম্পমান হয়ে থাকা একান্তই অপরিহার্য। খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন-

(١) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً *

(১) এবং স্মরণ কর, তোমার রব যখন ফিরিশতাদের বলেছিলেন, আমি যমীনে একজন খলীফা বানানো। (বাকারা-৩০)

(٢) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ *

(২) সেই মহান আল্লাহই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। (আনয়াম-১৬৫)

(٣) وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ *

(৩) (মানব মন্ডলী) আমি তোমাদেরকে যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্যে তার অভ্যন্তরে জীবিকার উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছি। (আরাফ-১০)

(٤) ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ *

(৪) অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করেছি, তোমরা কেমন কাজ কর, তা দেখার জন্যে। (ইউনুস-১৪)

(٥) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ *

(৫) (হে আদ জাতি)! যমীনে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে নূহের কওমের পরে খলীফা করেছিলেন, তখনকার কথা স্মরণ করো। (আরাফ-৬৯)

www.icsbook.info

(٦) عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ *

(৬) (হে বনী ইসরাঈল)! সে সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদের রব তোমাদের শত্রু ফেরাউনকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন। এবং তিনি দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর। (আরাফ-১২৯)

(٧) وَاذْكُرُوْا اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ *

(৭) (হে সামুদ জাতি)! স্মরণ কর তখনকার কথা, যখন তিনি আদ কওমের পরে তোমাদেরকে খলীফা করেছিলেন। (আরাফ-৭৪)

(٨) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ *

(৮) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কর্ম করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যমীনে খলীফা করবেন, যেমন তিনি খলীফা করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। (নূর-৫৫)

(٩) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِى الاَرْضِ *

(৯) তোমরা কি দেখতে পাও না যে যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন? (হজ্জ-৫৫)

(١٠) اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ *

(১০) হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও। (ছোয়াদ-২৬)

খিলাফত সম্পর্কে হাদীস

খিলাফতের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ظَنَنْتُمْ اَنِّى اَخَذْتُ خِلاَفَتَكُمْ رَغْبَةً فِيْهَا اَوْ اِرَادَةً اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ مَا اَخَذْتُهَا رَغْبَةً فِيْهَا وَلاَ اِسْتِئْثَارًا عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلٰى اَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ حَرَصْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا وَّلاَ لَيْلَةً قَطُّ وَلاَ سَاَلْتُ اللّٰهَ سِرًّا وَّلاَ عَلاَنِيَةً

www.icsbook.info

وَلَقَدْ تَقَلَّدْتُ اَمْرًا عَظِيْمًا لاَطَاقَةَ لِىْ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يُّعِيْنَ اللّٰهُ وَلَوَدِدْتُ اَنَّهَا اِلٰى اَىِّ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ عَلٰى اَنْ يَّعْدِلَ فِيْهَا فَهِىَ اِلَيْكُمْ رَدٌّ وَلاَ بَيْعَةَ لَكُمْ عِنْدِىْ فَادْفَعُوْا لِمَنْ تُحِبُّوْنَهُ فَاِنَّمَا اَنَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ .

(১) হে জনগণ! তোমরা যদি ধারণা করে থাক যে, আমি নিজ আগ্রহের ভিত্তিতে তোমাদের এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা ইচ্ছা করে নিজেকে তোমাদের ও অন্যান্য সব মুসলমানদের উপর প্রাধান্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাহলে মনে রাখবে, এই কথা কিছুমাত্র সত্য নয়। যাঁর হাতে আমার প্রাণ-জীবন, সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তা নিজ হতে আগ্রহ করে গ্রহণ করিনি, নিজেকে তোমাদের বা কোন একজন মুসলমানের তুলনায় বড় মনে করে-বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে তা গ্রহণ করিনি। আমি কখনোই তা পাওয়ার লোভ করিনি না কোন দিনে না রাতে। এজন্য আল্লাহর নিকট কখনও প্রার্থনা করিনি, না গোপনে না প্রকাশ্যে। আসলে একটা অনেক বড় বোঝা বহনের জন্য আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে। যা বহন করার কোনসাধ্যই আমার নেই। তবে একমাত্র ভরসা আল্লাহ যদি সাহায্য করেন। আমি বরং মনে মনে কামনা করছি, এ দায়িত্ব রাসূলে করীম (সঃ) এর অপর কোন সাহাবীর উপর অর্পিত হোক, তিনি এ কাজে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করবেন। তাহলে এই খিলাফত তোমাদের নিকটই ফেরত যাবে। তখন আমার হাতে করা এই বায়'আত তোমাদের উপর বাধ্যতাপূর্ণ থাকবে না। তোমরা তা তখন তোমাদের পছন্দ করা কোন লোকের উপর অর্পণ করবে। আর আমি তোমাদের মধ্যেরই একজন সাধারণ মানুষ হয়েই থাকব।

রাসূল করীম (সঃ) বলেন ঃ

(٤) مَنْ اَتَاكُمْ اَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَّاحِدٍ يُّرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ .

(২) তোমরা যখন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ, তখন যদি কেউ তোমাদের নিকট সেই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে আসে এবং সে তোমাদের শক্তিকে প্রতিহত করতে চায় ও তোমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ

(٣) اِنْ اَحْسَنْتُ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ اَسَاْتُ فَقَوِّمُوْنِىْ اَطِيْعُوْنِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِذَا عَصَيْتُ فَلاَ طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ -(بخارى)

www.icsbook.info

(৩) আমি ভালো করলে তোমরা আমার সাহায্য করবে। আর মন্দ করলে তোমরা আমাকে ঠিক করে দেবে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ আমি নিজে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকব। আর আমি-ই যদি নাফরমানী করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করতে বাধ্য নও। (বুখারী)

খিলাফত সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ

(٤) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَمْرَكُمْ هٰذَا لَيْسَ لِاَحَدٍ فِيْهِ حَقٌّ اِلاَّ مَنْ اَمَرْتُمْ وَاِنَّهُ لَيْسَ لِىْ دُوْنَكُمْ اِلاَّ مَفَاتِيْحُ مَالِكُمْ مَعِىْ .

(৪) হে জনগণ! তোমাদের এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু করার অধিকার কেবল তারই হতে পারে যাকে তোমরা নিযুক্ত করবে। আর খলীফা হিসেবে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আছে শুধু এই যে, তোমাদের যে মাল সম্পদ আমার নিকট রয়েছে, তার চাবিগুলো আমার নিকট রক্ষিত।

ইসলামে রাজনীতি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামে রাজনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, দ্বিতীয় হচ্ছে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর হাদীস। ইসলাম শুধু নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ তাহলীল, দান সদকাহ জাতীয় কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সমন্বয়ে গঠিত কোন গতানুগতিক ধর্মের নাম নয়; বরং তা পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধানের নাম। ইসলামে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের আলোচনা করতে হবে সার্বভৌম প্রভূত্ব Sovereignty কার? অর্থাৎ কাকে প্রভূশক্তি Sovereign Power বলে স্বীকার করব? ইসলামী রাজনীতিতে এই সার্বভৌম প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহতায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর উচ্চতর প্রভূত্ব একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা-এই উভয় দিক দিয়েই অখন্ড অবিভাজ্য এবং অংশীহীন।

وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *

বিশ্ব-নিখিলের প্রতিটি বস্তুই শুধু আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভূত্বের অধীন ও উহার অনুগত হয়ে আছে। (আলে-ইমরান-৩৮)

لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ *

www.icsbook.info

আল্লাহর এই রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই এই ব্যাপারে কেহই তাঁর শরীক নয়- বিশ্বনবীর প্রতি কুরআন শরীফ এ জন্যই নাযিল হয়েছে যে, তদানুযায়ী মানুষের বিচার ইনসাফ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা হবে। আল্লাহ পাক বলেন-

(١) اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ - وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا *

(১) নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পূর্ণ কুরআন শরীফ পরম সত্যতার সাথে এজন্যেই নাযিল করেছি যে, তুমি সে অনুযায়ী মানুষের উপর আল্লাহর-প্রদর্শিত পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বিচার ফায়সালা করবে। (কুরআনকে যারা এ কাজে ব্যবহার করতে চায়নি তারা এ মহান আমানতের খিয়ানত করে) তুমি এ খিয়ানতকারীদের সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনকারী হয়ো না। (নিসা-১০৫)

(٢) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ *

(২) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর, তাদের মনের খেয়ালখুশী ও ধারণা-বাসনা অনুসরণ করো না। (মায়েদা-৪৯)

(٣) اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ *

(৩) সাবধান! সৃষ্টি তারই, এর উপর প্রভূত্ব চালাবার-একে শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই। (আরাফ-৫৪)

(٤) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ *

(৪) তোমাদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতভেদ হোকনা কেন তার চূড়ান্ত মিমাংসা আল্লাহরই উপর ন্যস্ত (আশশুরা-১০)

(٥) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ - وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ *

(৫) তারা কি জাহিলিয়াতের ফায়সালা চায়? অথচ বিশ্বাসীদের জন্যে আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে? (মায়েদা-৫০)

(٦) اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ *

(৬) তিনি রাজ্যাধিপতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শান্তি ও নিরাপত্তা

www.icsbook.info

প্রদানকারী, প্রতাপশালী, শক্তি বলে নির্দেশ জারী করেন। বিপুল মহিমার অধিকারী ও মহত্ত্বের মালিক। (হাশর-২৩)

(৭) يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الاَمْرِ مِنْ شَئٍ - قُلْ اِنَّ الاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰه *

(৭) তারা বলে (শাসনতন্ত্রে) আমাদের এখতিয়ার কিছু আছে কি? বল এখতিয়ার সবটুকু-ই আল্লাহর। (আলে-ইমরান-১৫৪)

(৮) اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ-وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ-ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ*

(৮) তিনিই প্রথম বার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই পুনর্বার জীবিত করবেন, তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, তিনি রাজ্য-সিংহাসনের একচ্ছত্রাধিপতি। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন। (বুরুজ-১৩-১৬)

(৯) وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ *

(৯) আল্লাহ ফয়সালা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত রদ করার বা পূনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। (রাদ-৪১)

(১০) لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الاُمُوْرُ *

(১০) আসমান ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই, সকল ব্যাপার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। (হাদীদ-৫)

(১১) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ *

(১১) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? (বাকারা-১০৭)

(১২) يُدَبِّرُ الاَمْرَ مِنَ االسَّمَاءِ اِلَى الاَرْضِ *

(১২) আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা-পরিচালনা একমাত্র তিনিই করেন। (সিজদাহ-৫)

(১৩) تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ *

(১৩) সকল বরকত মহিমা সেই মহান সত্ত্বার। রাজত্ব যাঁর হাতের মুঠোয়, তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (মুলক-১)

(١٤) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ *

(১৪) বান্দাহদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার একমাত্র তাঁরই, তিনি কর্তৃত্বের মালিক মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ। (আনয়াম-১৮)

(১৫) ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ *

www.icsbook.info

(১৫) ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম সত্তা স্বীকার করা ভাল, না মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহকে সকল প্রকার সার্বভৌমত্বের মালিক স্বীকার করা উত্তম? (ইউসুফ-৩৯)

(١٦) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا *

(১৬) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী সৎ কাজ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করবেন, যে ভাবে তোমাদের পূর্বেকার লোকদেরকে তিনি দান করেছিলেন। আর যে দ্বীনকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, তার শিকড়কে গভীর তলদেশে বদ্ধমূল করে দেবেন এবং তাদের ভয়ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা বদলে দিবেন। (নূর-৫৫)

(١٧) اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ *

(১৭) হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে পরম সত্যতা সহকারে হুকুম চালাও। (ছোয়াদ-২৬)

ইসলামে রাজনীতি সম্পর্কে হাদীস

ইসলামে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত রসূলে করীম (সঃ) সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বলেন- এমন একটি সময় আসবে যখন অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ফিতনা ফাসাদ সমগ্র দুনিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল সেই বিপদ হতে বাচার উপায় কি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ

(١) كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ نَبَاءُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَخَيْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ بَيْنِكُمْ وَهُوَ فَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ -(ترمذى)

(১) আল্লাহর কুরআন-আল্লাহর দেয়া বিধানই বাঁচবার একমাত্র উপায়। তাতে অতীতের জাতিগুলোর ইতিহাস আছে, ভবিষ্যতের মানব বংশের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী রয়েছে এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কীয় রাষ্ট্রীয় আইন কানুনও তাতে রয়েছে। বস্তুতঃ উহা এক চূড়ান্ত বিধান, উহা কোন বাজে জিনিস নহে। (তিরমিযী)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ

www.icsbook.info

عَصَمَ بِهٖ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(২) রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে ব্যক্তি এই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করবে, সে উহার প্রতিফল লাভ করবে। যে উহার অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তার শাসন সুবিচার পূর্ণ হবে এবং যে উহাকে দৃঢ়রূপে আকড়িয়ে ধরবে সে সঠিক এবং সত্যিকার কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে পারবে।

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ خُذُوْا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً فَاِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَاْخُذُوْهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ يَمْنَعُكُمُ الْفَقْرُ وَالْحَاجَةُ اَلَا اِنَّ رِحَا الاِسْلَامِ دَائِرَةٌ فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ اَلَا اِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ فَلَاتُفَارِقُوْا الْكِتَابَ اَلَا اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقْضُوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسٰى نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ –

(৩) মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দান উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারো, যতোক্ষণ পর্যন্ত তা দান উপঢৌকন থাকে। কিন্তু তা যদি দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষের পর্যায়ে পড়ে, তবে তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবে না। সম্ভবত তোমরা তা পরিত্যাগ করতে পারবে না। দারিদ্র্য ও অনশন তা গ্রহণ করতে তোমাদের বাধ্য করবে। তবে জেনে রেখো। ইসলামের চাকা প্রতিনিয়ত ঘুরেই চলবে। সাবধান! তোমরা কুরআনের সঙ্গে থাকবে। সাবধান! কুরআন ও শাসন ক্ষমতা অচিরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তোমরা কিন্তু আল্লাহর কিতাবের সঙ্গ ত্যাগ করবে না। সাবধান! অচিরেই এমনসব লোক তোমাদের শাসক হয়ে বসবে, যারা তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করবে। তখন তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদের গোমরাহ করে ছাড়বে। আর যদি তাদের অমান্য করো, তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। হাদীস বর্ণনাকারী একথা শুনে রসূলে খোদা (সঃ) কে প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রসূল। তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন তোমরা তখন তা-ই করবে, যা করেছিলো ঈসার (আঃ) সঙ্গী সাথীরা। তাদেরকে করাত দিয়ে চিড়ে ফেলা হয়েছিলো এবং শুলীবিদ্ধ করা হয়েছিলো। খোদার নাফরমানী করে বেঁচে থাকার চাইতে খোদার অনুগত থেকে জীবন দান করা উত্তম। (আল মুজামুস-সগীর)

www.icsbook.info

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতির (Foreign Policy) মূলকথা মানবিক ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও সন্ধি। সব মানুষই আদম সন্তান, অতএব সবদেশের মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ পাবার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। কখনো কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে কোনরূপ বিবাদ হলে তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়া এবং সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তি করা অবশ্যই কাম্য। তাই কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করলে তা যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে ইহাই ঈমানের দাবি। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ - اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً *

(১) তোমরা পারস্পরিক ওয়াদাসমূহ পূর্ণ কর। কেননা এই ওয়াদা সম্পর্কে কিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বনী ইসরাঈল-৩৪)

(٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ *

(২) এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হচ্ছে সেই সব মুমিন লোক, যার তাদের আমানতসমূহ এবং তাদের ওয়াদা সতর্কতার সাথে রক্ষা করে। (মুমিনুন-৮)

(٣) اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ *

(৩) কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে। তারা তো সেই লোক, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি কখনো ভঙ্গ করে না। (রাদ ১৯-২০)

(٤) فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ *

(৪) দ্বিতীয় পক্ষের লোক যতক্ষণ তোমাদের সাথে অঙ্গিকারে অটল থাকে তোমরাও অটল থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকী, পরহেজগারদের পছন্দ করেন। (তাওবা-৭)

(٥) اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ *

(৫) তোমরা যে মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছে, পরে তারা যদি সেই চুক্তির কিছুই ভঙ্গ না করে থাকে, তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেই সাহায্যও না করে থাকে, তাহলে তাদের সাথে করা ওয়াদা চুক্তিকে তার মেয়াদ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর। (তাওবা-৪)

www.icsbook.info

(٦) وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ-اِنَّهُمْ لاَ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ *

(৬) ওরা যদি তাদের ওয়াদা করার পর তাদের কসম ভঙ্গ করে ও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে গালমন্দ বলে, তাহলে তখন কুফরির এই সরদারদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। কেননা ওদের কসমের কোন মূল্য নেই-তাহলে হয়তো ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকবে। (তওবা-১২)

(٧) اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ *

(৭) যে জাতি নিজেদের সন্ধি-চুক্তি এবং শপথ ভংগ করেছে,তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর না কোন কারণে? (তাওবা-১৩)

(٨) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ-

(৮) মুশরিকদের মধ্যে কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দান কর-যেন সে আল্লাহর কালাম শুনবার সুযোগ লাভ করতে পারে। (তাওবা-৬)

(٩) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ- اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *

(৯) তারা যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি সব শুনেন এবং সব জানেন। (আনফাল-৬১)

(١٠) وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ- اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ *

(১০) সন্ধি-চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির (বা রাষ্ট্রের) বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা মনে হলে উহার সন্ধি ফেরত দাও (চুক্তি ভেঙ্গে ফেল) ফলে উভয় দলই সমান হবে (উভয়ই জানতে পারবে যে, তাদের মধ্যে কোন সন্ধি নেই-এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর যে কোন সময় আক্রমণ চালাতে পারে) ইহা এই জন্য যে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের মোটেই ভালবাসেন না। (আনফাল-৫৮)

(١١) وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ *

www.icsbook.info

(১১) কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তা-ও এমন কোন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হতে পারবে না, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। বস্তুত তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ দেখছেন। (আনফাল-৭২)

(١٢) وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ*

(১২) আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে যতখানি তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে নিঃসন্দেহে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অতীব কল্যাণ রয়েছে। (নাহল-১২৬)

(١٣)فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْبِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ*

(১৩) অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে ধরে ফেলতে পার, তাহলে তাদের এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মত আচরণ করবে, তারা যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (আনফাল-৫৭)

(١٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ-فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا *

(১৪) অতএব এই কাফিরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হবে, তখন প্রথম কাজ-ই হলো গর্দানসমূহ কর্তন করা। এমনকি তোমরা যখন তাদেরকে খুব ভালোভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে, তখন বন্দীদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর (তোমাদের ইখতিয়ার রয়েছে যে) অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে অথবা রক্তমূল্য গ্রহণের চুক্তি করবে-যতক্ষণ না যুদ্ধাস্ত্র সংবরণ করে। (মুহাম্মদ-৪)

ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَفِ اِذَا وَعَدَ .

(১) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার সে যেন ওয়াদা করলে তা পূরণ করে।

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَقْرَبُكُمْ مِنِّىْ غَدًا فِىْ لَمَوْقَفِ اَصْدَقُكُمْ فِى

www.icsbook.info

الْحَدِيْثِ وَاَقَاكُمْ لِلاَمَانَةِ وَاَوْفَاكُمْ بِالْعَهْدِ .

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটবর্তী হবে সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে কথার দিক দিয়ে অতীব সত্যবাদী আমানতের খুব বেশী আদায়কারী এবং ওয়াদা খুব বেশী পূরণকারী।

(٣) عَنْ سَلِيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدُ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ حَتّٰى اِذَا انْقَضٰى الْعَهْدُ اَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءُ وَلاَ غَدْرٌ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ عَمْرُوبْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدُ فَلاَ يَحِلَّنَّ عَهْدًا وَلاَ يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ اَمَدُهُ اَوْيَنْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ .

(৩) সলীম ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত। মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ না করার চুক্তি হয়েছিলো। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সওয়ার। তিনি বলছিলেন আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবার, চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তাঁর দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া দেখলেন, তিনি আমর ইবনে আবাসা (রাঃ)। মুয়াবিয়া বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন আমি রাসূলে পাক (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যার সাথে কোন কওমের চুক্তি হয়। তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পক্ষে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া তাঁর ফৌজ নিয়ে ফিরে আসলেন।

(٤) عَنِ الْبَرَءِ بْنِ عَازِبٍ رضـ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صـ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَتَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْكُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ تُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيِّ اَمْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَاحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.icsbook.info

صـ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَأَلُوْهُ مَاجُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ -(بخارى)

(৪) বারা'য়া ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র আলী (রাঃ) লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' লেখো না। কেননা যদি তুমি রসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রসূল মেনে নিতাম) তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রাঃ) বলেন, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে শব্দটি মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন, তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় আসতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কোষবদ্ধ হাতিয়ার থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুববান কি? তিনি বললেন, কোষও উহার মধ্যে যা থাকে। (বুখারী)

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

বিচার ও ইনসাফ প্রত্যেকটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারের বিষয়। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রত্যেকটি মানুষই পেতে পারে-এ অধিকার হতে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না; তেমনি সুবিচার ও প্রত্যেকটি মানুষেরই সমানভাবে প্রাপ্য। এ ব্যাপারে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা এমনকি মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে ও কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না। উহাই বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ও স্বাভাবিক নিয়ম এবং উহাই ইসলামের চিরন্তন ব্যবস্থা। ইসলামে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ- اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ *

(১) আর মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোন ব্যাপারে তোমরা ফয়সালা করবে পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফয়সালা করো, আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না ভাল কাজের উপদেশ দিচ্ছেন! (নিসা-৫৮)

www.icsbook.info

(٢) وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ *

(২) নবীগণের নিকট আমি কিতাব এবং নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য মানদন্ড নাযিল করেছি-যেন মানুষ এই সবের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করে। (হাদীদ-২৫)

(٣) وَاُمِرْتُ لاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ *

(৩) এবং তোমাদের মধ্যে আদল-সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (শূরা-১৫)

(٤) وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ *

(৪) (প্রত্যেকটি বিচার্য ব্যাপারে) তোমাদের মধ্যে হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও। (তালাক-২)

(٥) وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا- اِعْدِلُوْا- هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

(৫) নির্দিষ্ট কোন জাতির বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি অবিচার করতে উদ্ধৃত না করে। তোমরা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সুবিচার কর, কারণ উহাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন। (মায়েদা-৮)

(٦) فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا *

(৬) তোমরা দুষ্প্রবৃত্তির দাসত্ব করে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না। (নিসা-১৩৫)

(٧) وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

(৭) এবং তুমি নিজের ইচ্ছা বাসনা-খায়েশকে অনুসরণ করে হুকুম দিও না; ফায়সালা করো না। যদি তাই কর তাহলে তোমার এই ইচ্ছা-বাসনা কামনা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। (ছোয়াদ-২৬)

(٨) فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ *

(৮) আপনি আমাদের দুইজনের মধ্যে পরম সত্যতা-সুবিচার ন্যায়পরায়ণতা সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন। (ছোয়াদ-২২)

www.icsbook.info

(٩) يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ *

(৯) তোমাদের মধ্য থেকে কেবল তারাই হুকুম চালাবে, যারা সুবিচার নীতির অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ধারক ও অনুসারী। (মায়েদা-৯৫)

(١٠) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ *

(১০) আল্লাহ কি সকল বিচারকের তুলনায় অধিক ভালো বিচারক নন? (আততীন-৮)

(١١) وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ *

(১১) তিনিই সর্বোত্তম হুকুমদাতা, বিচারক। (আরাফ-৮৭)

(١٢) اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ - يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا *

(১২) আমি তওরাত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হেদায়েত ও আলো। সমস্ত নবী যারা মুসলিম ছিল, তদানুযায়ী হুকুম চালাবে, ফায়সালা করবে। (মায়েদা-৪৪)

(١٣) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا *

(১৩) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে আদেশ করেন-চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ-স্ত্রীর জন্য তাদের ব্যাপার সংক্রান্ত এই হুকুম বা ফায়সালা মেনে নেওয়া-না-নেওয়ার কোন ইখতিয়ারই থাকতে পারে না। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, তাহলে সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়ে গেল। (আহযাব-৩৬)

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهٖ -(مسلم)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এই মর্মে দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমার উম্মতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমি ও তার প্রতি কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি

www.icsbook.info

আমার উম্মতের কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি মেহেরবাণী করে, তুমিও তার উপর মেহেরবান হও। (মুসলিম)

(٢) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَامِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -(بخاري - مسلم)

(২) হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে শাসক মুসলমানের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে যালেম ও খিয়ানতকারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ بَرِيْدَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ الْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ وَاحِدٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَاَمَّا الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضٰى بِهٖ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضٰى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ -(ابو داؤد، ابن ماجه)

(৩) হযরত বরীদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার বিচারক রয়েছে। তম্মধ্যে একজন মাত্র বেহেশতে যেতে পারবে। আর অপর দু'জন জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। যে বিচারক বেহেশতে যাবে সে এমন ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেছে, অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালা করবার ব্যাপারে অবিচার ও জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের জন্যে বিচার ফয়সালা করেছে সেও জাহান্নামী হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رضـ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَنَّ الْخَصْمَيْنِ يُقْعِدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَاكِمِ -(احمد ابو داؤد)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী করীম (সঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন যে (বিচারের সময়) বিবাদমান পক্ষদ্বয়কে বিচারকের সম্মুখে বসাতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رضـ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَرْاَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِىْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالُوْا وَمَنْ يَّجْتَرِئُ

www.icsbook.info

عَلَيْهِ الاَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِّنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اُهْلِكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدُهَا -(بخاري - مسلم)

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুরাইশগণ একদা মাখজুমী বংশের একটি স্ত্রীলোকের অবস্থার জন্য অত্যন্ত ভাবিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এই স্ত্রীলোকটি চুরি করেছিল। তারা পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ করল এ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এর নিকট কে কথা বলবে? তারাই একে অপরকে বলল, রাসূলের প্রিয় পাত্র উসামা ইবনে যায়িদ ভিন্ন আর কে কথা বলার সাহস করতে পারে? উসামা তাঁর নিকট উক্ত বিষয়ে কথা বললেন। শুনে রাসূলে করীম (সঃ) বললেন আল্লাহর অনুশাসন কার্যকর করার ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছো? পূর্ববর্তী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, যখন তাদের অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি (কিংবা অনুরূপ কোন অপরাধ) করত, তখন তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু যখন কোন দুর্বল বা নিচু বংশের লোক যদি চুরি কিংবা কোন অপরাধ করত তার উপর জগদ্দল শাসন ভার চাপিয়ে দিত। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সব সময় নিরপেক্ষ ইনসাফ করো আল্লাহর নামে শপথ, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখো কুরআনের বিচার ব্যবস্থা অনুসারে আমি তারও হাত কেটে দেব, তাতে সন্দেহ নেই। (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সঃ) একদা হযরত আলী (রাঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

يَا عَلِيُّ اِذَا جَلَسَ اِلَيْكَ الْخَصْمَانَ فَلاَ تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الاٰخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الاَوَّلِ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ -(ابو داؤد - ترمذی)

হে আলী! দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বিচারের জন্য উপবিষ্ট হবে, তখন এক পক্ষের কথা যেমন শুনেছ, অনুরূপভাবে অপর পক্ষের কথাও না শুনে তুমি উভয়ের মধ্যে ফয়সালার কোন রায় প্রকাশ করবে না। এরূপ নিয়ম তুমি পালন করলে তবে তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

www.icsbook.info

ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মানব জীবনে অর্থ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনৈতিক ব্যাপারাদি মানুষের নিকট অত্যন্ত আবেগপূর্ণও বটে। কেননা মানব জীবনের চাকা তারই উপর আবর্তিত হয়। ইসলাম যেহেতু একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সেহেতু ইসলাম মানুষের জন্য শুধু এক উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাই উপস্থাপিত করে নাই, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুরূপে গঠন করার জন্য এক নির্ভুল ও উজ্জ্বল অর্থ ব্যবস্থাও পেশ করেছে। ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন–

(١) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ - وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا *

(১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে বা অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক লেন-দেন করতে পারো। আর তোমরা একে অন্যকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়ালু। আর যারা জুলুম সহকারে এভাবে সীমা অতিক্রম করবে তাদেরকে আমি জলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। (নিসা-২৯-৩০)

(٢) وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْبِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(২) তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এবং মানুষের ধন সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না। (বাকারা-১৮৮)

(٣) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ - وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ *

(৩) নবী অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করবে এটা অসম্ভব। যে অন্যায়ভাবে কোন কিছু গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে সেই গোপনকৃত বস্তু নিয়ে উঠবে অতঃপর প্রত্যেককে

www.icsbook.info

তাঁদের কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে। কারোও প্রতি অবিচার করা হবে না। (আলে-ইমরান-১৬১)

(٤) وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ *

(৪) ধনীদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য হক রয়েছে। (যারিয়াহ-১৯)

(٥) وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْلَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا *

(৫) তোমাদের অর্থ-সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনের স্থিতিস্থাপক করে সৃষ্টি করেছেন, উহা নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকদের হাতে ছেড়ে দিও না। অবশ্য তা হতে তাদের খাওয়া-পরা প্রভৃতি বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনাও। (নিসা-৫)

(٦) كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ *

(৬) অর্থ-সম্পদ যেন তোমাদের মধ্য হতে কেবল ধনী লোকদেরই কুক্ষিগত হয়ে কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। (হাশর-৭)

(٧) وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ - لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِه *

(৭) যারাই আমার দেয়া রিয্ক ধন-সম্পদ হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা পোষণ করে, যাতে কখনো লোকসান হতে পারে না। আল্লাহ উহার বিনিময়ে তাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ফলদান করবেন। (ফাতির-২৯-৩০)

(٨) وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ *

(৮) আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার মাধ্যমে তুমি পরকাল লাভ করতে চাবে, তবে দুনিয়ায় তোমার যে অংশ রয়েছে, তা পেতে ভুল করবে না। আর আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি দয়া করেছেন তুমিও তেমনিভাবে লোকদের প্রতি দয়া দেখাবে। তুমি দুনিয়ায় বিপর্যয় হোক, তা চাবে না। কেননা আল্লাহ ফাসাদকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না। (কাছাছ-৭৭)

www.icsbook.info

ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى الْخُبْزِ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَوْلاَ الْخُبْزُ مَاصَلَّيْنَا وَلاَ صُمْنَا وَلاَ اَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا -

(১) রসূল করীম (সঃ) বলেন হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান বরং নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

(٢) كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا .

(২) দারিদ্র মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।

রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ

(٣) اَلْعِبَادَةُ سَبْعُوْنَ جُزْءً اَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلاَلِ .

(৩) ইবাদতের সত্তরটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিযিকের সন্ধান।

(٤) طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ .

(৪) হালাল রুজির সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য ফরজ।

(٥) عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلٰى اَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ الَّذِىْ يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَّجْهَدَ الْفُقَرَاءُ اِذَا جَاعُوْا اَوْعَرُوْا اِلاَّ بِمَا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُ هُمْ اَلاَ وَاِنَّ اللّٰهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا -(الطبرانى فى الصغير والاوسط)

(৫) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান ধনী লোকদের ধন-মাল হতে এমন পরিমাণ দিয়ে দেয়া ফরজ করে দিয়েছেন, যা তাদের গরীব-ফকীরদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে। ফলে ফকীর গরীবরা যে ক্ষুধার্ত কিংবা উলঙ্গ থেকে কষ্ট পায় তার মূলে ধনী লোকদের আচরণ ছাড়া অন্য কোন কারণই থাকতে পারেনি। এই বিষয়ে সকলের সাবধান হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা এই লোকদের খুব শক্তভাবে হিসেব গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব দেবেন।

(তাবারানী আসসগীর ও আল আওসাত)

www.icsbook.info

(٦) وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ رض۔ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدَرِ مَا يَعْتَدُوْنَ قَالَ لاَ -(ابو داؤد)

(৬) হযরত বশির বিন খাছাছিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, জাকাত উসুলকারীগণ আমাদের প্রতি অবিচার করে থাকে। সুতরাং আমরা কি অবিচার পরিমাণ মাল গোপন করে রাখতে পারি? হুজুর (সঃ) বললেন না। (আবু দাউদ)

ইসলামে হালাল ও হারাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

حلال শব্দের আভিধানিক অর্থ সিদ্ধ। আর শরীয়তের পরিভাষায় শরীয়ত প্রবর্তক যা করার অনুমতি দিয়েছেন বা করতে নিষেধ করেননি এমন বস্তু বা কাজকে হালাল বলে।

حرام শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ। আর শরীয়তের পরিভাষায় শরীয়ত প্রবর্তক যা স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, যা করার পরিণামে পরকালে শাস্তি অনিবার্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব জীবনেও দন্ডনীয় এরূপ বস্তু ও কাজকে হারাম রূপে আখ্যায়িত করা হয়। হালাল ও হারাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ *

(১) হে মানব মন্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষণ কর! আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা-১৬৮)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ *

(২) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা'হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (বাকারা-১৭২)

(٣) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ *

(৩) এখন তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে যে সব জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে সেসবের গোশত খাও। (আনয়াম-১১৮)

www.icsbook.info

(٤) وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تَاكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ *

(৪) আল্লাহ নাম লওয়া হয়েছে যে জিনিসের উপর তা তোমরা খাবেনা তার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ নিতান্ত ঠেকার সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় সে সব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত করে বলে দিয়েছেন। (আনয়াম-১১৯)

(٥) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

(৫) তিনি তো তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি অন্যোপায় হয়েছে সে সীমালংঘনকারী বা অভ্যস্থ নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (বাকারা-১৭৩)

(٦) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ - تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

(৬) হে নবী! তুমি কেন সেই জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এই জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও? আল্লাহ ক্ষমাকারী, অনুগ্রহকারী। (তাহরীম-১)

(٧) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ *

(৭) হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি। (আরাফ-৩৩)

ইসলামে হালাল ও হারাম সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ مِقْدَامَ بْنِ مَعْدِيْكَرَبٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَّكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ

www.icsbook.info

عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ -(بخارى)

(১) হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদী কারাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্ত উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী হযরত দাউদ (আঃ) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বুখারী)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ قَالَ لاَ يَكْسِبُ عَبْدُ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلاَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ وَلاَ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلاَّ كَانَ زَادُهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَمْحُوْا السَّئَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْا السَّيِّءِ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لاَيَمْحُوا الْخَبِيْثَ -(مشكوة)

(২) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সঃ) বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ্ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ্ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না। (মিশকাত)

(٣) عَنْ عَمْرٍ وبْنِ عَوْفِ نِ الْمُزَنِىْ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْاَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ اِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا -(ترمذى)

(৩) উমার ইবনে আউফ মুযানী নবী করীম (সঃ) হতে শুনে বর্ণনা করেন মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গীকার করতে পারে। তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গীকার জায়েজ নেই যা হালালকে হারাম করে দেয় এবং হারামকে দেয় হালাল। মুসলমানরা তাদের শর্তাবলী পালন করবে। তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হারামকে হালাল করে দেয় আর হালালকে করে দেয় হারাম। (তিরমিযী)

www.icsbook.info

সুদ ও ঘুষ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সুদ প্রথা-টাকা দিয়ে টাকা উপার্জন করা, ইসলামী সমাজে একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে উহা একটি মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক শোষণের কৌশল। ইসলামে এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। কারণ উহাই ব্যক্তি, মানুষ ও সমাজকে নিঃস্ব করে দেয়। সুদ লক্ষ হাতের সম্পদকে এক হাতে পুঞ্জীভূত করার এক মারাত্মক কৌশল। আরবীতে বলা হয় الربوا। আর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Interest। ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি, সমাজের ক্ষমতাহীন মানুষেরা তার হৃত অধিকার কিংবা অন্যের অধিকারকে করায়ত্ব করার লক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে যে অবৈধ অর্থ কিংবা পণ্যসামগ্রী পর্দার অন্তরালে প্রদান করে থাকে তাহাই ঘুষ কিংবা উৎকোচ নামে পরিচিত। যার ইংরেজী প্রতি শব্দ হচ্ছে Bribe, আরবীতে বলা হয় الرشوه। সুদ ও ঘুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন-

(١) وَلاَ تَأكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأكُلُوا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(১) তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এবং মানুষের ধনসম্পত্তির কিছু অংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিয়ো না। (বাকারা-১৮৮)

(٢) اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا *

(২) যারা সুদখায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করেই পাগল করে দেয়। এটা এই জন্য যে তারা বলে বেচা-কেনা তো সুদেরই মত। (বাকারা-২৭৫)

(٣) وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا - فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ - وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ *

(৩) আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অতঃপর যে বিরত হয়েছে তার অতীতের কার্যকলাপ তো পিছনেই পড়ে গেছে এবং তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহ্র এখতিয়ার। (বাকারা-২৭৫)

(٤) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ - وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ *

www.icsbook.info

(৪) আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর তিনি কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। (বাকারা-২৭৬)

(٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

(৫) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যই বিশ্বাসী হয়ে থাক। (বাকারা-২৭৮)

(٦) وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ- وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ-

(৬) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক; আল্লাহ্র কাছে তা বর্ধিত হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (রূম-৩৯)

(٧) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ - لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ *

(৭) অতঃপর তোমরা যদি তা (বকেয়া সুদ) না ছাড়, তবে জেনে রেখ এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না, অত্যাচারিতও হবে না। (বাকারা-২৭৯)

সুদ ও ঘুষ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ لَعَنَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهٗ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهٗ -(متفق عليه)

(১) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী (সঃ) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَفَعَ لِاَحَدٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهٗ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا-(ابو داود)

www.icsbook.info

(২) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করলো আর এজন্য সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কোনো হাদিয়া দিল এবং সে তা গ্রহণ করলো, তবে নিঃসন্দেহে সে সুদের দরজাসমূহের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ -(بخاری-مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, ঘুষ গ্রহণকারী এবং ঘুষদানকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ لَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ -(مسند احمد)

(৪) আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলে করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে সমাজে জ্বেনা-ব্যাভিচার ছড়িয়ে পড়ে তারা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত না হয়ে থাকে না। আর যে সমাজে ঘুষ লেন-দেন ছড়িয়ে পড়ে সে সমাজে ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি না হয়ে থাকে না। (মুসনাদে আহমদ)

(٥) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا اَقْرَضَ اَحَدُكُمْ قَرْضًا فَاَهْدَى اِلَيْهِ اَو حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبُهُ لاَيَقْبَلْهَا اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَالِكَ .

(৫) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন তোমাদের কেউ যখন কাউকে ঋণ দেয় আর গ্রহীতা যদি তাকে কোনো তোহফা দেয় কিংবা তার যানবাহনে আরোহণ করতে বলে, তখন সে যেনো তার তোহফা কবুল না করে এবং তার সোয়ারীতেও আরোহণ না করে। অবশ্য পূর্ব থেকেই যদি উভয়ের মধ্যে এরূপ লেন-দেনের ধারা চলে আসে তবে তা ভিন্ন কথা। (ইবনে মাজা)

(٦) وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَاَوَّلُ رِبًا لِضَعِ رِبَانَا . رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ .

(৬) জাহিলিয়াতের সূদী কারবার রহিত করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি রহিত করছি তোমাদের নিজেদের অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদী কারবার, তা সম্পূর্ণ

www.icsbook.info

রহিত হয়ে গেল।

(৭) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَلَةَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً -(مسند احمد)

(৭) যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন।

(৮) اَلرِّبَا ثَلاَثٌ وَّسَبْعُوْنَ بَابًا وَاَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ وَاَنَّ يُوبِىْ اَلرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

(৮) সূদের তিয়াত্তরটি দরজা। তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল। আর সর্বোচ্চ সূদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ।

মদ, জুয়া, লটারীর কুফল সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মদ্যপান সামাজিক অনাচার ও অপরাধের মধ্যে অন্যতম। মধ্যপায়ী ব্যক্তি সমাজ জীবনে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতায় পশু-জীবন হতে ও অধঃপতনের নীচে নেমে যায়। ফলে সমাজে পারস্পরিক কলহ বিবাদ, মারামারি ও হত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে থাকে। জুয়া খেলা এক প্রকার সামাজিক মারাত্মক অপরাধ। উহা ব্যক্তি চরিত্র হতে সমাজ চরিত্রকেও কলুষিত করে। পৃথিবীর কোন ধর্মই জুয়াকে সমর্থন করেনি। বর্তমান সমাজে নানা ধরনের লটারী, হাউজি প্রভৃতি আধুনিক নামে জাতীয় ক্ষতিকর কাজই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উহা কখনও মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে মদ, জুয়া, লটারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মদ, জুয়া, লটারী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন–

(১) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ٭

(১) তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহাপাপ। যদিও উহাতে মানুষের জন্য কিছুটা উপকারিতাও রয়েছে, এগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়। (তখনও মদ সম্পূর্ণ হারাম হয়নি) (বাকারা-২১৯)

www.icsbook.info

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(২) হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারী এ সবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা উহা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (মায়েদা-৯০)

(٣) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ- فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ *

(৩) শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহ্র যিকর ও নামায হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে বিরত থাকবে কি? (মায়েদা-৯১)

মদ, জুয়া, লটারীর কুফল সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ . -(بخارى)

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صـ حَدِيْثًا لَايُحَدِّثُكُمْ بِهٖ غَيْرِىْ قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اِنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءَ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ -(بخارى)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে একটি হাদীস শুনেছি। আমি ব্যতীত আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এ-ও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, যেনা-ব্যভিচার প্রকাশ্য হতে থাকবে, অবাধে মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছবে যে

www.icsbook.info

পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضــ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ -(بخاری)

(৩) ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন শরাব এমন সময় হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদও ছিল না (বুখারী)

(٤) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضــ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنُ كَعْبٍ رضــ مِّنْ فَضِيْحٍ رَّهْوٍ وَّتَمْرٍ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُمْ يَا اَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاَهْرَقْتُهَا :

(৪) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, আমি উবাইদা আবু তালহা ও উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরি মদ পান করতে দিয়েছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা বললেন হে আনাস! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেল। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেললাম (বুখারী)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وبْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَعُوْدُ وَشُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا -(الادب المفرد)

(৫) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। (আদাবুল মুফরাদ)

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পূর্বের চেয়ে এদের অবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও এখনও মানবেতর অবস্থায়ই তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। আজকের শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিদের হাতে চরম ভাবে নিস্পেষিত হচ্ছে। আবার কোথাও লাল সাম্রাজ্যবাদী সমাজতন্ত্রীদের হাতে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে শ্রমজীবীদের সকল সমস্যার সার্বিক ও ন্যায়ানুগ সমাধানের দিকনির্দেশ করেছে। শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

www.icsbook.info

(١) وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ - سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

(১) আমি তোমার উপর কোনরূপ কঠোরতা করতে চাহি না, কোন কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ তোমার উপর চাপাতেও চাহি না, আল্লাহ্ চাহে তো তুমি আমাকে সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে। (কাছাছ-২৭)

(٢) وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ *

(২) এবং তোমরা যা কিছু করতেছিলে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব। (নাহল-৯৩)

(٣) اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا *

(৩) যে লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে-অর্পিত কাজ বা জিনিষ বিনষ্ট করে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না। (নিসা-১০৭)

(٤) اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الاَمِيْنُ *

(৪) তুমি যাকেই মজুর হিসেবে নিযুক্ত করবে, তন্মধ্যে শক্তিমান ও বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। (কাছাছ-২৬)

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَعْطُوْا الاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهٗ -(ابن ماجه)

(১) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগে-ই তার মজুরী দিয়ে দিবে। (ইবনে মাজাহ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلُ نِ اسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْ فٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ -(بخارى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (২) সেই ব্যক্তি, যে কোন মুক্ত মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। আর (৩) সেই ব্যক্তি, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি করিয়ে নিয়েছে কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি। (বুখারী)

www.icsbook.info

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেনো তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেনো তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপান হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَلِىٍّ رض قَالَ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِ النَّبِىِّ الصَّلٰوةُ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -(الادب مفرد)

(৪) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) এর সর্বশেষ বাণী ছিলো ঃ (১) নামায এবং (২) যারা তোমাদের অধীন তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। (আল আদাবুল মুফরাদ)

(٥) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ -(بخارى)

(৫) নবী করীম (সঃ) শ্রমিকদের মজুরী দানের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম করতেন না, জুলুমের প্রশ্রয় দিতেন না।

(٦) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَهٰى عَنِ اسْتِجَارَةِ الاَجِيْرِ حَتّٰى بُيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ -(بخارى)

(৬) মজুরের মজুরী নির্ধারণ না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে নবী করীম (সঃ) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

(٧) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِذَا عَمِلَ اَحَدُكُمْ عَمَلاً اَنْ يُتْقِنَهُ -(بيهقى)

(৭) তোমাদের কেউ যখন কোন শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে ইহাই আল্লাহ ভালবাসেন।

(٨) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا كَفَا اَحَدُ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

www.icsbook.info

فَلْيَأْ خُذْ بِيَدِهٖ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَاِنْ اَبٰـى فَلْيَاْ خُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ اِيَّاهَا (ترمذى)-

(৮) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমাদের কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসাও, সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দুই এক মুঠি খাদ্য অন্ততঃ তাকে অবশ্যই খেতে দিবে। কারণ সে আগুনের উত্তাপ ও ধুম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে। (তিরমিযী)

(৯) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اُعْطُرَ الْعَامِلَ مِنْ عَمِلَةً فَاِنَّ عَامِلَ اللّٰهُ لا يُخَيِّبُ .

(৯) শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন জিনিস হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।

পিতা-মাতার হক সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সন্তানের নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকারই তাদের হক। সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হচ্ছে পিতা মাতা। তাই পিতা-মাতাই তার সর্বাপেক্ষা আপনজন। আর সন্তানের নিকট পিতা-মাতার প্রাপ্যই সর্ববৃহৎপ্রাপ্য। পিতা-মাতার প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। সন্তানের জন্য অবধারিত পিতা-মাতার প্রতি অবশ্য পালনীয় এ সকল দায়িত্ব কর্তব্যই পিতা-মাতার হক রূপে আখ্যায়িত হয়। পিতা-মাতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন-

(١) وَاعْبُدُوْا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا *

(১) আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ কর। (নিসা-৩৬)

(٢) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا *

(২) আর তোমার প্রতিপালক এ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো। যদি তাঁদের একজন কিংবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে কখনো

www.icsbook.info

'উহ' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে মার্জিত ভাষায় কথা বল। আর তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর। আর বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়কে অনুগ্রহ কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল-২৩-২৪)

(٣) وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ الْمَصِيْرُ *

(৩) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। এ মর্মে যে, তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (লোকমান-১৪)

(٤) وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا - حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا - وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا - حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً - قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ *

(৪) আমি মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন নিজেদের পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণে ও দুধ পান ত্যাগ করানো ত্রিশ মাস অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে যখন স্বীয় পূর্ণ শক্তি অর্জন করল এবং চল্লিশ বৎসরের হয়ে গেল, তখন সে বলল হে আমার খোদা! তুমি আমাকে তৌফিক দান আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে দান করেছ। (আহকাফ-১৫)

(٥) وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا - وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا *

(৫) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। আর যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে আমার সাথে শিরক করার জন্য পীড়াপীড়ি করে, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না। (আনকাবুত-৮)

www.icsbook.info

(٦) رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ *

(৬) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মুমিন হয়ে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন। (নূহ-২৮)

পিতা-মাতার হক্ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কি? হুযুর (সঃ) বললেন সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صـ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ -(بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? হুযুর (সঃ) বললেন তোমার মা। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করল অতঃপর কে? হুযুর (সঃ) বললেন তোমার মা! লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? হুযুর (সঃ) এবারও জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞেস করল অতঃপর কে? এবারে নবী করীম (সঃ) জওয়াব দিলেন যে, তোমার বাবা। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ .

(৩) হযরত মুগীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর

www.icsbook.info

দেয়া, তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের জন্য গল্প-গুজবে মত্ত হওয়া অতিরিক্ত সওয়াল করা এবং মাল-সম্পদ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ص يُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكَ اَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَيْهِمَا وَاَضْحِكْهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا .

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ত্যাগ করে হিজরাতের উদ্দেশ্যে বায়াত করার জন্যে নবী করীম(সঃ) এর খেদমতে এসে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে বললেন ফিরে যাও তোমার পিতা মাতার কাছে এবং তাদের খুশী করে এসো যেমনি তাদের কাঁদিয়ে এসেছিলে। (আদাবুল মুফরাদ)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ص اُجَاهِدُ قَالَ لَكَ اَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ -(بخارى)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো? তিনি বললেন তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিল হ্যাঁ আছে। হুযুর (সঃ) বললেন তবে তাদের দুজনের মধ্যে জিহাদ কর। অর্থাৎ তাদের দু'জনের খেদমত কর। (বুখারী)

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ مِنْ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ يَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ -(بخارى)

(৬) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কবীরা গুণাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণাহ হলো-কোন লোক তার পিতা-মাতার উপর লা'নত করা। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে একজন লোক তার পিতামাতার উপর লা'নত করতে পারে? হুযুর (সঃ) বললেন একজন অপরজনের ব্যাপারে গালি দেয়। তখন সেও ঐ লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। (বুখারী)

www.icsbook.info

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صـ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلَــى اُمِّهِ فَتَوَفَّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَافْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا -(بخارى -مسلم)

(৭) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, সাআদ ইবনে উবাদাহ নবী করীম (সঃ) এর নিকট তার মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন-যে মান্নত পুরা করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবী করীম (সঃ) ফতোয়া দিলেন। তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

(٨) عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ رضـ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ صـ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ امْرَاَةٌ حَتّٰى دَنَتْ اِلَى النَّبِيِّ صـ فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ قَالُوْا هِيَ اُمُّهُ الَّتِىْ اَرْضَعَتْهُ -(ابو داؤد)

(৮) হযরত আবু তোফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল (সঃ) কে জারয়ানা নামক স্থানে গোশ্‌ত বন্টন করতে দেখলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে তাঁর নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের চাদর বিছিয়ে দিলে তার উপর তিনি বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম উনি কে? লোকেরা বললো ইনি তাঁর মা যিনি তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

(٩) عَنْ اَبِىْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيِّ رضـ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ هَلْ بَقِيَ مِنْ اَبَوَيَّ شَيْءٌ اَبَرُّ هُمَا بِهٖ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِىْ لاَتُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا -(ابو داؤد)

(৯) হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন একদা আমরা রসূল (সঃ) এর খেদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে হুযুর (সঃ) কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! পিতা মাতার ইন্তেকালের পরেও কি তাদের হক আমার উপর আছে, যা পূরণ করতে হবে? হুযুর (সঃ) বললেন, হাঁ তাদের জন্য দোয়া ইস্‌তেগফার করবে, তাদের কোন অসীয়ত থাকলে তা পূরণ করবে, পিতৃ ও মাতৃকুলের

www.icsbook.info

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে। (আবু দাউদ)

(١٠) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رضـ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ -(ابن ماجه)

(১০) আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলল হে আল্লাহ্ রাসূল, সন্তানের উপর পিতা মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন তারা তোমার বেহেশত ও দোজখ। (ইবনে মাজা)

আত্মীয়-স্বজনের হক সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আত্মীয়কে আরবী ভাষায় 'রাহেম' বলা হয়। আল্লাহ্তায়ালার একটি গুনবাচক নাম রহমান। রাহেম ও রহমান দু'টি শব্দ একইধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে। ইসলাম পরিবারের অন্তর্গত এবং বহির্ভুত নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকল শ্রেণীর আত্মীয়ের সংগে উত্তম সম্পর্ক রেখে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের হক সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন–

(١) وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَائَلُوْنَ بِهٖ وَالاَرْحَامَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا *

(১) আল্লাহ্কে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হক) দাবি করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হতে ভয় কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকলের খবর রাখেন। (নিসা-১)

(٢) وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ - وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ *

(২) এবং আপনি (সর্বপ্রথম) আপনার নিকটাত্মীয়গণকে ভয় প্রদর্শন করুন। এবং সে সমস্ত লোকের সাথে আপনি নম্র ব্যবহার করুন, যারা আপনার অনুসরণ করে। (শুআরা-২১৪-২১৫)

(٣) فَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

www.icsbook.info

(৩) সুতরাং আত্মীয় স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক প্রদান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও (তাদের প্রাপ্য হক দাও) উহা ঐ সমস্ত লোকের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট কামনা করে। আর এরূপ লোকেরাই সফলতা লাভ করবে। (রূম-৩৮)

(٤) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ - حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ *

(৪) তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতা মাতা ও নিকট আত্মীয়দের জন্য প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী অসীয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুত্তাকী লোকদের উপর উহা নির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। (বাকারা-১৮০)

(٥) وَاُوْلُوا الاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ *

(৫) আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ।

আত্মীয় স্বজনের হক সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ الرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ -(بخارى)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা (রহমানের সাথে মিলিত) ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে থাকি। আর যে লোকে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী)

(٢) عَنْ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ رض اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صـ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

(২) হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ

www.icsbook.info

يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَلَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -(مسلم)

(৩) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رض سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لاَتَنْزِلُ الرَّحْمَتُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعٍ رَحِمٍ

-(بيهقى شعب الايمان)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিআওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোক আছে সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় না।

(বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

(٥) عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَحْدٰى اَنْ يُّعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ -(ترمذى، ابو داؤد)

(৫) হযরত আবু বাকরাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, এমন গুনাহ্ যেই গুণাহের অপরাধী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক আখরাতে উহার শাস্তি জমা রাখা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাকে তাড়াতাড়ি আযাব দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হতে আর কোন গুণাহ সেই সাজার অধিক উপযুক্ত নহে।

(তিরমিযী, আবু দাউদ)

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَّصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ

-(بخارى - مسلم)

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেছেন رحم আরশের সাথে ঝুলানো আছে, সে বলেন, 'যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে আল্লাহ্ তাকে মিলিয়ে রাখুন, এবং যে আমাকে কেটে দিবে আল্লাহ্ তাকে কেটে দিন'।

(বুখারী, মুসলিম)

(٧) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ لِيْ

www.icsbook.info

قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -(مسلم)

(৭) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধনের মিল রাখি। আর তারা আমার সাথে সেই বন্ধন কেটে দেয়। আর আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, এবং তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, আর তারা আমার সাথে মুর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যদি ঘটনা এমন হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করতেছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্য্যের আগুনে তাদেরকে শেষ করে দিবে। এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই অবস্থার উপর থাকবে। (মুসলিম)

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

جَارٌ শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। মানুষ স্বাভাবিকভাবে ও নিজেদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করে। যেহেতু মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল এই কারণেই তারা পাশাপাশি ঘরবাড়ী তৈরী করে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও এলাকা নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইসলামে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ *

(১) নিকট আত্মীয় ও এতিম-মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানা- ধীন দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। (নিসা-৩৬)

প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَازَالَ جِبْرَائِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ -(بخارى - مسلم)

www.icsbook.info

(১) উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) নিয়তই আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকীদ দিচ্ছিলেন। এমন কি আমার ধারণা জন্মেছিল হয়ত প্রতিবেশীকে সম্পত্তিতে হকদার (ওয়ারেছ) করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَايُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -(بخارى.مسلم)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (সাহাবাদের মজলিসে) বললেন, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! (এমন হতভাগ্য) লোকটি কে? হুযুর (সঃ) বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ نَافِعٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ص قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِىُّ-(اداب المفراد)

(৩) নাফে (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন তিনটি জিনিস মুসলমানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত (১) প্রশস্ত বাসস্থান (২) সৎ প্রতিবেশী ও (৩) চমৎকার সোয়ারী (যানবাহন)। (আদাবুল মুফরাদ)

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ -(بيهقى)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূল (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে ভক্ষণ করে, আর তার-ই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। (বায়হাকী)

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ص يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ص كَيْفَ لِىْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ اَسَأْتَ -(ابن ماجه)

www.icsbook.info

(৫) ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট আরয করলো হে আল্লাহ্র রসূল! আমি ভালো করছি না মন্দ করছি তা আমি কি করে জানবো? নবী করীম (সঃ) বললেন যখন তোমার প্রতিবেশীদের বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করছো, তবে প্রকৃতই তুমি ভালো করছো। আর যখন প্রতিবেশী বলবে তুমি মন্দ করছো তবে মনে করবে ঠিকই তুমি মন্দ কাজ করছো। (ইবনে মাজাহ)

(٦) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَالِٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىَ - قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا -(بخارى)

(৬) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র নবী (সঃ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, এর মধ্য হতে কাকে আমি হাদীয়া প্রেরণের ব্যাপারে প্রাধান্য দিব? হুযুর (সঃ) বললেন, দরজার দিক দিয়ে যে বেশী তোমার নিকটবর্তী। (বুখারী)

(٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ جَارَانِ -(مشكوة)

(৭) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে দু'ব্যক্তির মামলা সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তারা হলো দু'জন প্রতিবেশী। (মিশকাত)

(٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا - قَالَ هِىَ فِى النَّارِ - قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ فَاِنَّ فُلَانَةً تُذْكَرُ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلَاتُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ .

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একজন লোক রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট এসে নিবেদন করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল অমুক স্ত্রী লোকটি অধিক নফল নামায, অধিক নফল রোযা ও অধিক দান খয়রাতের জন্যে বিখ্যাত কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদিগকে জিহ্বা দ্বারা কষ্ট দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। সে আবার আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে নফল নামায কম পড়ে, নফল রোযা কম রাখে এবং কম দান করে কিন্তু মুখের ভাষা দিয়ে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, সে জান্নাতবাসীনী। (মিশকাত)

www.icsbook.info

(٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا طَبَخْتَ حَرْقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ -(مسلم)

(৯) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন তুমি তরকারী পাকাবে, তখন তাতে কিছু অতিরিক্ত পানি দিবে, যাতে করে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোজ খবর নিতে পার। (মুসলিম)

(١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَانِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

-(بخارى - مسلم)

(১০) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন হে মুসলিম রমণীরা! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়ীতে সামান্য বস্তু পাঠানকে তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি তা যদি বকরীর পায়ের সামান্য অংশও হয়। (বুখারী, মুসলিম)

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

يَتِيْم শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিঃসঙ্গ। একটি ঝিনুকের মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে দুররে ইয়াতীম বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইন্তিকাল করে, তাকে ইয়াতীম বলা হয় থাকে ছেলেমেয়ে বালেগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় ইয়াতীম বলা হয় না। ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন-

(١) وَاٰتُو الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ - وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ - اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا *

(১) ইয়াতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মালের রদ-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়, এটা বড়ই মন্দ কাজ। (নিসা-২)

(٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا *

(২) যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি

www.icsbook.info

করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (নিসা-১০)

(٣) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى - قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ - وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ *

(৩) আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের (ব্যবস্থা) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে আপনি বলে দিন, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। (বাকারা-২২০)

(٤) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا *

(৪) সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। (নিসা-৮)

(٥) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ *

(৫) তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না-অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল, যত দিন না সে জ্ঞান বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌছে যায়। (বনী-ইসরাঈল-৩৪ আনয়াম-১৫২)

(٦) وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ - وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا *

(৬) ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো, তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন। (নিসা-১২৭)

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مِمَّا اَضْرِبُ يَتِيْمِيْ؟ قَالَ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهٖ وَلَا مُتَاَثِّلًا مِّنْ مَّالِهٖ مَالًا

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে, আমি কোন্ কোন্ অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না। (মুজামুস-সগীর)

www.icsbook.info

(٢) اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ صـ فَقَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِىْ شَيْئٌ وَلِىْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلاَ مُبَادِرٍ وَلاَ مُتَاثِّلٍ -(ابو داؤد)

(২) একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট এসে নিবেদন করলো, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র লোক। আমার কোন সহায়-সম্পদ নেই। আমার অধীনে একজন সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু পেতে পারি? তিনি বললেন হ্যাঁ, তুমি তোমার অধীনস্থ ইয়াতীমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারো যে অপব্যয় করবে না, তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবু দাউদ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -(متفق عليه)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল সেগুলো কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু করা (৩) অহেতুক আল্লাহর নিষিদ্ধ জীব হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া (৬) জিহাদ হতে পালিয়ে যাওয়া (৭) সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা (বুখারী, মুসলিম)

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা দান হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তথা ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ইসলামের পূর্ব যুগে অন্য কোন ধর্মই নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দানের ব্যবস্থা করেনি। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এত নিম্নস্তরে ছিল যে, কন্যা সন্তানের জন্য ছিল আরব সমাজে অতিসম্পাত স্বরূপ। এ অভিশাপ এড়াবার জন্য পিতা তার কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। ইসলাম এ ঘৃণ্যতম

www.icsbook.info

অবস্থা হতে নারীজাতিকে কল্যাণময়ী ও পুণ্যময়ী রূপ দিয়ে গৌরবের উচ্চস্থানে উন্নত করে, নারীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন–

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْ هُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - وَعَاشِرُوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا *

(১) হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না। যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ নিয়ে নাও, কিন্তু তারা যদি কোন প্রকার অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (নিসা-১৯)

(٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ *

(২) তারা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোষাক এবং তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোষাক। (বাকারা-১৮৭)

(٣) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا *

(৩) পুরুষ বা স্ত্রী যে লোক নেক আমল করবে ঈমানদার হয়ে সে বেহেশতে দাখিল হতে পারবে, এ ব্যাপারে কারো প্রতি এক বিন্দু যুলুম করা হবে না। (নিসা-১২৪)

(٤) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *

(৪) স্ত্রীদেরও তেমন অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের উপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। (বাকারা-২২৮)

(٥) وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً *

(৫) তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীগণকে তাদের প্রাপ্য মহর দিয়ে দাও। (নিসা-৪)

(٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ *

(৬) তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে অবশ্যই ভয় করে চলবে।

(٧) نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا *

(৭) নারীদের রয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারিত অংশ (নিসা-৭)

www.icsbook.info

ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لاَهْلِىْ وَاِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ -(ترمذى، دارمى)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের নিকট উত্তম, আমি আমার পরিজনের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম, আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে। তখন তাকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে। (অর্থাৎ তার সম্পর্কে খারাপ উক্তি করবে না) (তিরমিযী, দারেমী)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهٖ -(ترمذى)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রী-পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযী)

(٣) وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ كَانَتْ لَهٗ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهٗ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর সে যেন তাকে জাহেলিয়াতের যুগের ন্যায় জীবিত কবর না দেয় এবং তাকে তুচ্ছ মনে না করে, আর পুত্র সন্তানকে উক্ত কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে বেহেশত দান করবেন। (আবু দাউদ)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ جَائَتْنِىْ اِمْرَاَةٌ وَمَعَهَا اِبْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِىْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِىُّ صـ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْئٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهٗ سِتْرًا مِنَ االنَّارِ -(بخارى، مسلم)

www.icsbook.info

(৪) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা একজন বিপন্না মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তানসহ আমার কাছে কিছু পাওয়ার আশায় এসেছিল কিন্তু আমার কাছে তখন একটি খোরমা ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য ছিল না। আমি তা তাকে দিলাম। মহিলা খোরমাটি দু'ভাগ করে দুই কন্যাকে দিল এবং নিজে কিছু খেল না। অতঃপর সে চলে যাওয়ার পর পরই নবী করীম (সঃ) ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমি তাঁকে ঘটনাটি আদ্যপান্ত বললাম হুযুর (সঃ) শুনে বললেন যাকে আল্লাহ্ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছে, অতঃপর সে কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। (কিয়ামতে) এ কন্যাই তার জন্যে দোযখের ঢালস্বরূপ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةٌ بَعَثَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَاْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةٍ الْقَيِّمِ عَلَيْهَا مُعَانٌ اِلٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(৫) নাবীত ইবনে শুরাইত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন কোন ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেখানে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানায় ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছে এর তত্ত্বাবধানকারী কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (মুজামুস সগীর)

(٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَه وَلَهُ بَنَاتٌ فَتَمَنّٰى مَوْتَهُنَّ فَغَضَبَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنْتَ تَرْزُقُهُنَّ -(اداب المفرد)

(৬) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি বসা ছিল। তার ছিল কেশ ক'টি কন্যা সন্তান। সে কন্যাদের মৃত্যু কামনা করছিলো। শুনে ইবনে উমর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন তাদের রিযিকদাতা কি তুমি? (আদাবুল মুফরাদ)

(٧) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رضـ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ مَاحَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا

www.icsbook.info

اكْتَسَبْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ

(ابو داؤد)-

(৭) হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া (রাঃ) তার পিতা মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তার অধিকার হলো যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন যে মানের কাপড় পড়বে তাকেও সে মানের কাপড় পড়াবে। তার মুখে আঘাত করবে না। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না, গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করবে না। (আবু দাউদ)

অমুসলিমের অধিকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামী রাষ্ট্র যেহেতু আল্লাহ্র দেয়া পূর্ণাঙ্গ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কারণে সমস্ত মানুষের অধিকার আল্লাহ্র বিধানে পুরোপুরি স্বীকৃত। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার যতটা উত্তমভাবে আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে, অন্য কোন ব্যবস্থাধীন সমাজে কোনক্রমেই এতটুকু সম্ভব নয়। তাদের এই অধিকার যেমন মানুষ হিসেবে তেমনই ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়নীতিপূর্ণ বিধানের কারণেও, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেন–

(١) لاَيَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ *

(১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (হে মুসলিমগণ) নিষেধ করেন না এ কাজ থেকে, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেননি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বহিস্কৃতও করেনি, তাদের সাথে তোমরা কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করবে। কেননা সুবিচারকারীদের তো আল্লাহ্ পছন্দ করেন, ভালবাসেন। (মুমতাহিনা-৮)

(٢) وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ *

(২) তোমরা আহলি কিতাব লোকদের সাথে বাকবিতন্ডা করো না। যদি কর-ই তবে তা

www.icsbook.info

উত্তমভাবে করবে। তবে যারা জালিম, তাদের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বল আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও। (আনকাবুত-৪৬)

অমুসলিমের অধিকার সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوِ نْتَقَصَهُ اَوْكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْاَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ابو داؤد)-

১। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্র আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো। (আবু দাউদ)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا وَكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(২) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর জুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দেবে-করতে বাধ্য করবে। কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাড়াব।

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন-

(٣) وَجَعَلْتُ لَهُمْ اَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ اَوْاَصَابَتْهُ اٰفَةٌ مِنَ الاٰفَاتِ اَوْ كَانَ غَنِيًا فَافْتَقَرَ وَصَارَ اَهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِيَالِهِ مَا اَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ دَارِ الاِسْلاَمِ -

(৩) এবং আমি তাদেরকে এ অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পরে, অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতেই করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।

www.icsbook.info

কতিপয় ব্যবহারিক দোয়া

মসজিদে প্রবেশ করতে দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *

হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

মসজিদ থেকে বের হতে দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ *

হে আল্লাহ্! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

ঘর থেকে বের হতে দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ *

আল্লাহ্‌র নামে রওয়ানা করছি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপায় ও শক্তি নেই।

খানা খাবার পূর্বে দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ *

আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র বরকত চেয়ে শুরু করলাম।

খানা খাবার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে দোয়া।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ *

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পুরুষ ও স্ত্রী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রস্রাব ও পায়খানা থেকে বের হয়ে দোয়া

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الاَذٰى وَعَافَانِىْ *

হে আল্লাহ্ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং প্রশান্তি দান করেছেন।

www.icsbook.info

সফরে রওয়ানাকালে দোয়া

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ - اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالاَهْلِ وَالْوَلَدِ *

হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি ছফরের সাথী, গৃহের প্রতিনিধি, হে আল্লাহ্! তোমার নিকট ছফরের কষ্ট ও কু-দৃশ্য হতে এবং ফিরে মাল ও সন্তান সন্তুতির দূরাবস্থা দর্শন হতে পানাহ চাচ্ছি।

যানবাহনে ভ্রমণের দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ *

পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্ত্বার, যিনি এসব কিছুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা এসব আয়ত্ত্বে আনতে পারতাম না। এ ভাবেই আমরা সবাই তার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।

ঘুমাবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى *

আল্লাহ্ আমি তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন ধারণ করি।

ঘুম থেকে জেগে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ *

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

নৌকায় বা পুলে আরোহণের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمِ *

এর চলা ও থামা আল্লাহ্রই নামে। অবশ্যই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

মোসাফাহার দোয়া ঃ

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ *

আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

www.icsbook.info

ইফতারের দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ *

হে আল্লাহ্ তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।

আয়না দেখার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ *

হে আল্লাহ্! তুমি আমার ছুরতকে সুন্দর করেছ অতএব আমার চরিত্রকে ও সুন্দর কর।

কবর জিয়ারতের দোয়া ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفَ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ *

হে কবরবাসী পুরুষ ও মহিলাগণ তোমাদের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের অগ্রবর্তী এবং আমরা তোমাদের অনুসরণকারী।

অজুর দোয়া ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّا لِرَفْعِ الْحَدَثَ لَاسْتِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى*

আমি অজু করছি অপবিত্রতা দূর করার জন্যে, নামাজ পরিশুদ্ধ করার জন্যে এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্যে।

আযান শোনার পর দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ *

হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই নামাজের তুমিই প্রভু, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে দান কর, সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা, বেহেশতর সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তুমি অধিষ্ঠিত কর এবং কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে তাঁর সাফায়াত নসীব কর। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ করা না অঙ্গীকার।

▲ ২য় খন্ড সমাপ্ত ▲

www.icsbook.info

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

হাদীস ঃ রাসূল (সঃ)-এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা, কাজ এবং অনুমোদনকে হাদীস বলে।

মূল বক্তব্য হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **কাওলী হাদীস ঃ** রাসূল (সঃ) এর পবিত্র মুখের বাণীই কাওলী হাদীস।

(২) **ফি'লী হাদীস ঃ** যে সব কাজ রাসূল (সঃ) স্বয়ং করেছেন এবং সাহাবীগণ তা বর্ণনা করেছেন তা-ই ফি'লী হাদীস।

(৩) **তাকরীরী হাদীস ঃ** সাহাবীদের যে সব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল (সঃ) সমর্থন প্রদান করেছেন তাহাই তাকরীরী হাদীস।

রাবীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **খবরে মুতাওয়াতির ঃ** যে হাদীস এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।

(২) **খবরে মাশহুর ঃ** প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ তিনজন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন। তাকে খবরে মাশহুর বলে। তাকে মুস্তাফিজ ও বলে।

(৩) **খবরে ওয়াহেদ/খবরে আহাদ ঃ** হাদীসে গরীব, আযীয এবং খবরে মাশহুর, এ তিন প্রকারের হাদীসকে একত্রে খবরে আহাদ বলে। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে।

আযীয হাদীস ঃ যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ দু'জন রাবী রেওয়ায়েত করেছেন তাকে আযীয হাদীস বলে।

গরীব হাদীস ঃ যে হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব হাদীস বলে।

রাবীদের সিলসিলা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **মারফু হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ রাসূল (সঃ) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু হাদীস বলে।

(২) **মাওকুফ হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

(৩) **মাকতু হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মাকতু হাদীস বলে।

www.icsbook.info

রাবী বাদ পড়া হিসেবে হাদীস ২ প্রকার

(১) **মুত্তাছিল হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সর্বস্তরে ঠিক রয়েছে, কোথাও কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাছিল হাদীস বলে।

(২) **মুনকাতে হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

মুনকাতে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **মুরসাল হাদীস ঃ** যে হাদীসে রাবীর নাম বাদ পড়া শেষের দিকে অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

(২) **মুআল্লাক হাদীস ঃ** যে হাদীসের সনদের প্রথম দিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে।

(৩) **মু'দাল হাদীস ঃ** যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বিলুপ্ত হয় তাকে মু'দাল হাদীস বলে।

বিশ্বস্ততা হিসেবে হাদীস ৩ প্রকার

(১) **সহীহ হাদীস ঃ** যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নাম, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন, স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর কোনস্তরে তাদের সংখ্যা একজন হয়নি তাকে সহীহ হাদীস বলে।

(২) **হাসান হাদীস ঃ** সহীর সবগুণই রয়েছে, তবে তাদের স্মরণশক্তির যদি কিছুটা দূর্বলতা প্রমাণিত হয় তাকে হাসান হাদীস বলে।

(৩) **যায়ীফ হাদীস ঃ** হাসান, সহীহ হাদীসের গুণসমূহ যে হাদীসে পাওয়া না যায় তাকে যায়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ যে হাদীসের মূল বক্তব্য আল্লাহ সরাসরি রাসূল (সঃ) কে ইলহাম বা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সঃ) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

মুদাল্লাছ হাদীস ঃ যে হাদীসের সনদের দোষ ত্রুটি গোপন করা হয় তাকে মুদাল্লাছ হাদীস বলে।

সুনান ঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে সুনান বলা হয় যা ফিক্‌হ এর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

www.icsbook.info

সুনানে আরবায়া ঃ আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং ইবনে মাজাহ শরীফ এ চারটি হাদীস গ্রন্থকে এক সাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।

মুসনাদ ঃ হাদীসের ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা সাহাবায়ে কিরামের তারতীব অনুযায়ী লিখা হয়েছে।

সহীহাইন ঃ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে এক সাথে সহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলাইহি ঃ ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) উভয়ে একই সাহাবী হতে যে হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

জামে ঃ যে গ্রন্থে হাদীস সমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে আকাইদ, ছিয়ার, তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাক ও মানাকিব-এ আটটি অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে বলা হয়। যেমন জামে তিরমিযী।

সনদ ঃ হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

মতন ঃ হাদীসের মূল শব্দ সমূহকে মতন বলে।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে।

দেরায়েত ঃ হাদীসের মতন বা মূল বিষয়ে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে যে সমালোচনা করা হয় তাকে দেরায়েত বলে।

রিজাল ঃ হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।

শায়খাঈন ঃ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারী (রঃ) ও মুসলিম (রঃ) কে শায়খাঈন বলে।

হাফিয ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ জানেন তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ জানেন তাকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম ঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ সকল হাদীস মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলে।

বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম ঃ

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صـ وَسُنَنِهٖ وَاَيَّامِهٖ .

www.icsbook.info

ইমাম বুখারী (রঃ) এর পূর্ণনাম ঃ

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিজব৷ আল্ যু'ফী আল-বুখারী।

সিহাহ সিত্তা ঃ সিহাহ অর্থ বিশুদ্ধ, সিত্তাহ অর্থ ছয়। সিহাহ সিত্তা-এর আভিধানিক অর্থ হল ছয়টি বিশুদ্ধ। ইসলামী পরিভাষায় হাদীস শাস্ত্রের ছয়টি নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে এক কথায় সিহাহ সিত্তা বলা হয়।

সিহাহ সিত্তা হাদীসগ্রন্থগুলো এবং সংকলকদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল

ক্রমিক	হাদীস গ্রন্থের নাম	সংকলকদের নাম	সংখ্যা	জন্ম	মৃত্যু	জীবনকাল
১.	সহীহ বুখারী	ইমাম বুখারী (রঃ)	৭৩৯৭	১৯৪ হিজরী	২৫৬ হিজরী	৬২ বছর
২.	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম (রঃ)	৪০০০	২০৪ হিজরী	২৬১ হিজরী	৫৭ বছর
৩.	জামি তিরমিযী	ইমাম তিরমিযী (রঃ)	৩৮১২	২০৯ হিজরী	২৭৯ হিজরী	৭০ বছর
৪.	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ (রঃ)	৪৮০০	২০২ হিজরী	২৭৫ হিজরী	৭৩ বছর
৫.	সুনানে নাসায়ী	ইমাম নাসায়ী (রঃ)	৪৪৮২	২১৫হিজরী	৩০৩ হিজরী	৮৮ বছর
৬.	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ)	৪৩৩৮	২০৯ হিজরী	২৭৩ হিজরী	৬৪ বছর

www.icsbook.info

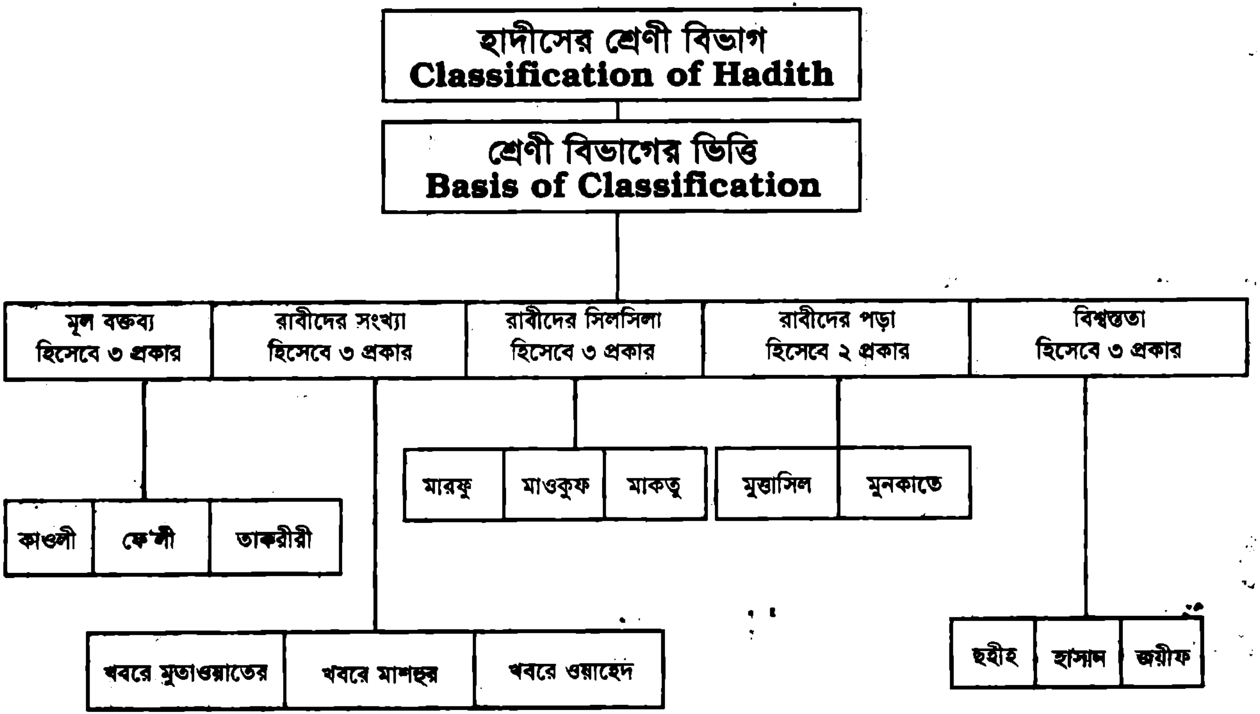

www.icsbook.info

বেশী হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

	নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা
১	হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)	৫৭ হিঃ	৭৮ বৎসর	৫৩৭৪ টি
২	হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)	৫৮ "	৬৭ "	২২১০ "
৩	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)	৬৮ "	৭১ "	১৬৬০ "
৪	হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)	৭০ "	৮৪ "	১৬৩০ "
৫	হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)	৭৪ "	৯৪ "	১৫৪০ "
৬	হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)	৯৩ "	১০৩ "	১২৮৬ "
৭	হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)	৪৬ "	৮৪ "	১১৭০ "
৮	হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)	৩২ "	---- "	৮৪৮ "
৯	হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)	৬৩ "	--- "	৭০০ "

www.icsbook.info

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। "Islam is the complete code of life" জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগেই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের ন্যায় অমুসলমানদের ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা রয়েছে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগকে আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধানের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত করাই মুসলিমের কর্তব্য। ইসলাম পূর্ণাঙ্গজীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফ বলেন–

(١) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ .

(১) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। (আলে-ইমরান-১৯)

(٢) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا .

(২) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (মায়িদা-৩)

(٣) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

(৩) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আলে-ইমরান-৮৫)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -(موطا)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে গেলাম। তোমরা যতদিন এ দুটি আকড়ে থাকবে,

www.icsbook.info

ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন,

(٢) لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلاَ لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ-

(২) আজ থেকে আরবদের অনারবদের ওপর এবং অনারবদের আরবদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

মুত্তাকীনদের পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

متقى শব্দটি تقوى থেকে উদ্ভূত। মুত্তাকী হলো যারা মহান আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করে তাঁর হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে পালন করে ও পাপের কাজ হতে বিরত থাকে। শরীয়তের পরিভাষায় যারা অন্যায়-অত্যাচার ও যাবতীয় পাপ কাজ থেকে নিজেদের সতর্কতার সাথে সুরক্ষিত রাখে ও সংযমী হয়, তাদেরকেই متقى বলে। মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেন ঃ

(١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ *

(১) ইহা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। ইহা মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে (আল-কুরআন) এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে আর পরকাল সম্বন্ধে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। (বাকারা ঃ ২-৪)

(٢) وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ - أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

www.icsbook.info

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

(২) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমান ও পৃথিবীর সমান। যা মুত্তাকীদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে. বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীল দেরকেই ভালবাসেন। তারা কখন ও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৩-১৩৫)

মুত্তাকীদের পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِّمَا بِهٖ بَأْسٌ -(ترمذى - ابن ماجه)

(১) আতিয়া আস-সাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে যেসব কাজে গুণাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত মুত্তাকী লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

(٢) عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُئُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ -(ابن ماجه)

(৩) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের ভাল লোক সম্পর্কে অবহিত করব না? সাহাবাগণ বললেন; হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তারাই তোমাদের মধ্যে ভাল লোক। (ইবনে মাজা)

www.icsbook.info

মুহাম্মদ (সঃ) এর চরিত্র ও তাঁর প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

চরিত্র হচ্ছে মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। রাসূল (সঃ) ছিলেন সৃষ্টির সর্ব উৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। রাসূলের (সঃ) চরিত্র ও তাঁর প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেন-

(١) وَانَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ *

(১) হে নবী নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (কলম-৪)

(٢) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

(২) রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (আহযাব-২১)

(٣) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ الاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ *

(৩) হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি। (আম্বিয়া-১০৭)

(٤) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ - وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

(৪) হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আলে-ইমরান-৩১)

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র ও তাঁর প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ -(مسلم)

(১) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র। (মুসলিম)

আল্লাহ্র কিতাব হচ্ছে একটি আদর্শের থিওরী আর মুহাম্মদ (সঃ) হলেন সেই আদর্শের বাস্তব মডেল। ইসলামকে অনুসরণ ও বাস্তবে রূপদান করতে হলে মুহাম্মদ (সঃ) এর জিন্দেগীকে মডেল বা মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি ছিলেন কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি বা বাস্তব কুরআন। রাসূলুল্লাহ্র চরিত্র কেমন ছিল? এরূপ এক প্রশ্নের

www.icsbook.info

জবাবে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ কুরআনই ছিল তার চরিত্র। আর স্বয়ং কুরআনই তাঁর সাক্ষ্য।

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -(متفق عليه)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (সঃ) বলেছেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই। (বুখারী-মুসলিম)

(٣) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَابُنَىَّ اَنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِّاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ فِى الْجَنَّةِ -(ترمذى)

(৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলে খোদা (সঃ) আমাকে বলেছেন, বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ গোটা যিন্দেগী) এমনভাবে অতিবাহিত করো যে, কারো প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ এবং অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না। অতঃপর বললেন প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার আদর্শ। যে আমার আদর্শকে ভালবাসলো সে আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِأَةَ شَهِيْدٍ -(بيهقى)

(৪) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি আমার উম্মতের দ্বীনী চরিত্র বিকৃতি ও বিপর্যয়কালে আমার পদাংক অনুসরণ করে চলবে তাকে একশ' শহীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। (বায়হাকী)

(٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّكَ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ

www.icsbook.info

السَّبِيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ -(ترمذى)

(৫) আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর নিকট এসে বললেন আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বললেন তুমি যা বলছো, সে বিষয়ে, আরো ভেবে দেখো। সে বললো, খোদার কসম, আমি অবশ্যই আপনাকে ভালবাসি। নবী পাকের প্রশ্নের জবাবে সে ব্যক্তি তিনবার একই কথা বললো। তখন নবী-করীম (সঃ) বললেন, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে দুঃখ-দারিদ্র্যের মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুতি নাও। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে বন্যার পানির চেয়েও দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার দিকে এগিয়ে আসে। (তিরমিযী)

(٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرَادٍ رضـ اِنَّ النَّبِىَّ صـ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهٖ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صـ مَايَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا . قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ -(مشكوة)

(৬) আবদুর রহমান বিন আবি কারাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদিন রাসূল (সঃ) অজু করলেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁর অজুর পানি নিজেদের গায়ে মাখতে শুরু করলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সঃ) বললেন 'কোন জিনিস তোমাদেরকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললো 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা।' নবী (সঃ) বললেন 'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবেসে পরিতৃপ্ত হয় অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে চায় তারা যেন সদা সত্য কথা বলে। সঠিক অর্থে আমানতের হিফাজত করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ করে। (মিশকাত)

রহমানের বান্দা কারা ঃ কুরআনের আয়াত

আল্লাহপাক প্রিয় বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' রহমানের বান্দা উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনি তো সমগ্র সৃষ্টি জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহর দাস এবং তার ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু বলতে পারে না, কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা-বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়া, এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তায়ালা 'নিজের বান্দা' অভিহিত

www.icsbook.info

করেছেন। সূরা আল-ফুরকানে আল্লাহপাক রহমানের বান্দাদের তেরটি গুণ উল্লেখ করেন–

(١) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا .

(১) রহমান-এর (প্রথম গুণ عِبَادٌ বা বান্দা হওয়া) বান্দা তারাই, (দ্বিতীয় গুণ) যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে (তৃতীয়গুণ) এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (ফুরকান-৬৩)

(٢) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا .

(২) (চতুর্থ গুণ) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালন কর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে। (ফুরকান-৬৪)

(٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا *

(৩) (পঞ্চম গুণ) এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও। উহার আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। তা তো অত্যন্ত খারাপ স্থান ও অবস্থানের জায়গা। (ফুরকান ৬৫-৬৬)

(٤) وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا *

(৪) (ষষ্ঠ গুণ) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতা ও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (ফুরকান-৬৭)

(٥) وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ .

(৫) (সপ্তম গুণ) এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, (অষ্টম গুণ) আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন। সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (নবম গুণ) এবং ব্যভিচার করে না। (ফুরকান -৬৮)

(٦) وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ - وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا *

www.icsbook.info

(৬) (দশম গুণ) যারা মিথ্যার সাক্ষী হয় না, (একাদশ গুণ) আর কোন অর্থহীন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হলে শরীফ মানুষের মতই অতিক্রম করে। (ফুরকান-৭২)

(৭) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا.

৭। (দ্বাদশ গুণ) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (ফুরকান-৭৩)

(৮) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

(৮) (ত্রয়োদশ গুণ) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও। (ফুরকান-৭৪)

রহমানের বান্দা কারা ঃ হাদীস

(১) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ يَاعَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -(ابن ماجه)

(১) আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! ছোট খাট গুণাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা এজন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (ইবনে মাজা)

(২) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمَنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ -(ترمذى - نسائى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদে থাকেন। আর মুমিন সেই ব্যক্তি যার থেকে মানুষ তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

(তিরমিযী, নাসায়ী)

(৩) عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَسَارٍ رضـــ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ

www.icsbook.info

الايْمَانَ الانْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالانْفَاقُ مِنَ الاقْتَارِ -(بخارى)

(৩) হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ একত্রে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। তাহচ্ছে নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা, এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা। (বুখারী)

আমানতদারী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আমানত অর্থ গচ্ছিত রাখা। এটি খিয়ানত-এর বিপরীত শব্দ। সাধারণত কারো কাছে কোন অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যিনি গচ্ছিত দ্রব্যকে যথাযথভাবে হিফাযতে রাখেন এবং তার প্রকৃত মালিক চাওয়া মাত্র তা প্রত্যার্পণ করেন, তাকে আমীন বা বিশ্বস্ত বলা হয়। কারো কাছে কোন ব্যক্তি যদি কিছু মাল-পত্র বা ধন-সম্পদ আমানত রাখে, তা যত্নসহকারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। আর মালিক যখন তা ফেরত চাবে. সাথে সাথে ফেরত দিবে। এটাই ইসলামের নীতি। আমানতদারী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

(١) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا .

(১) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যার্পণ কর। (নিসা-৫৮)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের ওপর ন্যস্ত আমানতের খেয়ানত করো না। অথচ তোমরা এর গুরুত্ব জান। (আনফাল-২৭)

আমানতদারী সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ : (احمد)

www.icsbook.info

(১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোন কোন জিনিস হাত ছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না। (১) আমানতের হেফাযত, (২) সত্য ভাষণ, (৩) উত্তম চরিত্র ও (৪) পবিত্র রিযিক। (আহমদ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَدِّالاَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ : (ترمذى - ابو داؤد)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

ওয়াদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

عهد (আহ্দ) অর্থ অঙ্গীকার, ওয়াদা, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করলে তা পালন করার নাম ايفاء العهد বা ওয়াদা পালন করা।

ওয়াদা পূর্ণ করা আখলাকে হামীদা বা প্রশংসনীয় আচরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করা ঈমানের একটি অঙ্গ। এ দিক থেকে অঙ্গীকার রক্ষা করা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর। (মায়িদাহ-১)

(٢) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلاَ تَنْقُضُوْا الاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلاً . اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ *

(২) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (নাহল-৯১)

(٣) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَيُوَلُّوْنَ الاَدْبَارَ- وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلاً *

www.icsbook.info

(৩) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (আহযাব ঃ ১৫)

ওয়াদা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ : (متفق عليه)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ : (متفق عليه)

(২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির কোন একটি পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে নিফাকের খাসলত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে-যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বর্জন করে। সেগুলো হল (১) তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তার খিয়ানত করে, (২) কথা বললে, মিথ্যা বলে। (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে; এবং (৪) ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি গালাজ করে। (বুখারী, মুসলিম)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

صدق (সিদ্ক) অর্থ সততা, সত্যবাদিতা বা সত্যপ্রিয়তা। যে ব্যক্তির মধ্যে এ সত্যবাদিতা গুণটি রয়েছে, তাকে সাদিক صادق বা সত্যবাদী বলে। সত্যবাদিতা মানব জীবনের একটি মহৎগুণ। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনা প্রকাশ পায় বলে এর দ্বারা জীবনের মহৎ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সত্যকে আকড়িয়ে ধরলে জীবনে প্রকৃত সাফল্য আসে। এজন্যই আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ সত্যের প্রতিষ্ঠায় আজীবন

www.icsbook.info

সংগ্রাম করেছেন। সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন–

(١) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ - لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ - ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

(১) আল্লাহ বলেন, আজকে দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। (মায়িদাহ-১১৯)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا - يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا .

(২) হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আহযাব ঃ ৭০-৭১)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(المستدرك لحاكم)

(১) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, একজন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী মুসলমান ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবে। অর্থাৎ শহীদগণের সাথে তার হাশর হবে।

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا -(متفق عليه)

www.icsbook.info

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত মহানবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা বলবে নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎ কর্মের দিকে পরিচালিত করে, এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ যখন সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে আল্লাহর দরবারে যে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ সিদ্দিক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। (বুখারী, মুসলিম)

বাইয়াত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

বাইয়াত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সঃ) এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। بيعة শব্দটি আরবী بيع শব্দ থেকে নির্গত। بيعة এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার; নেতৃত্ব মেনে নেয়া। যাকে ইংরেজীতে বলে To sell, To buy, to make a contract, Agreement, Arrangement, business deal. ইত্যাদি। আর শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত। বাইয়াত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ - يَدُاللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

(১) হে রাসূল! যে সব লোক আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল, তারা আসলে আল্লাহর নিকটই বাইয়াত হচ্ছিল। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতের হাত ছিল। (ফাতহ-১০)

(٢) لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(২) হে রাসূল! আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত হচ্ছিল। (ফাতহ-১৮)

বাইয়াত সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صـ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً -(مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলে পাক (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি

www.icsbook.info

বলেন, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رضـ يَقُوْلُ كُنَّا نَبَايِعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْهَا اسْتَطَعْتُمْ -(مسلم)

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল (সঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবন ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদের সমর্থ অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

(٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَّ نُنَازِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَّقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لاَنَخَافُ لَوْمَةَ لاَئِمٍ -(نسائى)

(৩) হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সঃ) এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবন ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা স্বাভাবিক অবস্থা, কঠিন অবস্থা আগ্রহ ও অনাগ্রহ সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি যে, আমরা কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবো না এবং সর্বোবস্থায়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। এ ব্যাপারে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবো না। (নাসায়ী)

বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

বিনয় ও নম্রতা উত্তম চরিত্রের ভূষণ। যার মূর্ত প্রতীক হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ। বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই তাঁরা মানুষকে আপন করে নিয়েছেন। বিনয়ী ব্যক্তিকে আল্লাহ যেমন ভালবাসেন মানুষও তাকে পছন্দ করেন। যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

www.icsbook.info

(١) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

(১) যারা তোমার অনুসরণ করে সে সকল বিশ্বাসীদের প্রতি বিনয়ী হও। (শু'আরা-২১৫)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ .

(২) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়। যারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠোর। (মায়েদা-৫৪)

বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَايَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ -(مسلم)

(১) ইয়াদ ইবনে হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন। তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে বিনয় নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো ওপর ফখর ও গৌরব না করে এবং একজন আরেক জনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে। আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (মুসলিম)

www.icsbook.info

সালাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

দুনিয়ার প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থে কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ধর্মে সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ আপনাকে সকল বিপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। সালামে এ বিষয়ের ও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে সালাম একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপায় ও বটে। এতদ্সঙ্গে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুসলমান ভাইকে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত রাখার দোয়া করে, সে যেন এ ওয়াদাও করে যে, তুমি আমার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ, তোমার জানমাল ও ইজ্জত আবরুর আমি সংরক্ষক। সালাম সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا *

আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরা ও তার জন্য দোয়া কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (নিসা-৮৬)

সালাম সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَتَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের কে এমন কথা বলব না। যা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে। (মুসলিম)

www.icsbook.info

(٢) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ -(احمد، ترمذى، ابوداود)

(২) হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী যে প্রথমে সালাম করে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

(٣) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ -(ترمذى)

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কথা বার্তা বলার আগেই সালাম করতে হয়। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ قَتَادَةَ رَضـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صـ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهٖ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهٗ بِالسَّلَامِ -(بيهقى)

(৪) হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে। (বায়হাকী)

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আল্লাহতায়ালা শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সে ছিল জ্বিন। তার আসল নাম আজাযীল। আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে যে ফেরেশতাদের সর্দার পদে উন্নীত হয়। কিন্তু আদম (আঃ) কে সিজদা না করা আল্লাহর হুকুম অমান্য ও অহংকার করার কারণে সে অভিশপ্ত শয়তান হয়ে যায়। সেই সময় থেকেই শয়তান মানুষের পিছনে লেগে আছে; কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তার অনুগত করা যায়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। কিয়ামত পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে এবং মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু সে সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন।

(١)- وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ، اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

১। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা-১৬৮)

www.icsbook.info

(٢)- اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

২। শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহবান করে কেবল এ জন্যে যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়। (ফাতির-৬)

(٣) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ، قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ * قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ * قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ * قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ، ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ- وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا- لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ *

৩। (১২) আল্লাহ বললেন, আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বারণ করল? সে বলল আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নেই। অতএব তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল, আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ বললেন, তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন, বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (আরাফ-১২-১৮)

www.icsbook.info

অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সম্পদ উপার্জনে যেমন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে, তেমনি তা ব্যয়েও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করা যেমন কৃপণতা তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বা অর্থ নষ্ট করা ও অপচয় বা অপব্যয়ের আওতাভূক্ত এবং কবীরা গুণাহ। আল্লাহ পাক অপচয় ও অপব্যয়কারী সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলেন–

(١) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا
اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ، وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا *

(১) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করোনা। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

(٢) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
، اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ *

(২) হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।
(আরাফ-৩১)

অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ لَهٗ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ
لِامْرَأَتِهٖ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطٰنِ -(مسلم)

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রী জন্যে, তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্যে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِبْنِ الْعَاصِ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صـ مَرَّ بِسَعْدٍ
فَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ يَاسَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ سَرَفٌ قَالَ
نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ -(احمد)

www.icsbook.info

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সঃ) সা'দ (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন অযু করছিলেন। রাসূল (সঃ) বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রাঃ) বললেন, অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেই থাক না কেন। (আহমদ)

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِى اِنَاءِ ذَهَبٍ اَوْفِضَّةٍ اَوْ اِنَاءٍ فِيْهِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ

(دار قطنى)-

(৩) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে বা সোনারূপা মিশ্রিত পাত্রে পান করে। যে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ঢালে। (দারে কুতনী)

কৃপণতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

সম্পদ উপার্জনে যেমন শরীয়তের বিধান মেনে চলতে হবে, তেমনি তা ব্যয়েও শরীয়তের বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ও শরীয়ত নির্দেশিত ক্ষেত্রে ব্যয় না করা বা কম ব্যয় করার নামই কৃপণতা। বোখল বা কার্পণের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা। এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম। কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ ، سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْابِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

(১) আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে তারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (আলে-ইমরান-১৮০)

(٢) هٰاَنْتُمْ هٰـؤُلَاۤءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ - فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ، وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ - وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ *

(২) শুন, তোমারাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো

www.icsbook.info

হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী। (মুহাম্মদ-৩৮)

(٣) اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ - وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ *

(৩) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (হাদীদ-২৪)

কৃপণতা সম্পর্কে হাদীস

(১) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, আল্লাহ হতে দূরে, সকল মানুষ হতে দূরে, কিন্তু জাহান্নামের নিকটবর্তী। (তিরমিযী)

(২) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কৃপণতা ও মিথ্যাচার, এ দুটি মন্দ স্বভাব কখনও কোন মুমিনের চরিত্রে একত্রিত হয় না। (মিশকাত)

(৩) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং সৎ পথে ব্যয় করে না তারা নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৪) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশ করবে না, প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে দান গ্রহীতাকে খুটা দেয়। (মিশকাত)

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন, বৃদ্ধ ব্যভিচারী, কৃপণ ও অহংকারী। (মিশকাত)

আল্লাহর উপর ভরসা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

"তাওয়াক্কুলের" অর্থ হলো আল্লাহকে নিজের অভিভাবক নিযুক্ত করা এবং তার উপর পূর্ণভাবে ভরসা করা। অভিভাবক তাকেই বলে যিনি তার অধিনস্ত লোকের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন এবং অকল্যাণ হতে বাঁচিয়ে রাখেন। হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) নয়, বরং আল্লাহর দেয়া সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণ সমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর উপর নির্ভর করার নামই হচ্ছে তাওয়াক্কুল। আল্লাহর উপর ভরসা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন–

(١) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

(১) আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা। (আলে-ইমরান, ১৭৩)

www.icsbook.info

(٢) قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ- عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ .

(২) (হে রাসূল) বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করে। (যুমার-৩৮)

(٣) وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ .

(৩) আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পন করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (মুমিন-৪৪)

(٤) اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ، مَامِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

(৪) আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়। (হুদ-৫৬)

(٥) اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ، تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ .

(৫) আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (ইউসুফ-১০১)

(٦) هُوَ مَوْلٰكُمْ ، فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ .

(৬) তিনিই তোমাদের মালিক। অতত্রব তিনি কতইনা উত্তম মালিক এবং কতইনা উত্তম সাহায্য কারী। (হজ্ব-৭৮)

(٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً .

(৭) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহী রূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (আহযাব-৩)

(٨) رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। (মুম্‌তাহিনা-৪)

www.icsbook.info

(৯) وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ، قَدْجَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

(৯) যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (তালাক-৩)

আল্লাহ্র উপর ভরসা সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَعْقِلُهَا وَاَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَاَتَوَكَّلُ قَالَ اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ -(ترمذى)

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর। (তিরমিযী)

(২) عَنْ عُمَرَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لَوْاَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا -(ترمذى)

(২) উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকার ভাবেই আল্লাহর উপর ভরসা কর তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী)

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ صـ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ *

(৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া' নি'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম পৃষ্টপোষক)। এ বাক্যটি মুহাম্মদ-(সঃ) বলেন ঃ যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকরা (শত্রুবাহিনী) একতাবদ্ধ হয়েছে তাদের ভয় কর। (এ হুমকি) মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দেয় এবং তারা বলে হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল। (বুখারী)

www.icsbook.info

সিজদা আল্লাহর হক সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সৃষ্টির সিজদা একমাত্র আল্লাহতায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তাকে সিজদা করা হারাম। বান্দা স্বীয় পরওয়ারদিগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজদা অবনত থাকে। আল্লাহ-ই সিজদা পাওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন-

(١) وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا *

(১) আর মসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। (সকল সিজদা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট) কাজেই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (জিন-১৮)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

(২) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (হজ্জ-৭৭)

(٣) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ *

(৩) যেদিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং লোকদেরকে সিজদা দেয়ার জন্য ডাকা হবে তখনও তারা সিজদা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নীচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের উপর চেপে বসবে। অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখনও তাদেরকে সিজদা করতে ডাকা হত। (কলম ৪২- ৪৩)

সিজদা আল্লাহর হক সম্পর্কে হাদীস

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صـ عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ اِلاَّ مُؤْخَرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقَّ

www.icsbook.info

الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُبِهِ النَّاسَ؟ قَالَ لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا-(بخارى-مسلم)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি একই গাধার উপর মহানবী (সঃ) এর পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে হাওদার হেলান দেয়ার কাঠ ছাড়া আর কোন ব্যবধান ছিল না। তিনি (আমাকে সম্বোধন করে) বললেন হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক (অদিকার) আছে এবং আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের কি হক আছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এ ব্যাপারে অধিক অবগত আছেন। তিনি বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্র হক বান্দার উপর এই, তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর বান্দাদের হক আল্লাহ্র উপর এই, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন না, তুমি তাদেরকে এ সংবাদ দিও না, কারণ তাহলে তারা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে (আর কোন কাজ করবে না)।

পবিত্রতা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ -(مسند احمد)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, প্রস্রাবই বেশীর ভাগ কবরের আযাবের কারণ হয়ে থাকে।

(মুসনাদে আহমদ)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ -(ترمذى)

(২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নবী করীম (সঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই কবুল হয় না।

(তিরমিযী)

(٣) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صـ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ (متفق عليه)

www.icsbook.info

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই কবরদ্বয়ে শায়িত লোক দু'টির উপর আযাব হচ্ছে। তেমন কোন বড় গুনাহের কারণে এ আযাব হচ্ছে না। (বরং খুবই ছোট-খাটো গুনাহের দরুন আযাব হচ্ছে, অথচ উহা হতে বেচে থাকা কঠিন ছিল না) এদের একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে বেচে থাকার অথবা পবিত্র থাকার কোন চেষ্টাই করিত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে চোগলখুরী করত। (বুখারী, মুসলিম)

অযু সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ঈমানদার বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে নেয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা যথা নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করাই হল অযু।

নামাযী লোকের মুখ মন্ডল ও হাত পা-অযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে যাবে। আর এই চিহ্ন দেখে হুজুর (সঃ) কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। অযু ব্যতীত নামায হয় না। অযু সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ*

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাজে দাড়াতে উদ্যত হও, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুছেহ কর এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর। (মায়েদা-৬)

অযু সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لَاتُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ -(بخارى - مسلم)

www.icsbook.info

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির অযু ভঙ্গ হয়েছে, অযু না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوَضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ -(بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতকে ডাকা হবে, তখন অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখ মন্ডল উজ্জ্বল ও আলোকোদ্ভাসিত হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ -(بخارى -مسلم)

(৩) হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু করে, তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ সমূহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নীচ হতে ও। (বুখারী, মুসলিম)

গোছল সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ شُعَبِهَا الاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ -(بخارى مسلم)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী লোকের চারটি শাখার মুখোমুখি বসে এবং প্রয়াস পায় (অর্থাৎ মহিলাদের যৌনাঙ্গের মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করবে তখনই গোছল ওয়াজিব হবে) তখন সে অবস্থায় বীর্যপাত না হলেও গোছল ফরজ হয়। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا غْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ ثُمَّ يُخَلِّلَ

www.icsbook.info

بِيَدَيْهِ حَتَّى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ اَرْوٰى بَشْرَتَهُ اَفَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا -(بخاری، مسلم)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুর (সঃ) যখন জানাবাতের (অপবিত্রতা দূর করণার্থে) গোছল করতেন, প্রথমে তিনি দুই হাত ধুতেন এবং নামাজের অযুর ন্যায় অযু করতেন। অতঃপর তিনি (নিম্নরূপে) গোছল করতেন। দুই হাতের দ্বারা চুলগুলো খেলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন মাথার চামড়া ভিজে গিয়েছে, তখন তিনি মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এবং রাসূল (সঃ) একই পাত্র হতে গোছল করতাম এবং দু'হাত দ্বারা পানি নিয়ে নিজ নিজ শরীরে ঢালতাম। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ رضـ قَالَتْ اُمِّ سُلَيْمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنَ الْغُسْلِ اِذَا احْتَمَلَتْ قَالَ لَهُمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ؟ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَا يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا -(متفق عليه)

(৩) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন; একদা উম্মে সুলাইম আনসারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আল্লাহ্ কখনও হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (অতএব আমি লজ্জা ফেলে জিজ্ঞেস করছি) স্ত্রী লোকের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল ফরজ হবে? হুজুর (সঃ) বললেন হ্যাঁ, যখন সে (ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা শরীরে) বীর্য দেখবে। একথা শুনে হযরত উম্মে সালমা লজ্জায় মুখ আবৃত করে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স্ত্রী লোকেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? হুজুর বললেন হ্যাঁ, তুমি কেমন কথা বলছ। তা না হলে সন্তান কি করে মায়ের মত হয়? (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنِّى امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِي اَفَانْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْهِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى

www.icsbook.info

رَأْسِكَ ثَلٰثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ -(مسلم)

(৪) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরকে (সঃ) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। ফরয গোসলের জন্য আমি তা খুলে ফেলব? হুজুর বললেন না, তুমি তোমার মাথার উপরে তিন অঞ্জল পানি ঢালবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তুমি তোমার সারা শরীরে পানি ঢালবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। (মুসলিম)

(٥) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَّكِلاَنَا جُنُبٌ وَكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُوْنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ -(بخارى، مسلم)

(৫) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম (সঃ) নাপাক অবস্থায় দু'জনই একই পাত্র হতে গোছল করতাম। আর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন, আমি শক্ত করে তহবন্ধ (লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়) বেঁধে নিতাম এবং হুজুর (সঃ) আমার সঙ্গে (গায়ে লাগিয়ে) একত্রে শুইতেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لِتَشُدَّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلاَهَا -(موطا امام مالك)

(৬) যায়িদ ইবনে আসলাম হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী থাকে তখন আমার তার সাথে কি ধরনের কাজ জায়েয হবে। হুজুর (সঃ) বললেন, তার লজ্জাস্থানের উপরে কাপড় বেঁধে নাও। অতঃপর তোমার জন্য কাপড়ের উপরে (কামনা পূর্ণ করা) জায়েয আছে। (মুআত্তা ইমাম মালেক)

(٧) عَنْ نَافِعٍ رض عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ رض زَوْجِ النَّبِىِّ ص يَسْاَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ اِزَارَهَا اِلَى اَسْلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا اِنْ شَاءَ -(موطا امام مالك)

www.icsbook.info

(৭) হযরত নাফে (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লা বিন উমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)র কাছে একথা জিজ্ঞেস করার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন যে, হায়েয অবস্থায় পুরুষ কি তার স্ত্রীর সাথে মুবাসারাত করতে পারে? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সে যেন (স্ত্রী লোকটি) তার নীচের দিকে শক্ত করে কাপড় বেঁধে নেয়। অতঃপর যেন পুরুষ লোকটি তার সাথে মুবাসারাত করে। (মোয়াত্তা)

তায়াম্মুম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছে করা। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় (যেমন পাথর, বালি, চুনা পাথর) জিনিস দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গ সমূহ মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা। তায়াম্মুম হচ্ছে ওযু এবং গোছলের বিকল্প। মানুষ যখন কোন কারণে পানি সংগ্রহ করতে কিংবা তা ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতে অপারগ হয় তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুম করা জায়েয। তায়াম্মুম সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ *

"যদি তোমরা রোগগ্রস্ত কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা নারী স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। তা দ্বারা তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাছেহ করবে।" (নিসা-৪৩)

তায়াম্মুম সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَالَنَا طَهُوْرًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ -(مسلم)

(১) হযরত হুজাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, তিনটি বিষয়

www.icsbook.info

সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নামাজে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়ানো ফিরিশতাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে। আর সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদতুল্য করা হয়েছে। আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِي ذَرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بِشْرَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ -(مسند احمد، ترمذى، ابو داؤد)

(২) হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম-দশ বৎসর পর্যন্ত পানি পাওয়া না গেলেও। অবশ্য পরে যদি কখনো পানি পাওয়া যায় তখনই যেন সেই পানি দিয়ে স্বীয় শরীর পবিত্র করে নেয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

মেসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস

প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অজুতে মেসওয়াক করা সুন্নত। অন্য সময় মেসওয়াক মুস্তাহাব। মুখের পবিত্রতা রক্ষা এবং দাঁত ও পেটের পীড়া হতে বাঁচার জন্য দাঁত ও জিহবা পরিষ্কার রাখা অপরিহার্য। মেসওয়াক করার উপরে হুজুর (সঃ) অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিতা গাছের ডালের মেসওয়াকেই উত্তম। মোটায় শাহাদাত আঙ্গুলের মত এবং লম্বায় এক বিঘাত হওয়া বাঞ্চনীয়। পবিত্র লোমের বা নাইলনের ব্রাস এবং পাক বস্তুর টুথপেষ্ট বা পাউডার ব্যবহারেও কোন দোষ নেই। মেসওয়াক সম্পর্কে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَكُلِّ صَلٰوةٍ -(متفق عليه)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের উপরে মাত্রারিক্ত কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার নিয়ত যদি আমার না হতো, তাহলে আমি তাদের কে নির্দেশ দিতাম এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়ার এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাজে মেসওয়াক করার। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِى قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رضـ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ

www.icsbook.info

يَبْدَاءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ -(مسلم)

(২) হযরত শুরাই বিন হানি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর (সঃ) ঘরে ঢুকে প্রথম কোন কাজটি করতেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রথম মেসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

(٣) عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ صـ اذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ -(متفق عليه)

(৩) হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) যখনই তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রে জাগতেন, তখন প্রথমেই তিনি মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিস্কার করে নিতেন। (বুখারী, মুসলিম)

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

تهجد তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ রাত্রি জাগরণ। শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রি দ্বি-প্রহরের পর যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখময় নিদ্রা ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যে নামায আদায় করা হয় তাকে তাহাজ্জুদের নামায বলে। মহানবী (সঃ) এ নামাযকে অতিরিক্ত নামায বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরই বিনিময়ে মহান আল্লাহ মহানবী (সঃ) কে মাকামে মাহমুদে পৌছাবেন। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْبِهٖ نَافِلَةً لَّكَ . عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا .

(১) হে মুহাম্মদ! আপনি নিদ্রা থেকে উঠে রাত্রির কিয়দংশ থাকতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ুন ইহা কেবলমাত্র আপনারই জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এরই বিনিময়ে আপনার প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম আপনাকে প্রশংসিত স্থান দান করবেন।

(বনী ইসরাঈল-৭৯)

(٢) يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ-قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً . نِّصْفَهٗ اَوِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً . اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً .

(২) হে চাদরাচ্ছাদিত মুহাম্মদ! রাত্রির অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে আমার উপাসনা করুন। (যদি তাতে সমর্থ না হন তবে) রাত্রির অর্ধাংশ অথবা কিছু বেশী বা কম সময় দাঁড়িয়ে

www.icsbook.info

নামাযে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সুরে মহাগ্রন্থ কুরআন তিলাওয়াত করুন। অর্থাৎ রাত্রির কিয়দংশ সময় দাঁড়িয়ে মহাগ্রন্থ কুরআন পাঠের সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। (মুযযাম্মিল ১-৪)

তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ مُغِيْرَةَ رض قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ص حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَلَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا : (بخارى - مسلم)

(১) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে এত অধিক দাঁড়ালেন যে, তাঁর দু'পায়ের পাতা ফুলে গেল। তখন বলা হল, হুযুর আপনি কেন এরূপ করেন? অথচ আল্লাহ্ তো আপনার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। হুযুর (সঃ) জওয়াব দিলেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হব না? (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ : (بخارى - مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু পরওয়ার দেগার দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, ওগো! কে আছ, যে (এ সময়) আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দিব। ওগো! কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাবে, আমি তাকে তা দিয়ে দিব। ওগো! কে আছ, যে এ সময় আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ص يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ -(مسلم)

www.icsbook.info

(৩) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই রাতের ভিতর এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলমান ঐ সময়টি পায়, আর তখন দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ হতে কোন কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে তা দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতেই আসে। (মুসলিম)

লাইলাতুল ক্বাদর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

لَيْلَةٌ শব্দ এর অর্থ হলো রাত, ক্বাদর অর্থ হলো তাকদীর, সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব। তাহলে লাইলাতুল ক্বাদরের অর্থ হচ্ছে সম্মানিত রজনী। আলেম সমাজের অধিকাংশের মতে রমযানের শেষ দশ তারিখের কোনো একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ আলেমের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। লাইলাতুল ক্বাদর সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

(১) আমি এ (কুরআন) কে ক্বাদরের রাতে নাযিল করেছি। (ক্বাদর-১)

(٢) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ *

(২) আর ক্বাদরের রাত সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে? (ক্বাদর-২)

(٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ - خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ *

(৩) ক্বাদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (ক্বাদর-৩)

(٤) تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ *

(৪) (সে রাতে) ফেরেশতা ও রূহ, তাদেরকে রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে। (ক্বাদর-৪)

(٥) سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ *

(৫) ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়। (ক্বাদর-৫)

(٦) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ *

(৬) অবশ্যই আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। (দোখান-৩)

(٧) فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ *

www.icsbook.info

(৭) এই রাতের সব ব্যাপারে জ্ঞানগর্ভ ফয়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। (দোখান-৪)

লাইলাতুল ক্বাদর সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض ـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ -(بخارى)

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করা হয়। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض ـ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ يَحْرَمُ خَيْرَهَا اِلاَّ كُلُّ مَحْرُوْمٍ -(ابن ماجه)

(২) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার রমযান মাসের আগমনে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, দেখ এ মাসটি তোমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়েছে। এতে এমন একটি রাত আছে, যেটি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে এর কল্যাণ হতে বঞ্চিত হল, সে যাবতীয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হল। আর চিরবঞ্চিত ব্যক্তি-ই কেবল এর সুফল হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رض ـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -(بخارى)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল-কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে অনুসন্ধান কর। (বুখারী)

লাইলাতুল মিরাজ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মিরাজ শব্দটি আরবী 'উড়জ' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। মিরাজ অর্থ উর্ধ্বারোহণ। পারিভাষিক অর্থে নবুওয়াতের একাদশ সালের ২৭ রজবের গভীর রাত্রে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) জিব্রাঈলের সাথে আল্লাহ্‌র নির্দেশে পবিত্র মক্কা হতে বায়তুল মুকাদ্দাস হয়ে সপ্তাকাশের উপর সিদ্‌রাতুল মুনতাহা পার হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলাকে মিরাজ বলে। মিরাজ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

www.icsbook.info

(١) سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا- اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ *

(১) পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন, যার চতুর্দিকে আমার রহমত ঘিরে রেখেছেন-যেন আমি তাকে কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই। তিনিই সবকিছু শোনেনও দেখেন। (বনী-ইসরাঈল-১)

(٢) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى - اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَايَرٰى *

(২) তিনি যা কিছু দেখিছেন, দিল উহাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। এখন তোমরা কি সেই ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া কর যা সে নিজের চক্ষে দেখেছে? (নাজম-১১-১২)

(٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى-عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى-عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى- اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى - مَازَاغَ الْبَصَرُوَمَا طَغٰى -لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى *

(৩) আর একবার সে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখেছে। যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে। যখন সিদ্‌রাতুল মুনতাহাকে আচ্ছাদিত করছিল, যা আচ্ছাদিত করার ছিল। দৃষ্টি না ঝলসিয়ে গিয়েছে, না সীমা অতিক্রমকারী হয়েছে। আর সে তাঁর রবে- বড় বড় নিদর্শনাদি দেখেছে। (নাজম ১৩-১৮)

লাইলাতুল মিরাজ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ -(بخارى)

(১) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, মিরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ্ বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চিহ্ন ও

www.icsbook.info

নিদর্শনগুলো কুরাইশদেরকে বলে দিতে থাকলাম। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدَسِ -(بخارى)

(২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে মিরাজের রাতে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয় রূপে পরিণত করেছি"-প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঐ দৃশ্য সমূহ (স্বপ্ন নয়) চাক্ষুষ দৃশ্য ছিল। যে রাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কে বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। (বুখারী)

জুম'আর নামায সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

জুম'আর নামায ফরজ। যা আদায় করা অবশ্য পালনীয়, শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতিরেকে কিছুতেই এ নামায ত্যাগ করা যাবে না। হুজুর (সঃ) মক্কা শরীফ হতে মদীনায় যাওয়ার পথে বণী সালেম ইবনে আওস গোত্রে উপস্থিত হলে নামাযের সময় হয়ে যায় এবং হুযুর (সঃ) এখানেই সর্ব প্রথম জুম'আর নামায আদায় করেন। এ নামায মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক মেরুদন্ড দৃঢ়করণের জন্য এক চিরন্তন ব্যবস্থা। সেখানে মুসলমানগণ মিলিত হয়ে যেমনি আল্লাহর ইবাদত করবে, তেমনি দেশ, জাতি তথায় বিশ্বের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং উহার প্রেক্ষিতে বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করবে। জুময়ার নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

হে ঈমানদারেরা! জুময়ার দিন যখন নামাযের জন্যে ডাকা হবে, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর। আর এই হল তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানতে। (জুমুয়া-৯)

www.icsbook.info

জুম'আর নামায সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ -(مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সূর্যোদয় হওয়া দিন সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুম'আর দিন। জুম'আর দিনে-ই হযরত আদম (আঃ)-কে তৈরী করা হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশ্‌ত হতে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর কিয়ামত জুময়ার দিনেই অনুষ্ঠিত হবে। (মুসলিম)

(٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ مَرِيْضٌ اَوْمُسَافِرٌ اَوْ امْرَأَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْمَجْنُوْنٌ اَوْمَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ -(دار قطنى)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে, তার অবশ্যই জুময়ার দিনে জুময়ার নামায আদায় করা কর্তব্য। তবে রোগী, মুসাফির, মহিলা, শিশু, পাগল ও ক্রীতদাস এ কর্তব্য হতে মুক্ত। যদি কোন লোক খেল-তামাশা কিংবা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে এ নামায হতে গাফেল থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র তায়ালা ও তার ব্যাপারে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ্ হলেন মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত। (দারে কুতনী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَيُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْئَالُ اللّٰهُ مِنْهَا خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ : (بخاري - مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেন, অবশ্য অবশ্য জুম'আর দিনে এমন একটা সময় আছে, যখন কোন মুসলিম বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছে কল্যাণকর কিছু কামনা করলে অবশ্যই তাকে তা দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

হালাল রুজি সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন–

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا . وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ . اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ *

(১) হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাকারা-১৬৮)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

(২) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা'হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর। (বাকারা-১৭২)

(٣) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ .

(৩) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। (মায়েদাহ-৫)

হালাল রুজি সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَيُبَالِى الْمَرْءُ مَااَخَذَمِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ (بخارى)–

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না। (বুখারী)

(٢) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ

www.icsbook.info

مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ -(احمد - دارمى - بيهقى)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে মাংস হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ وَاَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَاَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ -(مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। আর আল্লাহ্ মুমিনদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছেন পয়গাম্বরদেরকে। আল্লাহ্ বলেছেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।" (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, "হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য হতে আহার গ্রহণ কর।" অতঃপর হুজুর (সঃ) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললেন, যিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোন পবিত্র স্থানে হাযির হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দোয়া করে আর) বলে, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সব কিছু হারামের, এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্য দিয়েই জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দোয়া কি করে কবুল হবে! (মুসলিম)

(٤) عَنْ عَبْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ -(بيهقى)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরজের পরে ফরজ। (বায়হাকী)

www.icsbook.info

ব্যবসা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

হালাল উপার্জনের যতগুলো পন্থা আছে, তন্মধ্যে হুযুর (সঃ) শ্রমলব্ধ ও ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত আয়কে সর্বোত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যবসা একটি দুনিয়াদারী কাজ। কিন্তু কোন একজন মুসলমান যখন মিথ্যা ও খেয়ানতের আশ্রয় না নিয়ে পূর্ণ সততা সহকারে সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে, তখন তার এ ব্যবসা একটি পবিত্র ইবাদতে পরিণত হয়। ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন ঃ

(١) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۔ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۔ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۔

(১) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে ক্রয় বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। (বাকারা-২৭৫)

(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْاَ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۔

(২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। (নিসা-২৯)

(٣) رِجَالٌ لاَّتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ۔ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۞

(৩) এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (নূর-৩৭)

(٤) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۔ اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۔ وَاِذَا كَالُوْ هُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۔

www.icsbook.info

(৪) পরিতাপ সে সকল পরিমাণকারীদের জন্য, যারা লোকের কাছ থেকে পরিমাণে পুরোপুরি-ই গ্রহণ করে। কিন্তু তাদেরকে দেয়ার বেলায় পরিমাণে কম দেয়। (মুতাফ্‌ফিফীন : ১-৩)

ব্যবসা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ رضـ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اَیُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ -(مشكوة)

(১) হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুযুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! মানুষের যাবতীয় উপার্জনের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে পবিত্র? হুযুর (সঃ) বললেন, মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করে এবং হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যা উপার্জন করে। (মেশকাত)

(٢) عَنْ اَبِیْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِیْ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ -(ترمذی)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক এবং শহীদানদের সাথে থাকবে। (তিরমিযী)

(٣) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَفِیْ رِوَايَةٍ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ -(ابو داؤد)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কারবারের দুই অংশীদারের কোন একজন যে পর্যন্ত খেয়ানতে লিপ্ত না হয় সে পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই অবস্থান করি। কিন্তু তাদের কেউ যখন খেয়ানত শুরু করে, তখন আমি তাদেরকে পরিত্যাগ করি। অন্য এক বর্ণনা মতে তখন তাদের মাঝখানে শয়তান এসে যায়। (আবু দাউদ)

কোরবানী সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

নামায রোযার ন্যায় কোরবানী ও পূর্ববর্তী নবীদের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর ও কোরবানী ওয়াজিব। প্রতিটি স্বচ্ছল মুসলমানকে অবশ্যই কোরবানী করতে হবে। আল্লাহর নামে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে যে জানোয়ার

www.icsbook.info

জবেহ করা হয় তাকে কোরবানী বলে। কোরবানী সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেন–

(১) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ . فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا . وَبَشِّرِالْمُخْبِتِيْنَ *

(১) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। (হজ্জ-৩৪)

(২) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ – كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ـ وَبَشِّرِالْمُحْسِنِيْنَ*

(২) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু পৌছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সৎ কর্মশীলদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (হজ্জ–৩৭)

কোরবানী সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَاعَمِلَ ابْنِ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحَرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهٗ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْابِهَا نَفْسًا : (ترمذى-ابن ماجه)

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, কোরবানীর দিনে মানব সন্তানের কোন নেক কাজই আল্লাহ্‌র নিকটে তত প্রিয় নয় যত প্রিয় রক্ত প্রবাহিত করা। (অর্থাৎ কোরবানী করা) কোরবানীর জানোয়ার গুলো তাদের শিং পশম ও ক্ষুরসহ কিয়ামতের দিন (কোরবানী দাতার পাল্লায়) এনে দেয়া হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ্‌র নিকটে সম্মানিত স্থানে পৌছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কোরবানী করবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)

(২) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا

www.icsbook.info

(ابن ماجة)-

(২) রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, সামর্থ থাকতে যারা কোরবানী করে না, তারা যেন আমার ঈদগাহের কাছেও না আসে। (ইবনে মাযাহ)

আত্মহত্যা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আত্মহত্যা হলো নিজে নিজকে হত্যা করা। আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুষ্কাল একটি মস্ত বড় নিয়ামত এবং আখিরাতের জন্য নেক কাজ করার সীমিত অবকাশ। একে যারা স্বহস্তে খতম করে, তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আত্মহত্যার মত ঘৃণিত কাজের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا - وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۔

তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়ালু। আর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি ও যুলুমের মাধ্যমে এ কাজ করবে, তাকে আমি আগুনে পোড়াবো। এ কাজ আল্লাহর পক্ষে সহজ। (নিসা-২৯-৩০)

আত্মহত্যা সম্পর্কে হাদীস

আত্মহত্যা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

(১) كَانَ بِرَجُلٍ جُرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -(بخارى)

(১) এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম। (বুখারী)

(২) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ صـ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ -(بخارى)

(২) সাবেত ইবনে দাহ্হাক নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সঃ)

www.icsbook.info

বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী)

(٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صد اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِى النَّارِ -(بخارى)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেন, যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে। জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দিবে। (বুখারী)

ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলাম তার অনুসারীদের কে নির্দেশ দিয়েছে যে, অভাবী লোককে প্রয়োজনবোধে কোন রকম স্বার্থ ছাড়াই ঋণ দিবে এবং ঋণ গ্রহীতা যদি সংকীর্ণ হস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অবকাশ দিবে। আর সে যদি একান্ত অপরাগ হয় তাহলে তাকে ঋণ হতে অব্যাহতি দিবে। অপরদিকে কর্য আদায়ের ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যারা দেনা পরিশোধের ক্ষমতা রাখে তাদের উচিত ওয়াদা মোতাবেক দেনা পরিশোধ করা। কেননা কর্য হল বান্দার হক আর তা সে বান্দাহ-ই মাফ করতে পারে যিনি কর্য দিয়েছেন। এমনকি যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছেন, তার যাবতীয় গুনাহ মাফ করা সত্ত্বেও আল্লাহ কর্যের গুনাহ মাফ করবেন না, যে পর্যন্ত ঋণদাতা ব্যক্তি তা মাফ করে না দেয়। তবে কেউ যদি প্রানান্তকর চেষ্টা করেও অভাবের তাড়নায় ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে আশা করা যায় ঋণদাতা দ্বারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে মাফ করিয়ে দিবেন।

ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন।

(١) وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ، وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

(১) আর ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবী হয়, তাহলে তাকে স্বচ্ছল পর্যন্ত অবকাশ দিবে। আর যদি তাকে মাফ করে দাও, তাহলে সেটা তোমাদের জন্য অশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জানতে। (বাকারা-২৮০)

www.icsbook.info

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ*

(২) হে মুমিনগণ! তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিখে নাও। (বাকারা-২৮২)

ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّنْجِيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ -(مسلم)

(১) হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনের দুঃখ কষ্ট হতে বাঁচতে চায় সে যেন দরিদ্র ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দেয়, অথবা তার ঋণ মাফ করে দেয়। (মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ اُوْتِىَ النَّبِىُّ صـ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلٰى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوْا نَعَمْ هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَّخَاءٍ؟ قَالُوْالاَ ، قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ عَلِىُّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ص فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ -(شرح النسه)

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে এক মৃত ব্যক্তিকে হাযির করা হল। উদ্দেশ্য হল নবী করীম (সঃ) তার নামাযে জানাযা আদায় করবে। হুযুর (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ সঙ্গীর কাছে কারো কোন কর্য আছে কি? লোকেরা বললো, হাঁ। হুযুর (সঃ) বললেন কর্য পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ কি সে রেখে গিয়েছে? লোকেরা বললো, "না" হুযুর (সঃ) বললেন, তাহলে তোমাদের সঙ্গীর জানাযা আদায় কর। (আমি পড়ব না) হযরত আলী ইবনে আবু তালিব বললেন, হে আল্লাহ্র নবী (সঃ)! আমি এর দেনা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অতঃপর হুযুর (সঃ) অগ্রসর হয়ে তার নামাযে জানাযা আদায় করলেন। (শরহে সুন্নাহ)

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رض اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ -(مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ একমাত্র দেনা ব্যতীত শহীদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম)

www.icsbook.info

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ -(بخارى)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার ইচ্ছা নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে আত্মসাৎ করার মনোভাব নিয়ে কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে আল্লাহ্ তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেন। (বুখারী)

অসীয়ত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

প্রতিটি স্বচ্ছল মুসলমানের উচিত তার সম্পত্তি হতে কোন একটি অংশ আল্লাহর রাস্তার অসীয়ত করা। তবে এ অসীয়তের পরিমাণ তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অন্যথায় ওয়ারেছীনদের কে বঞ্চিত করার দোষে দোষী হবে। তা ছাড়া যারা শরীয়ত মোতাবেক সম্পত্তির অংশীদার তাদের জন্য ও অসীয়ত জায়েজ নেই। ইসলামী বিধান মোতাবেক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তার দাফন-কাফন অসীয়ত পূর্ণ করার পর, বাকী-স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পদ তার উত্তারাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। অসীয়ত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا، نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ، فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ، اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ، فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْاِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

(১) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হল, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেজগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সবকিছু শোনেন ও জানেন। যদি কেউ অসীয়ত শোনার পর তাতে কোন

www.icsbook.info

রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। যদি কেউ অসীয়ত কারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধ মূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তবে তার কোন গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু (বাকারা, ১৮০-১৮২)

(২) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْاٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ، تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ *

(২) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্গার হব। (মায়েদা-১০৬)

অসীয়ত সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ مَّاتَ عَلٰى وَصِيَّةٍ مَّاتَ عَلٰى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَّمَاتَ عَلٰى تُقًى وَشَهَادَةٍ وَّمَاتَ مَغْفُوْرًا لَّهُ

(ابن ماجه)-

(১) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পত্তি হতে কিছু অংশের) অসীয়ত করে মারা গেল, সে সিরাতুল মুস্তাকিম ও সুন্নত তরীকার উপর মারা গেল, পরহেজগারী ও শাহাদতের উপর মারা গেল। সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

(ইবনে মাযাহ)

www.icsbook.info

(٢) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللّٰهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -(ابن ماجه)

(২) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়ারেছকে তার মীরাস হতে বঞ্চিত করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মীরাস হতে বঞ্চিত করবেন। (ইবনে মাযাহ)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমি মুমিনদের কাছে তাদের জান হতে ও প্রিয়। সুতরাং কোন মুমিন ব্যক্তি যদি দেনা রেখে মৃত্যু বরণ করে, আর তা পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ না রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব হবে আমার। কিন্তু সে যদি কোন সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার উত্তরাধিকার। (বুখারী, মুসলিম)

যাদেরকে বিবাহ্ করা হারাম এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আইয়্যামে জাহিলিয়া যুগে অনেক কুপ্রথার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল যে, তারা কোন কোন হারাম নারী, যেমন বিমাতাকে বিয়ে করতো। এক বোন বিবাহে থাকা অবস্থায় অন্য বোনকে বিয়ে করতো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে অন্য হারাম নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তারা পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম মনে করতো। একেও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এমন কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোকের বৈধতা ও বর্ণিত হয়েছে, যাদের সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ ছিল। যেমন এমন ক্রীতদাসী যে মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে এবং তার প্রথম স্বামী দারুল হরবে থেকে যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ

www.icsbook.info

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ - فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ - وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ *

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে (১) তোমাদের মাতা, (২) তোমাদের কন্যা, (৩) তোমাদের বোন (৪) তোমাদের ফুফু, (৫) তোমাদের খালা, (৬) ভাতিজি, (৭) ভগিনী, (৮) তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে অর্থাৎ দুধমাতা, (৯) তোমাদের দুধ বোন, (১০) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা অর্থাৎ শাশুড়ী, (১১) তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। (১২) তোমাদের ঔরসজাহ পুত্রদের স্ত্রী এবং (১৩) দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো, কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু এবং (১৪) নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। (নিসা- ২৩-২৪)

বিবাহ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

বিবাহের ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে বিবাহ না করলে শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকতে পারবে না, গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য ও রাখে ঐ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহগার থাকবে। আবার নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা রয়েছে।

বিশেষতঃ মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ার ও সম্ভাবনা রয়েছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকগণ সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে। বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

www.icsbook.info

(١) وَاَنْكِحُوا الاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ، اِنْ يَكُوْنُوْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ *

(১) আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তা হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন আর আল্লাহ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞানী। (নূর-৩২)

(٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ *

(২) আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাদের কে নিজ অনুগ্রহে সার্মথ্যবান করে দেন। (নূর-৩৩)

বিবাহ সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ وِجَاءٌ -(بخارى-مسلم)

(১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নওজোয়ানেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, তাদের উচিত বিবাহ করা। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জা স্থানের হেফাযত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে না। তার উচিত কামভাব দমনের জন্যে রোযা রাখা (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -(بخارى-مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَّخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ -(مسلم)

(৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদ স্বরূপ, আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নেককার বিবি। (মুসলিম)

(٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ ثَلٰثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمُ الْمُكَاتِبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ النَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -(ترمذى، نسائى، ابن ماجه)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। (১) ঐ খতদাতা ব্যক্তি, যে তার খতের মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে। (২) সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (৩) সেই মুজাহিদ যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)

(٥) عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَايَدْعُوْا اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ -(ابو داؤد)

(৫) হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কোন ব্যক্তি যখন কোন মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ)

বিবাহের মোহর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মোহর বলা হয় সে মূল্যকে যা বিবাহের সময় বরের পক্ষ হতে পাত্রীকে দেয়ার ওয়াদা করা হয়। বিয়েতে দেনমোহর ছাড়া অন্য কোন শর্ত করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। আর দেনমোহর পাওনা হচ্ছে শুধু স্ত্রী। ইসলামে স্বামীর কোন দেনমোহর নেই এবং তার এরূপ কোন দাবী ও শর্ত করারও অধিকার নেই। আল্লাহর দেয়া এই হক থেকে বঞ্চিত করার যে কোন প্রকার চেষ্টা ও কলাকৌশল ইসলাম সম্মত নয়। শরীয়তে মোহরের অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। বিবাহে দেন মোহর সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

www.icsbook.info

(١) وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

(১) আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দাও। (নিসা-৪)

(٢) فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً *

(২) তাদের মোহর তাদেরকে ফরয হিসাবে দাও। (নিসা-২৪)

(٣) اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْ اَخْدَانٍ .

(৩) যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে,কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। (মায়িদা-৫)

বিবাহের মোহর সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ (بخاری-مسلم)

(১) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চুক্তিসমূহের মধ্যে সেই চুক্তিই পূর্ণ করা সবচেয়ে বেশী জরুরী, যার ফলে তোমরা স্ত্রী লোকের আবরুর মালিক হও। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لَّا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لَّا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ.

(২) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়তে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ এই নিয়তে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

(٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ خَيْرُ الصَّدَقِ اَيْسَرُهُ -(نيل الاوطار)

(৩) উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহরের মধ্যে সেই পরিমাণ মোহর-ই উত্তম, যা আদায় করা সহজ সাধ্য। (নায়লুল আওতার)

www.icsbook.info

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনি ভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা-প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনা কিছুটা বেশী। স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ *

(১) আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (বাকারা-২২৮)

(٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

(২) তারা তোমাদের জন্য পোষাক, এবং তোমরাও তাদের জন্য পোষাক। (বাকারা-১৮৭)

(٣) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ - فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ، وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ .

(৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদের কে সাক্ষাত করতেই হবে। (বাকারা-২২৩)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ *

(১) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করবে, রমযানে রোযা রাখবে, নিজের ইজ্জত আবরুর হেফাযত করবে এবং স্বামী অনুগত থাকবে। বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অধিকার তার থাকবে। (মিশকাত)

www.icsbook.info

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صـ اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ -(نسائى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল যে, মহিলাদের মধ্যে কোন মহিলাটি সবচেয়ে উত্তম? হুযুর (সঃ) বললেন, ঐ মহিলাটি, যার দিকে দৃষ্টি করে স্বামী আনন্দ পায়; যাকে কোন হুকুম করলে সে তা মান্য করে এবং স্বামীর মন মত নয়, এমন কোন কাজ সে নিজের কিংবা নিজের সহায়-সম্পদের ব্যাপারে করে না। (নাসাঈ)

(٣) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ -(ترمذى)

(৩) হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করে, সে অনায়াসে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

(٤) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -(بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বলেছেন, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে শয়নের বিছানায় ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে, ফলে স্বামী রাত্রিভর স্ত্রী উপর অসন্তুষ্ট থাকে, ভোর পর্যন্ত ফিরেশতারা সে নারীকে লা'নত করতে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)

(٥) عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهٗ صَدَقَةٌ -(بخارى-مسلم)

(৫) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরকালের ছওয়াবের নিয়তে যখন কোন ব্যক্তি আপন পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সদকা স্বরূপ হয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় সদকা বা দান করে যেভাবে মানুষ ছওয়াবের অধিকারী হয়, উপরোক্ত ব্যক্তিও নেক নিয়তের ফলে

www.icsbook.info

আপনজনের প্রয়োজনে ব্যয় করেও অনুরূপ ছওয়াবের অধিকারী হবে।) (বুখারী, মুসলিম)

(٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الاَحْوَصِ الْحَشْمِيْ رضـ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صـ فِىْ حَجَّةِ الْوَادَعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ *

(৬) হযরত আমর ইবনে আহওয়াস হাশমী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জের দিন প্রথমত নবী (সঃ) কে হামদ-ছানা পাঠ করতে, তৎপরে জনতাকে উদ্দেশ্য করে ওয়ায-নসীহত করতে এবং শেষে এ কথা বলতে শুনেছিলেন যে, হে জনমন্ডলী! তোমরা মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তোমাদের মহিলারা সংসারে বন্দিনীর ন্যায় তারা প্রকাশ্যে তোমাদের অবাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে কঠোরতা করতে পার না।

যিনা/ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামের মানবিক অপরাধসমূহের যে সব শাস্তি আল-কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সব চাইতে কঠোর ও গুরুতর। ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ যা অনেক অপরাধের সমষ্টি। ব্যভিচার বা যিনা বলতে বুঝায় একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়া ছাড়াই অবৈধভাবে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া। ব্যভিচার সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন–

(١) وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيْلاً .

(১) আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং অসৎ পন্থা। (বনী ইসরাঈল-৩২)

(٢) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *

(২) লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে উহার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক। (আনআম-১৫১)

(٣) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - وَّلاَ تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

www.icsbook.info

الاخِرِ *

(৩) ব্যভিচারিণী (নারী) ও ব্যভিচারী (পুরুষ) তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত করবে, আর আল্লাহর বিধান পালনে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাম্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করে। (নূর-২)

(٤) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ - ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ *

(৪) আর যারা সতী-সাধবী রমণীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অতঃপর 'চারজন (পুরুষ) সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না, আর ওরাই তো ফাসেক। (নূর-৪)

যিনা/ব্যভিচার সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ وَحَوْلَهُ، عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّتُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا .

(১) হযরত ইবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ঘিরে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার হাতে বায়আত গ্রহণ কর এ মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবেনা, তোমাদের নিজেদের সন্তানদেরকে (অর্থাৎ কন্যা সন্তান) হত্যা করবে না, কারো প্রতি জেনে-শুনে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোন ন্যায়সঙ্গত উত্তম কাজের ব্যাপারে আমার অবাধ্য হবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ (এ সকল অঙ্গীকার) পূরণ করবে, তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

(٢) عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رض۔ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص۔ اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ص۔ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَالْقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّیْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -(بخاری-مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কি কি? তিনি বললেন, এগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং অচেতন পবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী, মুসলিম)

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

নারী নির্যাতন সমাজের সর্বস্তরে অত্যন্ত ব্যাপক এবং জঘণ্যভাবে হচ্ছে এ কথাটা আজ স্বীকৃত সত্য। এ নির্যাতন রোধের জন্য সর্বমহল থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই এটাও সত্য। অপরদিকে নির্যাতন কমা তো-দূরের কথা বরং বেড়েই চলছে। এর কারণও প্রতিবিধান খুঁজতে যেয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সঃ) এর হাদীস থেকে যে ধারণা ও পন্থা পাওয়া যায়, তার কোন বিকল্প নেই।

যৌতুক বাংলা শব্দ। আরবী ভাষায় بائنة (বায়েনাহ) دوحة (দাওহাহ) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৌতুক বুঝান হয়। প্রচলিত অর্থে বরের পক্ষ কনের পক্ষ থেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা কিছু আদায় করে থাকেন তারই নাম যৌতুক। ইসলাম যৌতুক প্রথা তো সমর্থন করে-ই না বরং আল্লাহ পাক স্বামীকে স্ত্রীর নির্ধারিত মোহর আদায় করা ফরজ করে দিয়েছেন। নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

(১) তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। (নিসা-১১)

www.icsbook.info

(٢) وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ *

(২) আর তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) কষ্ট দেয়ার জন্য আটকিয়ে রেখোনা, এতে তোমাদের বাড়াবাড়ি করা হবে। যে এরূপ করবে সে নিজের ওপরই যুলুম করবে। (বাকারা-২৩১)

(٣) وَاٰتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً *

(৩) আর স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দাও। (নিসা-৪)

(٤) وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ - فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً *

(৪) এই মুহাররাম স্ত্রী লোকদের ছাড়া অন্যসব নারীদের তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যেন তোমরা নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে হাসিল করার আকাংখা কর। তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং অবাধ যৌন চর্চা প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আস্বাদন করছ তাদের মোহর তাদেরকে ফরজ হিসেবে দাও। (নিসা-২৪)

নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা সম্পর্কে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

(١) مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً بِصَدَاقٍ يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنْ اَدَانَ دَيْنًا يَنْوِىْ اَنْ لاَّ يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ .

(১) যে ব্যক্তি মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে এই নিয়াতে বিয়ে করে যে উক্ত মোহর দিবে না, সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ এই নিয়াতে গ্রহণ করে যে তা শোধ করবে না সে চোর।

(٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -(بخارى - مسلم)

(২) উকবা উবনে আমের (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে শর্তে তোমরা (স্ত্রীদের) লজ্জাস্থান হালাল কর তা অবশ্যই তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

জান্নাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

جنة (জান্নাত) শব্দটি আরবী। যার অর্থ বাগান। ফারসী ভাষায় যাকে বলে বেহেশ্ত। জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্যান বাগান, সুখময় স্থান ইত্যাদি। আর পরিভাষায় পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানের পর মু'মিনের অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সুসজ্জিত আবাস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে জান্নাত বা বেহেশ্ত বলে।

জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ٠

(১) তোমরা তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারের ক্ষমা লাভের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও এবং সে জান্নাতের প্রতি যার আয়তন আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সমান। (আলে-ইমরান-১৩৩)

(٢) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ٠

(২) হে মুহাম্মদ! আপনি সুসংবাদ প্রদান করুন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। (বাকারা-২৫)

(٣) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ٠ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٭ ٠

(৩) আল্লাহ মুমিন নর-নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান সেথায় তারা চিরদিন থাকবে। এই চির সবুজ শ্যামল জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন বসবাসের স্থান। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর তা হবে তাদের জন্যে সবচেয়ে বড় সাফল্য। (তাওবা-৭২)

(٤) وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ٠

(৪) জান্নাতে তোমাদের জন্য তোমাদের মন যা চাবে তা-ই দেয়া হবে এবং তোমরা

www.icsbook.info

সেখানে যা চাবে তা-ই পাবে। (হা-মীম সিজদা-৩১)

(৫) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ . فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ . وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ . وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ . وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى .

(৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য ওয়াদাকৃত জান্নাতের নমুনা হলো এই যে তাতে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাসমূহ, চির সুস্বাদু দুধের প্রবাহ এবং পানকারীদের জন্য বিশেষ স্বাদযুক্ত পানীয়ের প্রবাহ এবং বিশুদ্ধ নহরসমূহ। ঝর্ণাধারা প্ররাহমান হবে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মধুর। (মুহাম্মদ-১৫)

জান্নাত সম্পর্কে হাদীস

(১) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصّٰلِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَعَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ : (بخارى - مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন সব নিয়ামত তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ ও তা সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلاَ يَتْفُلُوْنَ وَلاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَخْتَصِمُوْنَ قَالُوْا مَابَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا تُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ -(مسلم)

(২) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই জান্নাত -বাসীরা জান্নাতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবে। কিন্তু তাদের থুথু ফেলার, পেশাব-পায়খানা করার কিম্বা নাক ঝাড়ার প্রয়োজন হবে না। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, অদের ভক্ষ্যবস্তুর (পেটে) কি দশা হবে? হুজুর (সঃ) বললেন, ঢেকুর ও পরিস্নার মাধ্যমে বের হবে। কিন্তু মেশকের সুগন্ধ বের হবে। আর জান্নাতবাসীর অন্তরে আল্লাহ্র তাসবীহ্ ও তাহমীদ

www.icsbook.info

এমনভাবে বেধে দেয়া হবে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস। (অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সোবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতে থাকবে। (মুসলিম)

জান্নাতের আটটি স্তর রয়েছে এবং এ স্তর অনুযায়ী আটটি নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস - (جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ)

(২) দারুল মাকাম - (دَارُ الْمَقَامِ)

(৩) জান্নাতুল মাওয়া - (جَنَّةُ الْمَأْوٰى)

(৪) দারুল কারার - (دَارُ الْقَرَارِ)

(৫) দারুস সালাম - (دَارُ السَّلَامِ)

(৬) জান্নাতুল আদনে - (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

(৭) দারুন নায়ীম - (دَارُ النَّعِيْمِ)

(৮) দারুল খুল্দ - (دَارُ الْخُلْدِ)

জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

جهنم (জাহান্নাম) শব্দটি আরবী। যার অর্থ শাস্তির স্থান। আরবীতে জাহান্নামকে نار-ও বলে, যার অর্থ আগুন। ফারসী ভাষায় যাকে বলে দোযখ। জাহান্নাম শব্দের আভিধানিক অর্থ দুঃখময় স্থান, শাস্তির জায়গা ইত্যাদি। আর পরিভাষায় শেষ বিচারের দিন যারা অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাকেই জাহান্নাম বলে। জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ . لاَ يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا . كَذَالِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ *

(১) আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (ফাতির-৩৬)

(٢) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا - لِّلطّٰغِيْنَ مَابًا - لّٰبِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا -

www.icsbook.info

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا - اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا - جَزَآءً وِّفَاقًا - اِنَّهُمْ كَانُوْا لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا - وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا *

(২) নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালংঘন কারীদের আশ্রয়স্থল রূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেথায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত ঠান্ডা এবং কোন পানীয় আস্বাদন করবে না। উহাই তাদের উপযুক্ত প্রতিফল। তারা কখনও হিসেবের আশা করত না এবং তারা আমার আয়াত সমূহকে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (নাবা ২১-২৮)

(٣) اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى*

(৩) যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো জাহান্নাম। সেথায় সে মরবেও না বাঁচবেও না। (ত্বাহা-৭৪)

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ *

(৪) যারা (আল্লাহর নির্দেশের অবমাননা করে) কুফরী করেছে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে (এ সব কিছু) এবং এর সমান বস্তু ও যদি এর সাথে দেয়া হয় তবু তা তাদের পক্ষ হতে গৃহীত হবে না। বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না; আর তাদের জন্য রয়েছে অসীম অনন্তকাল স্থায়ী আযাব। (মায়িদাহ ৩৬-৩৭)

(٥) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ .

৫। (আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণকারী) গুনাহগার লোকেরা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। (যুখরুফ-৭৪)

www.icsbook.info

জাহান্নাম সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَهْ قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَّسِتِّيْنَ جُزْءً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا :

(بخارى – مسلم)

(১) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের এ পৃথিবীস্থ অগ্নি তাপের দিক দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির সত্তর ভাগের একভাগ। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহ্‌র নবী! কেন, এ আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? হুজুর (সঃ) বললেন, দুনিয়ার অগ্নি হতে জাহান্নামের অগ্নিকে (দাহিকা শক্তির দিক দিয়ে) উনসত্তর অংশে বর্ধিত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضـ عَنِ النَّبِىِّ صـ قَالَ اُرْقِدَ عَلَى النَّارِ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى احْمَرَّتْ ثُمَّ اُرْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى ابْيَضَّتْ ثُمَّ اُرْقِدَ عَلَيْهَا اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى اسْوَدَّتْ فَهِىَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ : (ترمذى)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামের অগ্নিকে হাজার বছর যাবত তাপ দেয়া হয়েছিল, ফলে তা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছিল। অতঃপর তাকে আরও হাজার বছর তাপ দেয়া হয়েছিল যার ফলে তা শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায় আরও হাজার বছর উত্তপ্ত করার পরে উক্ত অগ্নি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। ফলে তা নিবিড় কালো অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে। (তিরমিযী)

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে এবং সে অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

(১) জাহান্নাম – (جَهَنَّمُ)
(২) হাবিয়াহ্ – (هَاوِيَةٌ)
(৩) জাহীম – (جَحِيْمُ)
(৪) সাক্বার – (سَقَرْ)
(৫) সায়ীর – (سَعِيْرُ)
(৬) হুতামাহ – (حُطَمَةٌ)
(৭) লাযা – (لَظٰى)

www.icsbook.info

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য। তাঁর মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হল ৪টি। যা আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ- وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (হজ্জ-৪১)

ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ اَيُّمَا وَالٍ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَلَمْ يَنْصَحْ لَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدْ كَنُصْحِهِ وَجُهْدِهِ لِنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِى النَّارِ -(طبرانى)

(১) মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল-কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও খিদমতের জন্য এতটুকু চেষ্টা ও করল না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

(তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

(٢) عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ هُوَ فِى النَّارِ .

(২) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে দোযখে যাবে। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ

www.icsbook.info

شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ -(مسلم)

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে, তবে তুমি ও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (মুসলিম)

ইসলামে নির্বাচন সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলামী রাষ্ট্রের কোন পদে প্রার্থী হওয়া বা নিজকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করানোর অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রে নেই। ইসলামী শরীয়তে এটা সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোন পদের জন্য অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েজ। কেননা, তাতে নিজের কোন লোভের আশ্রয় থাকে না। ব্যক্তির নিজের প্রার্থী হওয়া শরীয়তে অবৈধ এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি যদি প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা দেয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে তখন তা আর নাজায়েজ হতে পারে না। আর বর্তমানকালে অনেক সময় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলো এমন জটিল হয়ে দেখা দেয় যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী না হলে চলে না। জনসাধারণকে ভালোভাবে জানাতে হবে যে, সমাজের মধ্যে কোন লোকেরা সত্যিই নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। এরূপ অবস্থায় ব্যক্তি নিজেকে কোন পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য জনগণের সামনে পেশ করার অর্থ হবে জনগণকে জানিতে দেয়া কি ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে। এবং সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সুযোগ করে দেয়া। ইসলামে নির্বাচন সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন-

(١) وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ.

(১) এবং হে নবী! তুমি তাদের সঙ্গে (মুসলিম জনগণের সঙ্গে) যাবতীয় সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শ কর। (আলে ইমরান-১৫৯)

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ .

(২) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াও। (নিসা-১৩৫)

(٣) قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ *

www.icsbook.info

(৩) ইউসুফ বলল, আমাকে দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল বানিয়ে দাও, আমি অধিক সংরক্ষণকারী ও বিষয়টি সম্পর্কে অধিক অবহিত। (ইউসুফ-৫৫)

ইসলামে নির্বাচন সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ بَايَعَ اَمِيْرًا عَنْ غَيْرِ مُشْوَرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ بَيْعَةَ لَهُ وَلاَالَّذِىْ بَايَعَهُ -(مسند احمد)

(১) রাসূল (সঃ) বলেন, মুসলিম জনগণের সাথে পরামর্শ না করে তাদের মত জেনে না নিয়ে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়'আত করলে বা মেনে নিলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসনাদে আহমদ)

(٢) قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ وَاَمْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الاَرْضِ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا -(ترمذى)

(২) রাসূল (সঃ) বলেন, তোমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলে তোমাদের জীবন মৃত্যুর তুলনায় শ্রেয়। (তিরমিযী)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যারা পদকে ভীষণভাবে অপছন্দ করে। অতঃপর যখন তাতে সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তোমরা তাদেরকে সর্বোত্তম লোক হিসেবে পাবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَتَسْئَلِ الاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا -(بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেন, তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নেতৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল্লাহর কোন সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোন রকম প্রার্থনা করা ব্যতীত তুমি নেতৃত্ব লাভ কর, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে।

(বুখারী, মুসলিম)

www.icsbook.info

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজী সেকিউলারিজম শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ، ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا *

"তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নির্দশনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (কাহাফ, ১০৪-১০৬)

যুলুম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

যুলুম মহান আল্লাহর নিকট এমন একটি জঘণ্য অপরাধ যা তিনি কোন অবস্থায়ই বরদাশত করতে পারেন না। তাই বলা হয়েছে, জোর-জবর-দস্তি করে সামান্য পরিমাণ জমিও যদি কেউ আত্মসাৎ করে তবে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বিচার দিবসে তার এরূপ জঘণ্য কাজের শাস্তি স্বরূপ তাকে সাত তবক জমিনের নীচে নিক্ষেপ করে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। মাযলুম ব্যক্তির ফরিয়াদ মহান আল্লাহ্র দরবারে অতি দ্রুত পৌঁছে থাকে, এমনকি তা সাথে সাথে মঞ্জুর ও করা হয়ে থাকে। যুলুম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

www.icsbook.info

(١) وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ، اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الاَبْصَارُ ، مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لاَيَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ - وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ، نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ *

(১) যালেমদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো উদাসীন মনে করো না। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে, তারা মাথা উচু করে ভীত বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে ফিরবে না, এবং তাদের হৃদয়সমূহ দিশেহারা হয়ে যাবে। মানুষকে আযাব সমাগত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। সেদিন যালেমরা বলবে হে আমাদের প্রভু! অল্প কিছুদিন আমাদেরকে সময় দাও, তাহলে আমরা তোমার দাওয়াত কবুল করবো এবং রাসূলদের অনুসরণ করবো। (ইব্রাহীম-৪২-৪৪)

(٢) وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ *

(২) যুলুমবাজরা তাদের যুলুমের পরিণতি অচিরেই জানতে পারবে। (আশ-শু'আরা-২২৭)

(٣) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

(৩) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (আশ-শুরা-৪২)

اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ .

(৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না।

যুলুম সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاَ لاَتَظْلِمُوْا اَلاَ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ -(بيهقى)

www.icsbook.info

(১) নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা যুলুম করবে না। সাবধান! সন্তুষ্টি মনে এজাযত দান ব্যতীত কারো মাল কারো জন্য হালাল হবে না। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ رض اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اِنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الاِسْلَامِ -(بيهقى)

(২) হযরত আওস ইবনে সুরাহবীল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি যালিমকে যালিম বলে জানা সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে। সে ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে। (বায়হাকী)

(٣) عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ زَيْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -(بخارى-مسلم)

(৩) হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জুলুম করে অপরের এক বিঘৎ জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(٤) عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْمَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ -(بخارى-مسلم)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমার মুসলমান ভাই যালেম হোক, কিংবা মযলুম হোক; তাকে তুমি সাহায্য করবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর নবী! মযলুমকে তো আমি সাহায্য করতে পারি, কিন্তু যালেমকে আমি কি করে সাহায্য করব? হুযুর (সঃ) বললেন, তুমি তাকে যুলুম হতে বিরত রাখবে, এটাই হবে তোমার জন্য তাকে সাহায্য করা। (বুখারী, মুসলিম)

সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে হাদীস

স্রষ্টার ইবাদতের পরে যে কাজ ইসলামে অধিক গুরুত্ব রাখে তা হচ্ছে সৃষ্টির সেবা। অর্থাৎ সমাজের আশ্রয়হীন দুর্বল ও অসহায় লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও

www.icsbook.info

ইবাদতের একটি শ্রেণীবিভাগ। সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে হাদীস শরীফে রাসূল (সঃ) বলেন।

(١) عَنْ اَنَسٍ رضـ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ (بيهقى)-

(১) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, গোটা সৃষ্টিকূল আল্লাহ্র পরিবার। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। (বায়হাকী)

(٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبَقُوْهُ بِعَمَلٍ اِلاَّ الشَّهَادَةَ -(بيهقى)

(২) সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন। সফরে দলনেতা তাদের খাদেম। যে ব্যক্তি খেদমত করে তাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে-কোন ব্যক্তিই অন্য কোন কাজের মাধ্যমে তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তবে শহীদের মর্যাদা সৃষ্টির সেবাকারীর মর্যাদার অনেক উর্ধ্বে। (বায়হাকী)

শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহ সম্পর্কে হাদীস

(١) جَاءَ اَعْرَبِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صـ فَقَالَ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صـ اَوَاَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

(بخارى - مسلم)-

(১) একদা একজন বেদুঈন মহানবী (সঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল আপনারা কি শিশুদেরকে চুম্বন করেন? আমরা কিন্তু তাদেরকে চুমা দেই না। তখন মহানবী (সঃ) বললেন, মহান আল্লাহ্ পাক যদি তোমার অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নিয়ে যান আমি তার কি করতে পারি? (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَبَّلَ النَّبِىُّ صـ اَلْحَسَنَ ابْنَ عَلِىٍّ رضـ فَقَالَ الاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ لاَيَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ -(بخارى-مسلم)

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) হাসান ইবনে আলীকে

www.icsbook.info

চুমো খেলেন। তা দেখে আকরা ইবনে হাবিস বললেন, আমার তো দশটি সন্তান আছে। কিন্তু তাদের একজনকেও চুমো খাইনি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জবাবে বললেন, যে অন্যের প্রতি স্নেহ মমতা করে না তার প্রতিও স্নেহ মমতা করা হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

(٣) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلصِّبْيَانُ مِنْ رَّيْحَانِ اللّٰهِ -(ترمذى)

(৩) রাসূল (সঃ) বলেছেন, শিশুরা আল্লাহ্‌র ফুল। (তিরমিযী)

রুগীর হক সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ -(بخارى)

(১) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দিবে, রোগীর পরিচর্যা করবে এবং বন্দীকে মুক্ত করে দিবে। (বুখারী)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَاهُنَّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, মুসলমানের একের উপর অন্যের ছয়টি হক রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র নবী! সেগুলো কি? রাসূল (সঃ) বললেন যখন তুমি কোন মুসলমানের দেখা পাবে, তখন সালাম দিবে। যখন কেহ তোমাকে দাওয়াত দেয়, তার দাওয়াত কবুল করবে। কেউ উপদেশ চাইলে তাকে উপদেশ দিবে। হাঁচি দিয়ে যখন "আলহামদুলিল্লাহ্" বলে তুমি তার জওয়াবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ্" বলবে। রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাবে। আর কেহ মরে গেলে তার জানাযা ও দাফনে শরীক হবে। (মুসলিম)

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْعُدْتَّهُ لَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ -(مسلم)

www.icsbook.info

(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ (কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে) বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি করে রোগাক্রান্ত হলে যে আমি তোমার সেবা করতে আসব অথচ তুমি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। আল্লাহ্ বলবেন, আমার অমুক বান্দার পীড়িত হওয়া সম্পর্কে তুমি অবগত ছিলে, অথচ তুমি তার সেবা করতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তার সেবা করতে যেতে, তাহলে আমাকে তুমি সেখানে পেতে। (মুসলিম)

পশু-পাখির হক সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَنْظَلِيَةَ رض قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص بِبَعِيْرٍ قَدْ الْحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً -(ابو داؤد)

(১) হযরত সোহাইল ইবনে হানযালিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সঃ) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (ক্ষুধায়) যার পেট-পিট এক হয়ে গিয়েছিল। হুযুর (সঃ) বললেন, এ বাকহীন পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা উত্তম অবস্থায় এর উপর আরোহন করবে এবং উত্তম অবস্থায় তাকে ছেড়ে দিবে। (অর্থাৎ সুস্থ সবল অবস্থায় এর উপর আরোহন করবে এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ার পূর্বেই পিঠ হতে অবতরণ করবে)। (আবু দাউদ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَاَعْطُوْا الاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ -(مسلم)

(২) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) বলেছেন। প্রাচুর্যের পথে তোমরা যখন সফর করবে। তখন তোমরা তোমাদের উটগুলোকে মাটি থেকে তার হক (ঘাস-পানি) নিতে অবকাশ দিবে। আর তোমরা যখন অজন্মার সময় (ঘাস-পানিবিহীন এলাকা হতে) সফর করবে, তখন তড়িৎ উটগুলোকে চালাবে। যাতে উটগুলো পথিমধ্যে ঘাস পানির অভাবে কষ্ট না পায় এবং মনযিলে পৌছে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। (মুসলিম)

www.icsbook.info

ঘুম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ঘুম আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহ পাক ঘুম ও বিশ্রামের জন্য রাত্র সৃষ্টি করেছেন। মানুষও জীব-জন্তুকে স্বভাবগত কারণেই নিদ্রা আচ্ছন্ন করে থাকে। নিদ্রা ক্লান্তি দূর করে কাজের উপযোগী করে দেয়। ঘুম সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا *

(১) তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত্র সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। (মু'মিন-৬১)

(٢) وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ، وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ، وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا *

(২) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী, রাত্রিকে করেছি আবরণ, দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়। (নাবা, ৯-১১)

(٣) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا *

(৩) তিনি তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে। (ফুরকান-৪৭)

মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে প্রত্যেক প্রাণী আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর আল্লাহর দরবারে চলে যাওয়াই হলো মৃত্যু। প্রতিটি প্রাণীর মৃত্যু আল্লাহতায়ালার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন প্রাণীর মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। মৃত্যু যে অনিবার্য সত্য সে সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –

(১) প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান পাবে। (আলে-ইমরান, ১৮৫)

www.icsbook.info

(٢) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً–

(২) আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। (আলে-ইমরান, ১৪৫)

(٣) اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتَ وَلَوْكُنْتُمْ فِى بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ *

(৩) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়া ও.করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভিতরে ও অবস্থান কর. তবুও! (নিসা-৭৮)

(٤) اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ .

(৪) নিশ্চয় আপনার ও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (যুমার-৩০)

(٥) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *

(৫) আপনি বলে দিন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন করছ, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদের কে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (জুমুআহ-৮)

(٦) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا .

(৬) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। (মুনাফিকুন-১১)

মৃত্যু সম্পর্কে হাদীস

(১) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে ওফাতের তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যু বরণ না করে। (মুসলিম)

(২) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ার সুখ-সম্পদ ও স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। (তিরমিযী)

(৩) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎ কাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং তাদের দুষ্কর্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না।

www.icsbook.info

(৪) একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) একজন মুমূর্ষু যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজকে কেমন বোধ করছ? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আমি আল্লাহর রহমতের আশা রাখি, সেই সাথে আমার গুনাহসমূহের ভয় করি। তিনি বললেন, মৃত্যুকালে কোন বান্দার অন্তরে এ দু'টি বিষয় একত্র হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেন যা আশা রাখে এবং তাকে তিনি নিরাপদ রাখেন যা হতে সে ভয় করে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

(৫) রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং উহা আসার পূর্বেই যেন উহাকে আসতে আহ্বান না জানায়। কারণ যখন সে মরে যাবে, তার নেককাজ বন্ধ হয়ে যাবে অথচ মুমিনের দীর্ঘ জীবন নেকীই বৃদ্ধি করে। (মুসলিম)

হত্যা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

যে কোন অবৈধ হত্যা কান্ড গোটা মানব জাতির হত্যার শামিল। যারা বৈধ কারণ ছাড়া আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণকে হত্যা করে তারা মহাপাপী। যে একটা প্রাণকে বাঁচালো সে যেন গোটা মানবজাতিকে বাঁচালো। অন্যায় ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا *

(১) যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হন, অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভয়ংকর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (নিসা-৯৩)

(٢) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا . وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا *

(২) এ কারণেই আমি বণী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। (মায়িদা-৩২)

www.icsbook.info

হত্যা সম্পর্কে হাদীস

(১) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হত্যাকারীর ফরয-নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। (তিরমিযী)

(২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে হত্যা সম্বন্ধে বিচার করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

(৩).রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল" তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (১) হত্যার বদলে হত্যা-(২) বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করার জন্য হত্যা (৩) ধর্ম ত্যাগ করার জন্য হত্যা। (মিশকাত)

(৪) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্রের দ্বারা আপন ভাইয়ের প্রতি (কোন মুসলমানের প্রতি) ইশারা করে, আল্লাহর ফেরেশতাগণ তার প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন। (মুসলিম)

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজন মুসলমান হত্যা করা অপেক্ষা আল্লাহ পাকের দরবারে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করা সমধিক সহজ। (তিরমিযী)

(৬) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সাতটি জিনিস মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে, তার মধ্যে দু'টি হল আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ও কাউকে হত্যা করা। (মুসলিম)

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থ হচ্ছে সন্তান জন্মকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। জন্মনিয়ন্ত্রণ আজ আধুনিক সমাজে এক সংক্রামক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

(١) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا - كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ .

(১) পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেননি এবং তিনিই প্রত্যেকের ঠিকানা এবং শেষ বিদায়ের স্থান অবগত আছেন। এ সবই একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লেখা আছে। (হুদ-৬)

(٢) اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ .

(২) নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক বস্তুকে হিসেব মতে সৃষ্টি করে থাকি।

www.icsbook.info

(٣) وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ .

(৩) আমি সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর নই।

(٤) وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا .

(৪) তোমরা অভাবের আশংকায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহা অপরাধ। (বনী ইসরাঈল-৩১)

(٥) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ - وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ، وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ .

(৫) আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিজিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিজিকদাতা তোমরা নও, এমন কোন বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসেব অনুসারে বিভিন্ন সময় রিজিক নাজিল করে থাকি। (হিজর ২০-২১)

(٦) وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّتَحْمِلُ رِزْقَهَا-اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ *

(৬) অসংখ্য জীব রয়েছে যারা কোন মওজুদ খাদ্যভান্ডার বয়ে বেড়ায় না অথচ আল্লাহ-ই এদের রিজিক দিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদের ও রিজিকদাতা। (আনকাবুত-৬০)

(٧) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ .

নিঃসন্দেহে আল্লাহতায়ালাই রিজিকদাতা, মহা শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত। (যারিয়াহ-৫৮)

(٨) لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ - يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ .

(৮) আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্বাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। (শূরা-১২)

(٩) فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ *

(৯) সুতরাং আল্লাহর কাছে রিজিক অনুসন্ধান করো, তারই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (আনকাবুত-১৭)

www.icsbook.info

(١٠) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰـى فِى الاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ .

(১০) আর যখন সে ক্ষমতা হাতে পায়, তখন আল্লাহ্র দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ফল-শস্য ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। (বাকারা-২০৫)

(١١) وَلاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ .

(১১) (শয়তান বললো) আমি আদম সন্তানদের হুকুম দেবো আর এরা তদনুযায়ী সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদল করবে। (নিসা-১১৯)

(١٢) وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ - اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ .

(১২) তোমরা শয়তানের অনুকরণ করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সে তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ দান করে। (বাকারা ঃ ১৬৮-১৬৯)

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে হাদীস

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে আজল হচ্ছে একটি পদ্ধতি। আর আজল হল, স্ত্রী সংগমকালে চরমানন্দের পূর্ব মুহূর্তে পুরুষাঙ্গকে স্ত্রী অঙ্গ থেকে বের করে বাইরে বীর্যপাত করা।

অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্য প্রবেশ করতে না দেয়া যেমন সংগমের পূর্বে পুরুষাঙ্গে কনডম ব্যবহার করে স্ত্রী সংগম করা।

(١) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضــ اَنَّهُ قَالَ اَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَاَلْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صــ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَنَا وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ مَامِنْ نَسْمَةٍ كَائِنَةٍ اِلـى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٍ -(مسلم)

(১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এল, আমরা আজল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ কর? তোমরা কি এরূপ কর?? তোমরা কি এরূপ কর??? কিয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই।

(মুসলিম)

www.icsbook.info

(٢) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ رض قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَامِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ خَلَقَ شَيْئٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْئٍ -(مسلم)

(২) আবু সাঈদ খুদরী (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সবটুকু পানিতে সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই উহা রোধ করতে পারে না। অর্থাৎ আজল করার সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গে বীর্যের সামান্য অংশও পতিত হলে সন্তানের জন্ম হবে। তবে কেন অনর্থক আজল করতে চাও? (মুসলিম)

বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের ধর্ম। বিজ্ঞান মূলতঃ স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনের জন্য সুশৃংখল পরীক্ষিত জ্ঞানই বিজ্ঞান। কুরআনে বিজ্ঞান কথাটির সমার্থক বলতে হিকমাহকে বুঝায়। কুরআনে করীমে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য অসংখ্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিজ্ঞান সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে বলেন–

(١) يٰسٓ . وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ *

(১) ইয়া-সীন। বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।

(٢) يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ . وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا . وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الاَلْبَابِ .

(২) মহান প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম যাকে ইচ্ছা বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান দান করেন এবং যাকে হিকমত বা বিজ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান। (বাকারা-২৬৯)

(٣) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ .

(৩) নিশ্চয়ই আকাশ-জমিনের সৃষ্টি রহস্যে এবং দিবসে ও রজনীর আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য মহান স্রষ্টার নিদর্শন রয়েছে। (আলে-ইমরান-১৯০)

www.icsbook.info

(১) عَنْ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ : (بخارى - مسلم)

১) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করে থাকেন। (বুখারী, মুসলিম)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا : (ترمذى)

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত কথা ঈমানদার ব্যক্তির হারানো সম্পদ। সে সম্পদ যে যেথায় পাবে, সে-ই হবে উহার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। (তিরমিযী)

পাহাড় সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

পাহাড় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক বৈচিত্র সৃষ্টি। পাহাড়ের সৌন্দর্য মানুষের মনপ্রাণ কেড়ে নেয়। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করেছেন যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পাহাড় সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন–

(١) وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ‏.

(১) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (নাহ্‌ল-১৫)

(٢) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ، وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ‏.

(২) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (আন-নাবা ঃ ৬-৭)

(٣) وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا

www.icsbook.info

سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۔

(৩) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি। যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (আম্বিয়া-৩১)

মধুর উপকারিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্যে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যেও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। মধুর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেন-

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً، يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۔

এরপর সর্ব প্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (নাহ্ল-৬৯)

দুধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চেয়ে উত্তম কোন খাদ্য নেই, তাই আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ। যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্যে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যা মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

www.icsbook.info

দুধ সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الاَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ *

আর তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা নিহিত রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত খাটি দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (নাহল-৬৬)

গাছের উপকারিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

গাছ মানুষের পরম বন্ধু, গাছ সৃষ্টির এক অনুপম সৌন্দর্য। বৃক্ষ তরুলতার সৌন্দর্য আল্লাহ নিজে কুদরতের হাতে গড়েছেন। সবুজ গাছপালা আমাদের জীবন ও জীবিকা। আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। যেমন গাছ আমাদেরকে (O_2) অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং (CO_2) কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখে। গাছের উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(১) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ *

(১) এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সেজদারত আছে। (আর-রহমান-৬)

(২) وَالاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ، فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الاَكْمَامِ ، وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ .

(২) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (আর-রহমান ঃ ১০-১২)

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক বিষবৃক্ষের আরেকটি বিষফল হচ্ছে মাদকাসক্তি। এ মাদকাসক্তি বর্তমানে সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। বর্তমানে প্রচলিত মাদকদ্রব্য হল মদ, গাজা, হেরোইন,

www.icsbook.info

ফেনসিডিল, প্যাথেডিন ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় যে এর ব্যবহার কারীদের অধিকাংশই হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারে মানুষ যে শুধু নেশাগ্রস্থ হয়ে মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তা নয় বরং তা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য পশুতে রূপান্তরিত করে দেয়। তাই দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ছিনতাই, রাহাজানী, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের মত জঘণ্য অপরাধসমূহ এ সব পশুবৎ মাদকাসক্তদের হাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

(١) يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

(১) হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা, লটারী এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা উহা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। (মায়েদা-৯০)

(٢) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

(২) শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকর ও নামায হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে কি বিরত থাকবে? (মায়েদা-৯১)

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে হাদীস

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ . -(بخارى)

(১) হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ .

www.icsbook.info

(২) ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন শরাব এমন সময় হারাম হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদ ও ছিল না।

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرٍ وبْنِ الْعَاصِ قَالَ لاَتَعُوْدُ وَشُرَّابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا -(الادب المفرد)

(৩) আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না। (আদাবুল মুফরাদ)

ফিরিশতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ফিরিশতা ফারসী শব্দ। এর আরবী প্রতিশব্দ مَلَكٌ বহু বচনে مَلٰئِكَةٌ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ফিরিশতা বা স্বর্গীয় দূত। ফিরিশতারা আল্লাহর সৃষ্ট আদি জান্নাতবাসী নূরের তৈরী জীব। ফিরিশতা নূরান্বিত ও জ্যোতির্ময় অবয়ব সম্পন্ন। তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন, পানাহার করেন না, নিদ্রাও যান না। ফিরিশতা পুরুষ ও নন, স্ত্রীও নন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাঁর গুণকীর্তন করেন, নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে সদা নিয়োজিত থাকেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করেন না। ফিরিশতাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা ঈমানের একটি অঙ্গ। ফিরিশতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন-

(١) كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

(১) তাদের (রাসূল ও মুমিনগণ) প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান এনেছে। (বাকারা-২৮৫)

(٢) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُوْنَ .

(২) তারা (ফিরিশতারা) দিবা রাত্রি তারই (আল্লাহর) তাস্‌বীহ পাঠ করে, কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না। (আম্বিয়া-২০)

(٣) لاَ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاأَمَرَ هُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ .

(৩) আল্লাহ তাদের (ফিরিশতাগণ) কে যে আদেশ করেন তারা কখনো সেটার বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা শুধু তাই পালন করে। (তাহরীম-৬)

www.icsbook.info

(٤) لاَ يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ٠

(৪) তারা (ফিরিশতাগণ) তার (আল্লাহ্‌র) সম্মুখে কখনো কথা বলতে পারে না, বরং তারা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন। (আম্বিয়া-২৭)

মুসলিম জাতির পিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

আজ মুসলিম জাতি আল্লাহ প্রদত্ত আল-কুরআনের শিক্ষা ভুলে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নেতাকে জাতির পিতা বলে সম্বোধন করছে। আর তা নিয়ে বিতর্কের ও শেষ নেই। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ই হলেন মুসলিম জাতির পিতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ - مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ، هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ، مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে পছন্দ করছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। পূর্বেও এবং এই কুরআনেও যাতে তোমাদের জন্য রাসূল সাক্ষ্যদাতা হয় আর তোমরা মানবমন্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও। (হজ্জ-৭৮)

কাবাঘর ও তার মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

মহান আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য দুনিয়ার বুকে ফেরেশ্‌তা কর্তৃক সর্বপ্রথম সে ঘরখানা নির্মাণ করা হয়েছিল, তা হল পবিত্র কাবা শরীফ বা বায়তুল্লাহ। দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাবান এই কাবাঘরে এক রাকাত নামায অন্য জায়গার এক লক্ষ রাকাত নামাযের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে অন্য ইবাদতেও এক লক্ষ গুণবেশী। যার কারণে সর্বক্ষণই আল্লাহর বান্দাগণ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। কাবাঘর ও তার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–

(١) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ٠

(১) নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। (আলে-ইমরান ঃ ৯৬)

www.icsbook.info

(٢) وَاِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا * وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّى * وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ *

(২) যখন আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্য সম্মিলন স্থান ও নিরাপত্তার স্থান করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইব্রাহীমও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম। তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। (বাকারা-১২৫)

(٣) سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ *

(৩) সেই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা যিনি তার বান্দাহকে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মিরাজে নিয়ে গেছেন। (বণী ইসরাঈল-১)

(٤) اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ *

(৪) মুশরিকরা অপবিত্র, তারা যেন মসজিদে হারামের নিকটে না যায়। (তওবা-২৮)

কাবাঘর ও তার মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস

(١) قَالَ النَّبِىَّ صـ مَنْ رَاٰنِىْ فِىْ مَنَامِهٖ فَقَدْ رَاٰنِىْ - فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ وَلاَ بِالْكَعْبَةِ .

(১) রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে আমাকে ঠিকই দেখে কেননা, শয়তান আমার এবং কাবার ছবি ধারণ করতে পারে না। (মোজাম)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صـ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِىْ حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةٍ مَغْفُوْرًا .

(২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহ্‌র ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرَبَ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ

www.icsbook.info

غَفَرَ لَهُ ذُنُوْبَهُ كُلَّهَا .

(৩) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে বাইতুল্লাহ শরীফের সাত চক্কর তওয়াফ করবে, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করবে। তার গুনাহ্ যত বেশীই হউক না কেন, তা মাফ করে দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় আরো কিছু হাদীস

١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ بُنِيَ الاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ -(متفق عليه)

১। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ (রাসূল), (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জব্রত পালন করা, (৫) এবং মাহে রমযানের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَا هَا اِمَاطَةُ الاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الاِيْمَانِ -(متفق عليه)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরেরও উর্ধ্বে (অর্থাৎ ঈমান সত্তরের অধিক অংশে বিভক্ত)। তম্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো 'মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই' এ কথা স্বীকার করে নেয়া আর এর সর্বাপেক্ষা নিম্নতম শাখা হলো রাস্তা-ঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাও ঈমানের একটি (গুরুত্বপূর্ণ) শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ ثَلٰثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَيُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ

(متفق عليه)-

www.icsbook.info

৩। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। (ক) যার নিকট মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে তাঁদের উভয় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু হতে অধিকতর প্রিয় মনে করে।) (খ) যে ব্যক্তি অন্য কাউকে একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবেসে থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয়। (অর্থাৎ কোন পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্য নয় বরং মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই সে অপরকে ভালবেসে থাকে।) (গ) যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অনুগ্রহে কুফরী হতে উদ্ধার পাওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এরূপ ঘৃণা করে যেরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হতে ঘৃণা করে। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতে দোজখের অগ্নিসম ঘৃণাবোধ করে।) (বুখারী, মুসলিম)

٤- عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -(متفق عليه)

৪। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমগ্র মানব হতে অধিকতর প্রিয় না হবো। (বুখারী, মুসলিম)

٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -(شرح السنة)

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত বিশ্বাসী হতে পারবে না যে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি (মন ও বাসনা-লিপ্সা) আমি যা নিয়ে এসেছি (মহাগ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহ অর্থাৎ নবীর আদর্শ) তার অনুসারী না হয়। (শরহে সুন্নাহ)

٦- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ صـ اَلاَ اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ (متفق عليه)-

৬। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! নিশ্চয়ই মানবদেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে যা সুস্থ থাকলে গোটা দেহই সুস্থ থাকে; আর তা অসুস্থ (দূষিত) হয়ে পড়লে সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। (অর্থাৎ যখন এ মাংসপিণ্ড দূষিত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীরই বিষে

www.icsbook.info

জর্জরিত হয়ে পড়ে।) সাবধান! সেটাই হলো অন্তঃকরণ। (বুখারী, মুসলিম)

٧- عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صـ قَالَ اٰیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ -(متفق علیه)

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) মহানবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন–মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ঃ (ক) যখন সে কথা বলে, তা মিথ্যা বলে, (খ) যখন প্রতিজ্ঞা করে, তা ভঙ্গ করে, (গ) এবং যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, সে তার খেয়ানত করে (অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে)। (বুখারী, মুসলিম)

٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِیِّ صـ قَالَ عَلَیْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ وَیَهْدِیْ اِلَی الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ یَهْدِیْ اِلَی الْجَنَّةِ- وَمَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَصْدُقُ وَیَتَحَرَّی الصِّدْقَ حَتّٰی یَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّیْقًا - وَاِیَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ یَهْدِیْ اِلَی الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ یَهْدِیْ اِلَی النَّارِ - وَمَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَكْذِبُ وَیَتَحَرَّی الْكِذْبَ حَتّٰی یَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا -(متفق علیه)

৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সদা সত্য কথা বলবে নিশ্চয়ই সত্য কথা সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং সৎকর্ম বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর নিশ্চয়ই মানুষ (যখন) সদা সত্য কথা বলতে থাকে ও সত্যের সন্ধানে লিপ্ত থাকে অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে সে পরম সত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে থাকে (অর্থাৎ সিদ্দিক হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে)। আর সর্বক্ষণ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক, কেননা নিশ্চয় মিথ্যা কু-কর্মের দিকে পরিচালিত করে থাকে। নিশ্চয়ই (যখন কোন) মানুষ সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যায় লিপ্ত হয়ে থাকে পরিণামে সে মহান আল্লাহর নিকট একজন ডাহা মিথ্যুক বলে লিখিত হয়ে থাকে। (অর্থাৎ মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিখা হয়ে থাকে।) (বুখারী, মুসলিম)

٩- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِیْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ یَّطَّلِعَ عَلَیْهِ النَّاسُ -(مسلم)

৯। হযরত নাওয়্যাস ইবনে সাম'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, সদাচারই সচ্চরিত্র। আর যা তোমার মনে খটকা লাগে কিংবা লোকে জেনে ফেলুক সেটা পছন্দ কর না, ওটাই পাপ। (মুসলিম)

١٠- عَنْ عَائِشَةَ رضـ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ

www.icsbook.info

الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ (متفق عليه)-

১০। (উম্মুল মুমিনীন) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, (মহাগ্রন্থ) কুরআনে পারদর্শী অর্থাৎ দক্ষ ব্যক্তি (মহাগ্রন্থ আল-কুরআন লিপিকার বা নকল করনেওয়ালা) সম্মানিত ও পূণ্যবান ফেরেশতার সাথী। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করতে তোতলায় (অর্থাৎ থেমে থেমে পাঠ করে) এবং তা পাঠ করতে তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় (কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সাধনা করতে থাকে) তার জন্য দু'টি পুরস্কার। (বুখারী, মুসলিম)

١١- عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ قَالَ النَّبِىِّ صـ لاَحَسَدَ الاَّ فِىْ اثْنَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَا لاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا -(متفق عليه)

১১। হযরত ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ দুটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে হিংসা জায়েয নয়। (অর্থাৎ দু' ব্যক্তি সম্পর্কে ঈর্ষা বৈধ যদি তা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে হয়) প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সৎপথে তা খরচ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। (এরূপ ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে ঈর্ষা পোষণ করা জায়েয) দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ বিশেষ জ্ঞান (দ্বীনের সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্দ্বারা সুবিচার করে আর মানুষকে তা শিক্ষা দিয়ে থাকে (এরূপ ব্যক্তির প্রতিও হিংসা বা ঈর্ষা জায়েয)। (বুখারী, মুসলিম)

١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الاَجْرِمَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ -(مستدرك حاكم)

১২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় কৃতজ্ঞ ভক্ষণকারীর জন্য সহিষ্ণু রোযাদারের ন্যায় পুরস্কার রয়েছে। (অর্থাৎ একজন ধৈর্যশীল রোযাদার যে পরিমাণ পুরস্কার পাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের পর মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সেও ঐ পরিমাণ পুরস্কার পাবে)। (হাকেম)

١٣- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا

www.icsbook.info

اشْتَكٰى عَضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -(متفق عليه)

১৩। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক করুণা প্রদর্শন, পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি প্রদর্শনের দিক দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যার একটি অঙ্গে ব্যথা অনুভব করলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অর্থাৎ গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও শারীরিক উত্তাপ দ্বারা সাড়া দিয়ে থাকে) নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম)

١٤- عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صـ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ رِزْقُهٗ اَوْيُنْسَاءَ لَهٗ فِى اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ -(متفق عليه)

১৪। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির আন্তরিক বাসনা এরূপ যে, (সে চায় যে) তার জীবিকা প্রশস্ত করা হউক এবং আয়ুস্কাল দীর্ঘ করা হউক (অর্থাৎ তার মৃত্যুর ব্যাপারে বিলম্বিত করা হউক)। সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখে। (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করে)। (বুখারী, মুসলিম)

١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -(متفق عليه)

১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমরা কু-ধারণা (অনুমান করা) হতে (বেঁচে) সতর্ক থাকো; কেননা কু-ধারণা সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথার সমতুল্য এবং অপরের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি অবলম্বন করো না, একে অন্যের সাথে কলহ করো না, পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, অন্যের ক্ষতিসাধনের জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করো না (অর্থাৎ কেউ কোন বস্তু ক্রয় করতে থাকলে দালালী করে তা নিজে ক্রয় করে অপরকে ঠকাবে না, বরং) তোমরা মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (বুখারী, মুসলিম)

١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ

www.icsbook.info

خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُّخَالِلُ -(ابو داؤد)

১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী (ধর্মাবলম্বী) হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে। (আবু দাউদ)

١٧- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىْ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صـ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰـذَا وَيَعْرِضُ هٰـذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَاءُ بِالسَّلاَمِ -(متفق عليه)

১৭। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে তার দ্বীনি ভাইকে তিন রাত্রির অধিক সময় পর্যন্ত পরিত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়। (কেননা এ অবস্থায়) তাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হলে একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে (অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়– যা অবৈধ) আর (এমন অবস্থায়) তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথমে সালাম দ্বারা কথাবার্তা শুরু করে। (বুখারী, মুসলিম)

শেষপর্যায়ে ইন্তিকালকারী কয়েকজন সাহাবী

সাহাবীর নাম	স্থান	মৃত্যু সন
১। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)	সিরিয়া	৮৬ হিজরী
২। আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জুযআ (রাঃ)	মিসর	৮৬ হিজরী
৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ)	কুফা	৮৭ হিজরী
৪। হযরত সাইয়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ)	মদিনা	৯১ হিরজী
৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)	বসরা	৯৩ হিজরী

উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুজাদ্দিদের নাম ঃ

১। হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)

২। হযরত শায়খ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)

৩। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ দেহলবী (রঃ)

৪। হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রঃ)

৫। হযরত শায়েখ আহমদ সেরহিন্দ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাঃ)

www.icsbook.info

উপমহাদেশের পাঁচজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নাম ঃ

১। শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)

২। শায়খ আবদুল আজিজ দেহলবী (রঃ)

৩। শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (রঃ)

৪। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেহলবী (রঃ)

৫। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রঃ)

কালিমা সমূহ

কালিমায়ে তাইয়্যিবা (পবিত্র বাক্য)

لَاۤاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।

কালিমায়ে শাহাদাত (সাক্ষ্য বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

কালিমায়ে তাওহীদ (একত্ববাদ বাক্য)

لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاحِدًا لاَّ ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

তুমি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তুমি এক, তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ ভীরুদের নেতাও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

কালিমায়ে তামজীদ (গুণবাক্য)

لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ .

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তুমি জ্যোর্তিময়,তুমি যাকে

www.icsbook.info

ইচ্ছা কর তাকে তোমার নূর দ্বারা পথ প্রদর্শন কর। মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, রাসূলগণের নেতা এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

ঈমানে মুজমাল (সাধারণ বিশ্বাস)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ .

আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর সমূদয় নাম ও যাবতীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান আনলাম। এবং তাঁর যাবতীয় আদেশ ও বিধি-বিধান মেনে নিলাম।

ঈমানে মুফাস্সাল (ব্যাপক বিশ্বাস)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

আমি বিশ্বাস করলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, পরকালের উপর এবং অদৃষ্টের ভাল মন্দের উপর, যা আল্লাহপাকের নিকট হতে হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর পূনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

আমাদের সব সালাম-শ্রদ্ধা, আমাদের সব নামায এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হউক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ প্রভু ও মা'বুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহতায়ালার বান্দাহ এবং রাসূল।

দুয়ায়ে মাছুরা

www.icsbook.info

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

হে মহান আল্লাহ! আমি আমার (আত্মার প্রতি) নিজের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেছি-কিন্তু আপনি ব্যতীত অন্য কেউ গুণাহ মাফ করতে পারে না। অতএব আপনি স্বীয় অসীম ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি সদয় হোন। নিশ্চয়ই আপনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই। তোমার নিকট গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবলমাত্র তোমার উপরেই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি, তোমার দানকে অস্বীকার করি না। আমরা তোমার নিকট ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদের সাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখব না-তাদেরকে পরিত্যাগ করব।

হে আল্লাহ! আমরা তোমারই দাসত্ব স্বীকার করি। কেবল মাত্র তোমার জন্যই নামায পড়ি, কেবল তোমাকেই সিজদা করি এবং আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। কষ্ট আমরা কেবল তোমারই রহমত লাভের আশায় করি, তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।

▲ ৩য় খন্ড সমাপ্ত ▲

www.icsbook.info

গ্রন্থপঞ্জী

১। কুরআনুল কারীম
২। তরজমায়ে কুরআন মজিদ ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
৩। তাফহীমুল কুরআন ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
৪। মা'আরেফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)
৫। তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন ঃ সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রঃ)
৬। কুরআন বুঝা সহজ ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম
৭। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন? আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
৮। কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা ঃ মুহাম্মদ কামারুজ্জামান
৯। আল-কুরআনের বিষয় অভিধান ঃ আসাদ বিন হাফিজ
১০। তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
১১। সহীহ আল-বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম বুখারী।
১২। সহীহ মুসলিম ঃ আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ।
১৩। জামে' তিরমিযী ঃ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাতা ইবনে মূসা ইবনে জাহা।
১৪। সুনানে আবু দাউদ ঃ সুলায়মান ইবনুল আশ্আস ইসহাক আল আসাদী আস-সিজিস্তানী।
১৫। সুনানে নাসায়ী ঃ আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বাহর ইবনে দীনার আন-নাসায়ী।
১৬। সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল-কাজভীনী।
১৭। মুয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস।
১৮। মুসনাদে আহমদ ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল।
১৯। সুনানে দারেমী ঃ ইমাম দারেমী।
২০। দারে কুত্নী ঃ আলী ইবনে উমর ইবনে আহমদ।
২১। তাবারানী ঃ আবুল কাসেম সুলায়মান ইবনে আহসান আত-তাবারানী।
২২। বায়হাকী ঃ আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী।
২৩। মুস্তাদরাক হাকেম ঃ হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী।
২৪। মিশকাত শরীফ ঃ আবু মুহাম্মদ আল-হোসাইন বিন মাসউদ আল-ফাররা আল-বাগবী।
২৫। এন্তেখাবে হাদীস ঃ আবদুল গাফফার হাসান নদভী।
২৬। রাহে আমল ঃ জলীল আহসান নদভী।
২৭। রিয়াদুস সালেহীন ঃ মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন-নববী।
২৮। আল-আদাবুল মুফরাদ ঃ
২৯। হাদীস শরীফ ঃ মাওলানা আবদুর রহীম।
৩০। হাদীসের পরিচয় ঃ জিলহজ্জ আলী।
৩১। হাদীসের আলোকে মানব জীবন ঃ আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।
৩২। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ঃ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।
৩৩। আল-কুরআনের পরিচয় ঃ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।
৩৪। ইসলামী সংগঠন ঃ এ.কে.এম. নাজির আহমদ।
৩৫। পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন ঃ শামসুন নাহার নিযামী।

www.icsbook.info

প্রাপ্তিস্থান

- তাসনিয়া বই বিতান ঃ প্রফেসর'স বুক কর্ণার ঃ প্রীতি প্রকাশন ঃ আহসান পাবলিকেশন্স ঃ দৈনিক সংগ্রাম অফিস সংলগ্ন, বড় মগবাজার, ঢাকা।
- মহানগর প্রকাশনী ঃ ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- কোয়ালিটি পাবলিকেশন্স ঃ ৬০/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
- কাঁটাবন বুক কর্ণার ঃ ইসলাম প্রচার সমিতি ঃ নলেজ পার্ক ঃ কাঁটাবন মসজিদ মেইন গেইট, ঢাকা।
- আল-হেরা প্রকাশনী ঃ খন্দকার প্রকাশনী ঃ খায়রুন প্রকাশনী ঃ মীনা বুক হাউস ঃ হাসনা প্রকাশনী ঃ কোহিনুর লাইব্রেরী ঃ ইসলাম পাবলিকেশন্স ঃ রশিদ বুক হাউস ঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ। বাংলাবাজার, ঢাকা।
- একাডেমী লাইব্রেরী ঃ মদীনা একাডেমী ঃ (বি. আই. এ.) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
- আজাদ বুকস্ ঃ নূরজাহান লাইব্রেরী ঃ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- এট্‌সেটরা বুক ব্যাংক ঃ এম. এন. সুপার মার্কেট, শেরেবাংলা সড়ক, ঝিনাইদহ।
- আল-আমিন লাইব্রেরী ঃ সালেহ বুক স্টল ঃ সালসাবিল লাইব্রেরী ঃ কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
- সখি বিতান ঃ হেতেম খাঁ রোড, রাজশাহী।
- একাডেমী কর্ণার ঃ বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী।
- নিউ ইসলামিয়া লাইব্রেরী ঃ হেমায়েত উদ্দীন রোড, বরিশাল।
- ইখওয়ান গ্রন্থাগার ঃ আল-হামরা লাইব্রেরী ঃ বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।
- শাহীন গ্রন্থাগার ঃ নিউ মার্কেট, কুমিল্লা।
- মদীনা লাইব্রেরী ঃ কোম্পানীগঞ্জ বাজার, কুমিল্লা।
- সিটি লাইব্রেরী ঃ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
- আধুনিক লাইব্রেরী ঃ লক্ষীপুর।
- এছাড়াও বাংলাবাজার ও বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

www.icsbook.info